জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

জেলা- সুনামগঞ্জ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সুনামগঞ্জ

সমন্বয়ে

VARD ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)

আগষ্ট ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian Aid

UN DP Empowered lives. Resilient nations.

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

সুনামগঞ্জ জেলা

২০১৪

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

সুনামগঞ্জ

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নিচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবছর আগাম বন্যাসহ বিবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা সুনামগঞ্জের প্রাণ সোনালী ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যাহত হয়। সুনামগঞ্জের উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সুনামগঞ্জের প্রতিটি উপজেলায় প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যাহত হয়। এই জেলাটি প্রতিবছর দুর্যোগে পতিত হলেও জেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ভার্ড অত্র জেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় তৈরি, যার ফলে জেলার দুর্যোগের সঠিক চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

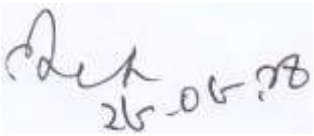

শেখ রফিকুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক
সুনামগঞ্জ
ও
চেয়ারপারসন
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সুনামগঞ্জ

বাণী

হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও সবুজে ঘেরা মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা সুনামগঞ্জ। প্রাকৃতিক দূর্যোগের সঙ্গে সখ্যতা গড়েই এই জেলার মানুষগুলো জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্যের গৌরব যেমন এই এলাকার মানুষগুলোকে আলাদাভাবে মর্যাদায় আসীন করেছে তেমনি প্রকৃতির রুঢ়তা এই জনপদের মানুষগুলোকে বারবার উন্নয়নের ধারা থেকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। প্রাচীন কালীধর সাগর নামে পরিচিত হাওড়বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া, এ জেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দূর্যোগসমূহ প্রায়শই ভয়াবহ আকারে আঘাত হেনে জানমাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে, যা শুধুমাত্র ব্যক্তি বা একটি সমাজের জনগোষ্ঠীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, জাতীয় আর্থনীতি ও সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। দূর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সঠিক পরিকল্পনা।

এরই ধারাবাহিকায় ভার্ড সুনামগঞ্জ জেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। পরিকল্পনাটিতে যেসব তথ্য বিদ্যমান সেগুলো হল স্থানীয় এলাকা পরিচিতি- দূর্যোগের ইতিহাস, জনসংখ্যা, অবকাঠামো, দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস-ঝুঁকির কারণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায়, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি, স্বাভাবিক সময়ে করণীয়, জরুরী সারা প্রদান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ইত্যাদি। ইহা অত্র জেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

রাজিব আহমেদ
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
সুনামগঞ্জ
ও
সদস্য সচিব
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সুনামগঞ্জ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	পৃষ্ঠা নং
১.১ পটভূমি	৬
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৬
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৬
১.৩.১ জেলার ভৌগলিক অবস্থান	৬
১.৩. ২ আয়তন	৭
১.৩.৩ জনসংখ্যা	১২
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য	১২
১.৪.১ অবকাঠামো	১২
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১৩
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৯
১.৪.৪ অন্যান্য	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	২১
২.২ জেলার আপদসমুহ	২৩
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা	২৩
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৩৫
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৩৭
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ	৩৭
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	৩৯
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৩৯
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪০
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪২
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৪৪
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৪৪
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৪৯
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৬১
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৬১
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৬৩
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৬৫
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৬৫
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৭৩
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৭৫
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৭৭
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৭৯
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৭৯
৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা	৮০
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৮১
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৮১
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৮১
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান	৮১
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৮২
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৮২
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ	৮২
৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৮২

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৮২
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৮২
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৮২
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৮৩
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থানসমুহ ৮৩
৪.৩ জেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা ৮৩
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৯৮
৪.৫ জেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ১১১
৪.৬ অর্থায়ন ১১১
৪.৭ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও পরীক্ষাকরণ ১১৫

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ১১৭
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার ১২৭
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১২৭
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ১২৭
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ১২৭
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ১২৭
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট ১২৮
সংযুক্তি ২ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ১২৯
সংযুক্তি ৩ উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা ১৩২
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ১৪৩
সংযুক্তি ৫ এক নজরে সুনামগঞ্জ জেলা ১৬১
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ১৬২
সংযুক্তি ৭ সামাজিক মানচিত্র ১৬৩
সংযুক্তি ৮ ঝুঁকি মানচিত্র ১৬৪
সংযুক্তি ৯ নিরাপদ মানচিত্র ১৬৫
সংযুক্তি ১০ নদীসমূহের তালিকা ১৬৬
সংযুক্তি ১১ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা ১৬৮
সংযুক্তি ১২ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের তালিকা ২৩৯
সংযুক্তি ১৩ এক নজরে সুনামগঞ্জ জেলার সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য ২৫৩
সংযুক্তি ১৪ জেলার জনপ্রতিধিদের তালিকা ২৫৪
সংযুক্তি ১৫ উপজেলাভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ২৫৫
সংযুক্তি ১৬ বাঁধের তালিকা ২৫৬
সংযুক্তি ১৭ স্লুইচগেট-এর তালিকা ২৬১
সংযুক্তি ১৮ প্রধান প্রধান হাওরের তালিকা ২৬৪
সংযুক্তি ১৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন ২৬৬
সংযুক্তি ২০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভার প্রতিবেদন ২৬৯

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার ব-দ্বীপ জুড়ে বাংলাদেশের অবস্থান। উত্তরে হিমালয়ের সুদীর্ঘ পর্বতমালা, দক্ষিণে ফানেল প্রকৃতির বঙ্গোপসাগর এবং ৬২% ভূমি বন্যাপ্রবণ হওয়ায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ভঙ্গুর। দুর্যোগের কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। শুধুমাত্র ১৯৯১ সালে দক্ষিণাঞ্চলে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয় এবং ১ লক্ষ ৩৮ হাজারেরও বেশি লোক মারা যায়। বিগত একশত বছরে অর্ধশতাধিক প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় এদেশে আঘাত হেনেছে এবং গত পঞ্চাশ বছরে ৬০ টিরও বেশি বন্যা, ৬ টি মহাপ্লাবন হয়েছে। এতে বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মধ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দুষন, খরা, টর্নেডো, কালবৈশাখী, ভূমিধস, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, শৈত্যপ্রবাহ, জলাবদ্ধতা, বজ্রঝড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের প্রতিবছরই কোন না কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়।

সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। ‘মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ’ এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবছর আগাম বন্যাসহ বিবিধ প্রাকৃতিক আপদ দ্বারা সুনামগঞ্জের প্রাণ সোনালী ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবিকার বিকল্প কোন পথ না থাকায় সারা বছরব্যাপী সুনামগঞ্জের কৃষিজীবী মানুষের ঘরে ঘরে থাকে দুর্যোগের পদচিহ্ন। এছাড়া, অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি আপদের দ্বারা এ এলাকায় মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি প্রায়শঃই হয়ে থাকে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়। সুনামগঞ্জের উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ জেলার ১১ টি উপজেলাই অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবণ। আগাম বন্যা এই জেলার প্রধান দুর্যোগ। সুনামগঞ্জ জেলার প্রতিটি উপজেলায় প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই জেলা প্রতিবছর দুর্যোগে পতিত হলেও জেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সুনামগঞ্জ জেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ এবং ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১. জেলার ভৌগলিক অবস্থান:

সুনামগঞ্জ জেলাটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিলেট বিভাগের অন্তর্গত হাওরবেষ্টিত একটি জেলা। জেলাটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ২৪^{0}৩৪´ হতে ২৫^{0}১২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০^{0}৫৬´ হতে ৯১^{0}৪৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তরে ভারতের মেঘালয়, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা, পূর্বে সিলেট এবং পশ্চিমে নেত্রকোনা জেলা অবস্থিত। সিলেট বিভাগীয় শহর হতে

সুনামগঞ্জ জেলা শহরের দূরত্ব ৬৯ কিলোমিটার। সুনামগঞ্জ জেলা ৪টি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল ৭৫৯ হেক্টর, পাহাড়তলী ও পলল ভূমি ৭২১৯১ হেক্টর, সিলেট নিম্নাঞ্চল ২৮০৪৮৪ হেক্টর ও সুরমা কুশিয়ারা পলল ভূমি ২৫৭৮২ হেক্টর। এ জেলার মোট আয়তন ৩৭৪৭.১৮ বর্গ কিলোমিটার। এ জেলার অন্তর্গত মোট ১১ টি উপজেলা, ৮৭ টি ইউনিয়ন, ১৬২৯ টি মৌজা এবং ২৮৮৭ টি গ্রাম রয়েছে। এ জেলায় মোট ২৫ টি নদী, ১৩৩ টি খাল, ১৩৭৩.১০ কিলোমিটার বাঁধ এবং ৪০৩৩.৪৫ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। জেলার মোট আয়তন ৩৭৪৭.১৮ বর্গ কিলোমিটার। এ জেলার মাটির প্রকৃতি দো-আঁশ বেলে দো-আঁশ এবং এটেল । জেলার বেশিরভাগ বসতভিটা এটেল মাটির এবং আবাদি জমি দো-আঁশ এবং বেলে দো-আঁশ মাটির যার উর্বরতা শক্তি বেশি। সেচের খাল ও পুকুর পাড়ের মাটি এটেল দো-আঁশ প্রকৃতির এবং রাস্তাঘাটের মাটির প্রকৃতি এটেল ও দো-আঁশ। এছাড়া, এ জেলার খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস। জেলায় ২ টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে। এগুলো হল-টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র এবং সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্র। গ্যাসক্ষেত্র ২ টি যথাক্রমে দেয়ারাবাজার ও ধর্মপাশা উপজেলায় অবস্থিত। **উৎসঃ সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস, সুনামগঞ্জ।**

১.৩.২ আয়তন

সুনামগঞ্জ জেলার মোট আয়তন ৩৭৪৭.১৮ বর্গ কিলোমিটার। এ জেলার অন্তর্গত মোট ১১ টি উপজেলা, ৮৭ টি ইউনিয়ন, ১৬২৯ টি মৌজা এবং ২৮৮৭ টি গ্রাম রয়েছে।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	মৌজার নাম
সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	১০৪	রতনশ্রী, মনমতের কাড়া, অমৃতশ্রী, নিধিরচর, ইছবপুর, আহম্মদপুর, ডিব্রুঘাট, ইছারচর, সাফেলা, আহম্মদাবাদ, নিয়ামতপুর, শংকরপুর, উমেদশ্রী, নৌকাখালী, রহমতপুর, দঃ মনমতের চর, ইনাতনগর, গৌরারংবাদে, কামারটুক, হোসেনপুর, টুকেরগাঁত্ত, পুরাণ লক্ষণশ্রী, উঃ কুতুবপুর, অচিন্তপুর, নুরুল্লা, পৈন্দা হরিপুর, পঃ হরিপুর, কলাইয়া, কাটাইর চক, নারকিলা, উলুতুলু, শাখাইতি, দাড়ারগাঁত্ত, মাগুরা, মন্তাইল, এরালিয়া, তেতইয়া, চুয়াপুর, উঃ নারাইনপুর, সদরগড়, ইব্রাহীমপুর, উঃ মনমতের চর, সৈয়দপুর, নারায়নতলা, উঃ কান্দিগাঁত্ত, চিনাউরা, জামলাবাজ, মৈসাদলং, দুলাই, ঘাসিগাঁত্ত, বিরামপুর, বল্লবপুর, পঃ চানপুর, বনগাঁও সুলেমানপুর, উঃ মুরাদপুর, সুন্দাউরা, সুলেমানপুর চক, দঃ নৈগাং, উঃ নৈগাং, হাসাউরা, সুলেমানপুর তুলা, হরিনাপাটি, রঙ্গারচর, পিরিজপুর, ব্রাক্ষণগাঁও, মনোহরপুর, গোদারগাঁও, দাদারগাঁও, কাইমতর, মাইজবাড়ী, সরই, নিজগাঁও, বদিপুর, আহমদপুর, ষোলঘর, ঝাওয়ারচর, কেজাউরা, সুলতানপুর, মোহনমুকুন্দ, রছুলপুর, খাইরঘাট, জানিগাঁও, বাদে, কমরপুর, পঃ শ্রীনাথপুর, উঃ আলমপুর, কৈড়ী, পঃ নুরপুর, দঃ আলমপুরচক, পঃ হরিপুর, পঃ শ্রীনাথপুর চক, উঃ জায়ফরপুর, মীরপুর, কমরপুর, উঃ ফতেপুর, তেঘরিয়া, উঃ মল্লিকপুর, জলিলপুর, শ্রীপুর, হবতপুর, বারঘর শরিষপাড়া, যুগিরগাঁও ও কাঠইড়।
	শাল্লা	৬৮	মির্জাপুর, নিজগাঁও, নিয়াকতপুর, রাহুতলা, বড়গাঁও, ইরারাবাদ, কাশিপুর, বাঘমারা, শরিফপুর, দাউদপুর, আনন্দপুর, ভাটিমামুদনগর, পুটকা, আটগাঁও, সমপুর, খলাগাঁও পোড়ারপাড়, প্রতাপপুর, লক্ষ্মীপাশা, পাচবর্মা, রুপশা, সোদানখলা, বাটগাঁও, পিরোজপুর, মোসাপুর, মেদা, গুজিয়ারগাঁও, ডোমরা, কান্দখলা, গুঙ্গীয়ারচক, মোক্তারপুর সুলতানপুর, নিয়ামতপুর, জয়পুর, চাকুয়া, কাশীপুর, হাবিবপুর, নোয়াগাঁও, পুটকা, কলাপাড়া, জাতগাঁও, ব্রাক্ষণগাঁও, নারকিলা, ছত্রিশ, মশাকূলী, শরেশপুর, বিলপুর, দত্তপাড়া, আগুয়াই পশ্চিম নিয়ামতপুর, নারায়নপুর, কান্দিগাঁও, ইয়ারাবাধ, কেরুহালা, আদিত্যপুর, গোহায়ানী, ইসলামপুর, গোবিন্দপুর, রোয়া, নোওয়াগাঁও, ছব্বিশা, সহদেবপুর, মনোয়া, শ্রীহাইল, মোমেনপুর, হুসেনপুর, বেড়ামহনা ও শাল্লা।
	দিরাই	১৫২	পুরনদরপুর, দুর্লভপুর, আলীপুর, বলনপুর, সোনাতলা, কুরী হাসনাবাদ, হাসনাবাদ, রামজীবনপুর, সুজনপুর, নোয়াগাঁও, সুনামপুর, পশ্চিম আনোয়ারপুর, আদমপুর, খাগাউরা, ইসলামপুর, দয়াদুপনী, ভাটিপাড়া, উরধনপুর, ইজ্জতপুর, বারঘর, আদমপুর, কুটিরগাঁও, পঃ সুজনপুর, মাছিমপুর, রফিনগর, সুজাপুর, সদানন্দপুর, মানিকদই, গড়খাই, পশ্চিম দৌলতপুর, আলীপুর বাদে, চর হাবিবপুর, নয়ারচব, হাসিমপুর, জবানিকা, চিতালিয়া, মুরাদপুর, ভোলানগর, মাহতাবপুর, চিরিয়াপুর, হাউরিয়া হারানপুর, চরণারচর চক২, কামালপুর, চরণার চর, কামালপুর চক ১, রনারচর, রাজানগর, ভরাগাঁও, উমেদনগর, ফাতেমানগর, মির্জাপুর, কদমতলী, জকিনগর, জটিচর, অনন্তপুর, জানপুর, মেঘনা, গচিয়া, কাইমা, পঃ আনোয়ারপুর, মথুরাপুর, উত্তর

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	মৌজার নাম
			কামালপুর, দত্তগ্রাম, পানাগাঁও, সুতারগাঁও, কেজাউরা, শরিফপুর, শামগাঁও, বেওয়াগাঁও, কর্ণগাঁও, উত্তর নাগের, কাজুয়া, সকিতপুর, বাঙাগালগাঁও, সেকামপুর, সুজানগর, মজলিসপুর, শূকুরনগর, সরমঙ্গল, নাচনী, বাউসি, কালিড্রাম, বালাউট, আছরম, ধল বাদে, রণভূমি, ভাঙ্গা ডর, ভাঙ্গা ডর চক, ডাইয়ার গাঁও, রাজাবাদ, রাধানগর, দাউদপুর, দৌওজ, দিরাই, বুরহামপুর, করিমপুর, চানপুর, মাটিয়াপুর, শ্রীনারায়ণপুর, হলিমপুর, উত্তর ধিতপুর, নগদিপুর, দৌলতপুর, হোসেনপুর, কামরিবীজ, নূরপুর, ঘরংপাশা, রাজনাও, সিংহনাদ, জগদল, নারায়ণ কুড়ি, কামরি, আটপারিয়া, রায়বাঙ্গালী, মিঠাপুর, টংগর, চক চিলাটং, টেলিটর, চানপুরাইয়া, গর্মা, মাতারগাঁও, বড়কাপন, কালিকপুর, উজিরপুর, কালডহর, তারল, বাগুয়া, সদরকুনা, দঃ নাগেরগাঁও, রামপুর, জামালপুর, ধলবাদে, শালিয়ারগাঁও, বকশিয়ার কাট, পিতাম্বরপুর, বারইল ব্রক্ষণবন্দ, তারাপাশা, জালিয়া, নাচনী, হাতিয়া, বরইতর, কুলঞ্জ, তেতুইয়া, সুয়াতিঘর, গলিশাল, ধীতপুর, বাউসী ছোট, বাউসী বড়, ধাইপুর ও বাইটগাঁও।
	জামালগঞ্জ	৯৩	সুন্দরপুর, বরেন্দ্রপুর, উলুকান্দি, বাজগাঁও, বুয়ালা, হরিণাকান্দি, যতীন্দ্রপুর, পশ্চিম আলীপুর, রাধানগর, ইনাতনগর, রহিমাপুর, বেহেলী চক, কুমারিয়া, হরিনগর, বেহেলী, মশালঘাট, রাজেন্দ্রপুর, পুটিয়া, হরিপুর, উমেদপুর, আহসানপুর, হেরাকান্দি, আহমদপুর, হিজলা, মহালিয়া, সহদেবপুর, দূর্গাপুর, গোলামীপুর, শাহপুর, উজ্জলপুর, উত্তর কামলাবাজ, বড় ঘাগটিয়া, ছোট ঘাগটিয়া, নোয়াগাও, বিছনা, মীর্জাপুর, মলিন নগর, লতিফপুর, উজিরপুর, কলকতা খাঁ, বাখরখলা, হায়াতপুর, মল্লিকপুর, দঃ লক্ষ্মীপুর, শাম্মীপুর, দঃ লালপুর, শেরপুর, দক্ষিণ জামালপুর, দঃ রামপুর, যশমন্তপুর, কন্দবপুর, কুরি, হাসনাবাজ, নিধিপুর, কাশীপুর, কামারগাঁও, হটামারা, শরিফপুর, রফিনগর, খুজারগাঁও, মাতারগাঁও, দঃ দৌলতপুর, গঙ্গাধরপুর, ছয়হারা, ইনাতনগর, সোনারগাঁও, কামলাবাজ, সাচনা, রামপুর, জামাল ঘর, তেলিয়া জামালপুর, কেওয়ালী কোনা, বাগবাড়ী চক, লক্ষীপুর, চানপুর, সংবাদপুর, হরিহরপুর, পূর্ব চানপুর, দক্ষিণ ফরিদপুর, সেরমস্তপুর, তকীপুর, নজতপুর, কুকরী পশী, পলক, দঃ ফতেপুর, পঃ নুরপুর, দূর্লভপুর, দামুদারপুর, রাঙ্গামাটি, উত্তর লালপুর, হরিপুর, সুজাতপুর ও রুপাবলী।
	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	১৩১	দঃ শ্রীনাথপুর, অক্ষয়নগর, ফেটারগাঁও, শ্রীনাথপুর, দেখারহাওর, দঃ আলমপুর, পঃ নুরপুর, পঃ রামেশ্বরপুর চক, দঃ রামেশ্বরপুর চক, দঃ জায়ফরপুর, পঃ রামেশ্বরপুর, জায়ফরপুর, মধ্য রামেশ্বরপুর চক, গোধর, ঝাওয়া, মির্জাপুর, জামলাবাজ, উঃ বগারকাড়া, ডুংরিয়া, হাসকুড়ি, হানুয়া, জয়কলস, কামরুপ দলং, পঞ্চাশ হাল, চেচারকোনা, রনসী কিত্তে কাড়ারাই, দঃ মধ্য কামরুপ দলং, সিখাম, রনসী, চিকারকান্দি, আলমপুর চক, পিটাপই চক, বড়কাপন, আহম্মদপুর, মনবেগ, নোয়াগাঁও উঃ বাউসি চক, চুরখাই, দামোদরটুপী, আলমপুর চক, পিটাপই, গনিপুর, লক্ষণসোম, বশিরপুর, ঘোরাডুমুর, দঃ রামপুর, সিতাহরন, ধরাধরপুর, সিতাহরন চক, গোলগাঁও, ছয়হাড়া, দঃ শক্রমদন চক, মৌগাঁও, দঃ আলমপুর চক, গোসাইনপুর, দুর্গাপাশা, সিচনী, ডাবর, বাদে কৈবতন, ভৈষগাঁও, শক্রমদন, দত্তবন্দ, বীরগাঁও চক, ব্রাক্ষণগাঁও, উঃ হাসকুড়ি চক,উঃ শক্রমদন চক,দঃ সুলেমানপুর, পাইকাপন, হাসামপুর, মছুয়াখাই, পঃ বাউসী, ইছাপশিং,দঃ ফতেপুর, সুড়িখাই, দঃ বাউসী চক, শ্রীরামপুর গগণশ্রী, ইছানৌসা,পঃ বাউসী, শ্রীরামপুর, কচুয়ারগাঁও, ইসলামপুর, কাদিপুর, দঃ বাউসী, সরিপপুর, যুগিরগাঁও, চৌকা, আমরিয়া, রুরুমপুর, বীরকলস, আলুজিনাই, কিশোরপই, আলুজিনাই, কিশোরপই, পঃ রামেশ্বরপুর, দঃ কুতুবপুর, কাটালিয়া, থলেরবন্দ, উকাড়গাঁও, জীবদারা, নগর, দঃ হরিপুর, তেরহাল, ইমামনগর, গনিপুর, সৈয়াবাদ, তেহকিয়া, দঃ গবিন্দপুর, দঃ নারাইনপুর, দঃ মল্লিকপুর, মথুরাপুরচক, দঃ মুরাদপুর, ডোলকুতুবপুর, পাথরিয়া, দঃ বগাড়কাড়, শ্রীনাথপুর, জয়সিন্দি বসিয়া খাউরি, বড়মোহ, জাহানপুর, আহম্মদাবাজ, কাষ্ট চাপড়া,বীরগাঁও, কড়েরগাঁও, আসমুড়া, ধলমৈসা কড়ের গাঁও,মধ্য হাসকুড়ি চক, দঃ হাসকুড়িচক, দঃ কান্দগাঁও, মৌখাল, ঠাকুরভোগ, টাইলা ও দুর্গাপুর।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	মৌজার নাম
	বিশ্বম্ভরপুর	৫৮	কাচিরগাতি, মাঝাইর, গাজিরগাঁও, কোটিপাড়া, মুক্তিখলা, রনবিদ্যা, ধরেরপাড়, মাসুদ আলী, সিমছা, রতারগাঁও, উত্তর রামপুর, শাসপুর, পুরান শানপুর, ছাতারকোনা, মেরুয়াখলা, পুরানগাঁও, নারায়নপুর, ইকর হাটিয়া, বুতাজ, দঃ ঘাগরা, ছত্রিশ, বিন্নাকুলি চক, বাঘমারা, শাহাপুর, আমরিয়া, মনবেগ, ওমরপুর, বাগমারা, আঙ্গারুলী সনার হাওর, উত্তর ক্ষিদিরপুর, বসন্তপুর, বাগুয়া, উত্তর শাহাপুর, রঙ্গারচর চক, আলমা ডহর, পূর্ব আলীপুর, রঙ্গারচর, লখা, নয়া বারুঙ্কা, উত্তর দৌলতপুর, পিরিজপুর, অনন্তপুর, দুলবারচর, তাহিরপুর, শ্যামারকান্দি, ভবানিপুর, উত্তর ফতেপুর, পশ্চিম চানপুর, শালমারা, কচুখালী, উমেদপুর, চান্দবাড়ী, মশালঘাট, রাজন্দ্রপুর, জাঙ্গাল, ব্রাম্মনপাড়া, লামশ্রম ও বিন্নাকুলা।
	দোয়ারাবাজার	১৬১	থাবলী, বাঁমতলা, পুরান বাঁমতলা, রাঙ্গাউটি, কলাউরা, ঢালিয়া, রামেশ্বপুর, বামেরবন্দ, কুশিউড়া, কিরণপাড়া, বরইউড়ি, উস্তিঙ্গের গাঁও, রাউলগাঁও, পাইলেছড়া, বাগমারা, বিগারগাঁও, ধরমপুর, ঘরুয়া, দলাইরগাঁও, সালিহা, কুরুরগাঁও, সালিহা নামা, লাস্তাবুরগাঁও, দ্বারগাঁও, রালউরা, চাটুরপাড়া, খুরমারগাঁও, ফুলকার গাঁও, চারওয়াদ্দারী, রহিমাপুর, জোয়াহি গাঁও, চংবীর, কেগলাজুর, পাইকপাড়া, আগন বারের গাঁও, মুকিগাঁও, কন্তরগাঁও, গুটারগাঁও, তিওর, তেরাপুর, হাতিগাঁও, জাহাঙ্গীরগাঁও, সিবধারপাড়া, ঘিলাতলা, শ্যামারগাঁও, আমপুর, শ্রীপুর, নাছিমপুর, পরমেশ্বরীপুর, নৈনগাঁও, বাজিতপুর, আজমপুর, আলমপুর, কামারগাঁও, ডোমবান্দা, পুটিপশী, বাজারগাঁও, মান্নারগাঁও, ধনপুর, সাউদেরগাঁও, গোপালপুর, বদরপুর, পঃ রামপুর, হরিপুরন, পদুয়ারবিল, ঢোপশী, বাগবের, চন্ডিপুর, মুকন্দপুর, নিশ্চিন্তপুর, মান্দরী, বাগেরহাড়ী, কেয়ারবিল, বিরচঙ্গেরগাঁও, ডুমরুয়া, গোপীনগর, মরাকান্ঠ গঙ্গা, রজদাড়া উত্তর, রাজাদাড়া দক্ষিণ, ডাউকের কাড়া, ডুকরুয়া, চেংগাইয়া, সুবল, রাধানগর কৃষ্ণনগর, হকিয়ার বাজার, পিপড়াখালী, বিয়াসবন, নলুয়া, ষাইটনদী, কড়ালী, মেন্দা, ধুপাখাই, ধরমপুর, ধমপুর কিত্তা, জগন্নাথপুর, পানাইল, জীবনপুর, রঘুরাম, ভবানীপুর, জঙ্গলশী কিত্ত, পরানপুর, গংগলপুর কিত্তা, রামনাথ, হরিপুর, কাঞ্চনপুর, রাজপুর, রাজপুর কিসমত, শিবপুর, মেন্ডারগাঁও, দউলিবন, শেরপেরী, বড় কাপন, আদুয়া পশ্চিম, পাটন কাপন, কদমতলী, আংগাং, নিয়ামতপুর, উনগাম, পাড়ারপুর, উয়যাম, রূপরাম, হিরানাথ, তেরাবিল, মোবারক, গুরেনকি, বাদে গোয়েশপুর, বেরী, চৌলা, রামনগর, প্রধান কাপন, পুরাদুয়া, চৌমনি, প্রতাপপুর, বেতুর, দপগ্রাম, উত্তর সোলেমানপুর, আনোয়ারপুর, পঃ চানপুর, জিরাগাঁও, চকিরঘাট, বঞ্জারপুর, মাঠগাঁও, পেকারগাঁও, আলমখালী, কাঠালবাড়ী, বাঘমারা, বহরগাঁও, আন্দাইগাঁও, সোনাচুরা, বরাকিয়া, আন্দারইরচক, হরতকিতলা, গোবিন্দপুর, জোয়ানেরগাঁও, মোহাম্মদপুর, মহব্বতপুর, মারপশী, বালিজুরী, জিয়ানী, ভূজনা, উত্তর নুরপুর, বৈঠাখাই, সুলতানপুর, এরুয়াখাই, কেশবপুর, লক্ষনীপুর ও গুড়ীগাঁও।
	ধর্মপাশা	১৮১	আন্তারপুর, বিহেরতালী, বালাগুঞ্জি, ডুকনা, গোলাপনগর, জামালপুর, লক্ষিপুর, মহেষকলা, নয়াগাঁও, আলমপুর, বাওয়ারপাড়া, বংশীকুন্ডা, বিরশিংপাড়া, বুড়িপাটানি, চান্দালপাড়া, চানপুর, তাপতি, দঃচিনউড়া, হাটপুর, ডুলামিয়া, গুলানবার, হামিদপুর, হাটপাটান, কায়াহানি, কেশবপুর, কাংগারহাটি, মোহাম্মদ আলী পুর, মির্জাপুর, নিশ্চিন্তপুর, পালমতি, পানাকুরি, পাটকুড়া, রাজাপুর, সাহাপুর, সানুকিতা, চাতুর, শিশুয়া, তেলিগাঁও, বালাকিপুর, বলরামপুর, দিশারা, চামারদানি, ছালিমপুর, দরামপুর, দত্তপাড়া, ধুগনিিইরাবাধ, জলুয়া, কাদিরপুর, কাহালা, কামার বেগনা, কারাবাদ, কাইতকান্দা, লাউডুংগা, মাধবপুর, মাদিয়া, নোয়াগাঁও, মজলিশপুর, মোকসিদপুর, মোজাফ্ফরপুর, নন্দিপাড়া, নয়াগাঁও, পুবশাহাপুর, রামদিঘা, সাবাড়িপাড়া, সাজাদাপুর, শরিপুর, উত্তর দৌলতপুর, উত্তর নয়াগাঁও, আনোয়ারপুর, বৈঠাখালী, গলাইখালি, গুলা, এনাতনগর, জগদিসপুর, জালালপুর,জামালপুর, জমসেরপুর,কান্দাপাড়, কলুমা, কৌরাজান, মাছিমপুর, মধ্যনগর, মাসকান্দা, নারীজুরা, নিয়ামতপুর, নওয়াগাও, পশ্চিমশাহাপুর, শাহপুরচক, সম্পদপুর, আচপুরচক, আলীপুর, বালিয়া, বালিজুরী, বড়ইহাটি, বড়কোদ্দারপুর, ভৌলাম, বিকাজুরা, ভাটাগাও, কুরশীবাড়ী, লেনগুর, নওদার, নিজামপুর, পাইকুরাটি, উত্তররাজাপুর, মাসকান্দা, শহরতলী, সনই, ধোবালা

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	মৌজার নাম
			(বিরচক), আহমেদপুর, বাজারপাট-২, বতাকপুর, বীর,কুলুর, গাভি, হাবিবপুর, কলাপাড়া, কাদিরচর, বাধপাড়া, নয়াপাড়া, মাইজবাড়ী, মাটিকাটা, মির্জাপুর, সৈয়দপুর, সলব, সরিহাম, শিংপুর, বামুনেরবাড়ী, আত্তাপাড়া, বাজারপাট-১, দক্ষিন নওয়াগাও, বেলুয়াবাড, ধর্মপাশা, দুধবাহার, দুর্গাকান্দা, কেশবপুর, লংকাপাথারিয়া, মাহেদিপুর, নিউহারি, সোনাদানা, বাদেহরিপুর, বাঘাউছা, বীজিতপুর, বাকরপুর, বেনারসিপুর, বাড়াই, ভাটিনাজারপুর, মহেশপুর, চানপুর, হরিপুর, জয়শ্রী, নাজিরপুর, সরস্বতিপুর, ছাদিপুর, তেলীকোনা, গিবাইল, বাগবাড়ী, বাবুপুর, ইসলামপুর, ঝারকোনা, কিশমতপুর, সোবাহার, নয়াগাও, নুরপুর, পাতারিয়াকান্দা, প্রতাবপুর, সারিকান্দা ও সুখাইর নিজ, বিনোদপুর, দক্ষিণ দৌলতপুর, বুলুয়া, মোহাম্মদ নগর, মুক্তারপুর, রাজাপুর, মিলনপুর ও তাহিরপুর।
	ছাতক	৩১১	পারাপুঞ্জি, বাহাদুরপুর, নিজগাঁও, সৈদাবাদ, ইসলামপুর, গোয়ালগাঁও, গণেশপুর, ফকির টিলা, রাজগাঁও, রাজারগাঁও, সারপিন নগর, নোয়ারাই টেংগার গাঁও, বাতিরকান্দ, পটিভাগ, ভাজন মহল, কেশবপুর, সিট ভাজন মহল, কাড়াইলগাঁও, লক্ষিবাউর, হাওর চাকুয়া, মির্জাপুর, চানপুর, রাজেন্দ্রপুর, রাবন বিলের উওর, কচুয়া নদীর উওর, বানাউট, সুড়িগাঁও, কপাল, আতারগাঁও, কুটুরী, মনিয়ার সের, কামারাংগী, বালাউট, চড় বাড়ুকা, গরুচুরা, সেরপিড়ি, বল্লবপুর, চৌকাবিল, রনমংগল, চারচির, বাউসি, ধুপনীখলা, হাসারুন, রাজপুর, চরচৌকি, উওর রনসি, টেটিয়ারচর, চুনারুয়া, চর হোসেনপুর, বিহাই, লক্ষিপাশা, জমির খাই, কাশিতগঞ্জ, কাজাউরা, মান্দারগাঁও, কেশবপুর, আন্দারী, নানশ্রী, গাবুরগাঁও, রুক্কা, গদার মহল, মাধবপুর, মনিকহারা কল্লিকপুর, রাতগাঁও, মানসি নগর, ব্রাক্ষণগাঁও, গনকখাই, বকিরপার, কুমনা, বাগবাড়ী, মন্ডলীভোগ, তাতিকোনা, কামারগাঁও, নানশ্রী, তিররাই, বিল্লাই, মধ্য মাধবপুর, নিজগাঁও, পারকুল চক, শংকরপুর বুবরাপুর, আরতানপুর, আজিধরপুর, সিকান্দরপুর, পইলানপুর, কঠালপুর, বাগমারা, কচরা, উজিরপুর, নুরুল্লাপুর, বেহেরাজপুর, তামলি, পালপুর, নোয়াগাঁও, ব্রাক্ষণগাঁও, দঃ ব্রাক্ষণগাঁও, পঃ চানপুর, চাকলপাড়, সিংগুয়া, পঃ রামপুর,কালিদাস পাড়া, সেরপুর, লক্ষিপুর, বুরামপুর, তকিপুর, রুহিতপুর, দুগাপুর, বুড়াইব গাঁও, হামিদাপুর, হায়াতপুর, খারাই, কাটুমারা, কৃষ্ণপুর, পশ্চিম চানপুর, আট কিয়রী, মামদপুর, গন্ধবপুর, জামুরাইন, রায় সন্তোষপুর, ঝাওয়া, আকুপুর, কাজিহাত, মৈসব, নানশ্রী, মৈসাপাহা, পশ্চিম নানশ্রী, নাদামপুর, সেওতের পাড়া, জুলিয়ারগাঁও, সৈদের গাঁও, রুস্তমপুর, পারবতীপুর, আলমপুর, ঘিলাচড়া, মোল্লাহাতা, সরমামলা, কশ বরাই, নয়াগাঁও, পীরপুর, দয়াবাই, কাঠালপুর, সৈদারপাড়া চক, মল্লিকপুর, ভূইগাঁও, কুশ প্রতাব, তরতর, জুলগাঁও, মদন, জুলগাঁও, পরানপুর, মদনচক, ভিমকা, হাতদুলালী, রাউতপুর, পশ্চিম পরানপুর, পশ্চিম চৌকাচক, হরিশ্বরণ, পঃ চৌকা চক, হলদীউরা, পঃ পরানপুর, চৌকা, চৌকা বাদে, দত্তকিদ্রা, পরশপুর, বাউর, চেচান, ধনপুর, দক্ষিণ রনসী, পশ্চিম নানশ্রী, চক হোসেনপুর, নবাইরচর, দিবাকরদে, কৈতকদিগর, দক্ষিণ রাজনপুর, চর হোসেনপুর, জালাবাদ, শাখাইতি, কৈতক, দক্ষিণ সাউদের গাঁও, অনন্ত ভৈরব, চএশ, হাবিদপুর, ক্ষিদ্রাকাপন, জাউয়া, লক্ষণ সোম, পাইগাঁও, সুলতানপুর, টারচৌকা, দেরগাঁও, কুড়িবিল কিত্তা, বাদেশ্বরী গাঁও, জুলহাকিত্তা, দেওকাপন, কাস্হকোনা, খারাই, দক্ষিন হরিপুর, দেওয়ারগাঁও চক, সাদারাই, রামনগর, ঝামাক, জালিয়া, দাদগাঁও, গাগলাজুর, নারায়নপুর, শক্তিয়ারগাঁও, গয়াসপুর, গোপালপুর উত্তর, শ্রীমতপুর, মাহমদপুর বড়, মাহমদপুর, হায়দার পুর, জমসেরপুর, জিয়াপুর, হাসামপুর, হরিপুর, সিংচাপুরান, মহদি, শরিসাপাড়া, কালেশ্বরী, কাওয়ালী, সেওতের পাড়া, ঝগজাপ, কুমারকান্দি, সাতগাঁও, সেনামপুর, গহরপুর, দুজাপুর, পঃ জগঝাপ, পীরপুর, লামাহাইল, ঝিগলিয়া বাদে, কন্দল পাড়া, মায়েরকুল, কিত্তেশাসন, ডিমকা, শুক্র বন্দ, কুম্বায়ন, মনিপুর, খাগাউড়া, মধ্যরামপুর, নমশাকপুর, মুক্তারপুর, বাহুবলী, লক্ষিপাশা, জটি, মমাদ, মব্বতপুর, খুরমা, রাউসী, দক্ষিণ রুস্তমপুর, কলিয়ানপুর, হাতফাতেমা, উওর লাকেশ্বর, বড়গোপী, মুক্তার বাদে, বারীগাঁও, খলাগাঁও,বিনন্দ্রপুর, বারানসীপুর, রাধানগর ভূগলী, খিদ্রিপুর, বারীগাঁও,কালাবন, ব্রাক্ষণ জুলিয়া, সদরপুর, লাকেশ্বর, চিছরাউলী, চক ইছবপুর শাসকচক,কহল্লা শসক,খলাগাঁওচক, লক্ষিপুর, ইনাম, শরিসপুর, কুশি, জামজাটপুর, মইনপুর, উওর কুশি, দঃকুশি, জিগলী, সঞ্জবপুর,

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	মৌজার নাম
			জহিরপুর, মন্ডলপুর, কাংলাজান, ইসাকপুর, ইসাকপুর বাদে, লেপা,বিষারদপুর, কাবিলপুরভবানন্দ, কঞ্চনপুর, সমসপুর, শ্রীকরপুর, বরাটিকা, মসকাপুর, সিংগার কাছ, রুকনতাজ, কুশিচক, জাহিদপুর, নরসিংপুর, ভানুপথ, দক্ষিণ খঞ্চনপুর, বুরাইয়া, উওর খঞ্জনপুর, খাগাটা ও কৃষ্ণপুর।
	জগন্নাথপুর	২৬২	চর হাতিয়া, কামারখাল, গলাখালা, শ্রীধরপাশা, চক জামীরপুর, রতনপুর, নলুয়া নোয়াগাঁও,পশ্চিম জগদীশপুর, মইশা খাল বাদে, কাদিপুর, সাদীপুর, কাপুরপুর, বানীগাঁও, পাড়ারগাঁও, কল্যাণপুর, নিধিরপুর, মোল্লাগাঁও, কলকলিয়া, পিগলবাগ উওর, বাদে খালিশ, চুনুয়া খাই, বড় মোহাম্মদপুর, মোয়ারগাঁও, ডংপুর, জাবিক্ষণা, কাঞ্চনপুর, পশ্চিম ফরিদপুর, ডাগরকান্দি, কালিকান্দি, মজিদপুর, গড়গাঁও, শেরপুর, হিজলী, নদমপুর, বাশপতিপুর, সুপার মহাম্মদপুর, মমিনপুর, আলিয়াবাদ, জগন্নাথপুর, করিমপুর, কিসমত, বাগজুর, জগন্নাথপুর বাড়ী, হবিবপুর, ডরদপুর, হবিহরিপুর, শ্রীরামপুর, শ্রীনিধীপুর, শাসন, শছাইনী, পরমেশ্বরপুর, চানপুর, নন্দীরগাঁও, হামিদপুর, ইসহাকপুর, প্রভাকরপুর, গণেশপুর, রামোশ্বরপুর, চানপুর চক, দিগারপুর, পাঠলাইরচক, পঃ ফরিদপুর, মিনাজপুর, একাডরা, সুলেপুর, পঃ জগদীশপুর, সাহাপুর, ঐহারজাই, ছুট, ঐশারদী, কুশকারুক্ষাপুর, ইনাতপুর, ইছাকপুর, পাটলী, জঙ্গালগাঁও, মকরুমপুর, শাসনহবি, ঐহাজগদা, বাউর কাপন, পাইলবাগ, আদুয়া, লোহারগাঁও, গোয়ালপুর, সমটি, কামিনীপুর, ঘড়িখঞ্জনপুর, মইজ পুর, মোহাম্মদপুর সেরা, শ্রকরপুর বাদে, আধুয়া চক, বড়কাপন, গড়গড়িয়া, লহড়ী, আটগাঁও, সমপুর, হাছনফাতেমাপুর, আমারতৈল, নাছিরপুর, মীরপুর, কিট্রাদরী, শ্রীরামশী, রাজানগর, মশাজান, নবীনগর, শ্রীকৃষ্ণপুর, হালিমপুর, রত্না, চরা, শংকরপুর, আশারকান্দী, জয় হরিপুর, তাজপুর, মীরপুর সিরাই, কালিয়া, কাঠাল খাইর, পাইকপাড়া, শহীদনগর, মীরকাটন, ছেলনী, তিলক, মণিহারা, চারিয়া, মাছিমপুর , কামারগাঁও, সিরাজপুর, চিতুলিয়া, ফতেপুর কিসমত, করিমপুর, জালালাবাদ, চন্ডি হেদায়েতপুর, সৈয়দপুর, সাহার পাড়া, মধ্য মিরপুর, নারায়ণপুর, আউদত্ত, বুধরাইল, কটকা, সুন্দ্রকিত্যা, নোয়গাঁও, আহমদাবাদ, সোনাতলাচক ২য় খন্ড, কুড়িহাল, সনাতনপুর, পঃ ব্রাক্ষণগাঁও, সনাতনপুর চক ১ম খন্ড, কুড়িহাল চক ২য় খন্ড, দঃ মিরপুর, পেচি শেওরা, দুপেরকান্দি, উলূচান্দ, সাতহাল দোস্তী, উলুকান্দি, গয়নাকান্দি, কবিরশাল, গছিখাই, ইছগাঁও, ধর্মানন্দী, গাজীরকুল, বুরুমপুর, মুরাদাবাদ, রোকনপুর, দুস্তপুর, তেঘরিয়া, গোয়ালগাঁও, একা কামলক্ষ্মী, টিয়ার গাঁও, বাদাউরা, ঘুষগাঁও, ইকরছই, ভবানীপুর চক, সমধল চক, যাত্রাপাশা চক, পারুয়া, ভবানীপুর, যাত্রাপাশা, হলদিপুর, রসুলপুর, আলমপুর, বেতাউকা, বেরী, কৈচাপুরী, বাসুদেব স্বরণ, স্বজনশ্রী, প্রাছিমাইল, প্রাণদেব কাপন, ইছমাইল চক, ডেকুর, সনদল, গোলাপাড়া পুঞ্জি, চিলাউড়া, অনন্ত গোলাম আলীপুর, অপসাধু, ব্রাক্ষণ গাঁও, পশ্চিম ব্রাক্ষণ গাঁও, নারিকেলতলা, ত্রৈলক্ষ্যনাথপুর, কুবাজপুর, কাদিমপুর, ছত্রিশ রবিদাস, সুবারুক কুহা, গন্দর্ভপুর, বাগময়না, টৈকৈহা, মহিষাকোনা, খাগাউরা, গোপরাপুর, শালদিঘা, গোয়াসপুর, বালিশ্রী, রুপশাহা, নেগারকান্দি, মমিনা, হেলালপুর, কামারাখাই, দত্তভৈকর, গুদগাঁও, পাইলগাঁও, খানপুর, ওলইতলী, সাতা, দ্বৈতরী, সাধু সাধক, সারিকাইত, ঐয়ারদাস মুজাহিদপুর, কিশোরপুর, চকরী, রমাপতিপুর, দন্তরী, গ্রাম রসুলপুর, বড় শেওড়া, মুরাদপুর, মাকরকোনা, আলীপুর, কাতিয়া, এতবারপুর, বড়পেচি, সুট লম্বরপুর, শম্ভুপুর, মিলি, কালম্ভরপুর, বড়বাঘ, আমীনপুর, ছোরতনপুর, আটালিয়া, ছোট শেওড়া, পাঠকুরা, হরিঘোষ, মন্ডলীভোগ, রৌডর, মিঠাবরং, জামারগাঁও, দাশরাই চক, জয়দা, মিঠাবরং চক, বাগাটেকি, শাসন যশদা, দঃ শ্রীনিধিপুর, ঐয়ারকোনা, দাশরাই ও দিঘলবাক দক্ষিণ।
	তাহিরপুর	১০৮	রংগারচরা, চারাগাও,বালাগাও, বালিয়াঘাটা, তেলিগাও, কামালপুর, কামালপুর চক, মাটিয়ান হাওর, ধলইগাও, শ্রীপুর উত্তর, বড়চরা, তরঙ্গা, শিবরামপুর, মন্ডলা, বালিয়াগাও, দুধের আলতা, পুটিমারা, তালই, রাজাবাজ, শ্রীপুরচক, লকা, মহিয়াজুরি, উত্তর তাহিরপুর, জগদ্বীশপুর, মৈন্দাহাতা, বোয়ালমারা ও মাছিমপুর, লামাগাও, পাটাবুকা, মানিক খিলা, জানজাইল, কটিপাড়া, মাহমুদপুর, দুমাল, ভবানিপুর, মোয়াজ্জেমপুর, সানন্দপুর, খলখলিয়ারচর, নিয়ামতপুর, টাকাটুকিয়া, রসুলপুর,

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	মৌজার নাম
			খালিশাজুরি, নালিয়ারবন্দ, গাংকান্দা, লেদারবন্দ, পুরানোখালাস, হাফানিয়া, জামালবাদ, জামালগড়, খালিশাজুড়ি, চতুরভুজপুর, খামারকান্দি, সোনাতলা, সদরখোলা, হলহলিয়া, মালশীগোফ, সরন্ডা, ভিটপৈলানপুর, পুঃ বড়খাড়া, চিকারকান্দি, শান্তিপুর, রাজাই, দিগলবাক, উত্তর পুরানঘাট, পঃব ড়খাড়া, বদরপুর, সরন্ডারচক, দঃ পুরানঘাট, ব্রাক্ষনগাঁও, আলীপুর, পৈলানপুর, মালসী, পৈলানপুর চক, যশপ্রতাপ, লোহার হাওর, গকুলপাড়া, নোওয়াগাও, উত্তর ঘাঘড়া, কুনহাট, সোহালা, চলিয়ারঘাট, পূর্ব দৈল, পুরানগাও, ইছবপুর, নূরপুর, লামাপাড়া, মোল্লাপাড়া, শনির হাওর, পৈন্ডব, রামজীবনপুর, নিশ্চিন্তপুর, জগজীবনপুর, শ্রীপুর, তাহিরপুর, নূরপুর, সোলেমানপুর, লতিফপুর, রতনশ্রী, মাধবপুর, ফাজিলপুর, হোসেনপুর, তিওরজালাল, পুরানবারুঙ্কা, বরখলা, মেনজারগাও, লোহাচুড়া, আনোয়ারপুর ও বালিজুরি।
মোট	**১১**	**১৬২৯**	

১.৩.৩ জনসংখ্যা

সুনামগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যা ২৪,৬৭,৯৭৮ এর মধ্যে পুরুষ ১২,৪৬,০৬৬ জন এবং মহিলা ১২,৩১,৯০২ জন।

উপজেলা/ইউনিয়ন নং	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
সুনামগঞ্জ সদর	১৩৯৫৬১	১৩৯৪৫৮	১১৮৩০৮	১৯৫৩২	৩০২৬	২৭৯০২৯	৪৯৫৫৭	১৬২৪৭৮
শাল্লা	৫৭৩১৬	৫৬৪২৭	৪৬৮৩২	৯৫৮৫	১৩৬৭	১১৩৭৪৩	২০২৯৯	৭০৯০৬
দিরাই	১২২৬৩৬	১২১০৫৪	৯৮৭৯৪	১৫১০৮	৩০১৪	২৪৩৬৯০	৪৫০৪০	১৫১৫৭১
জামালগঞ্জ	৮৪৬১২	৮২৬৪৮	৭১৪২০	১২১৩০	১৮৭২	১৬৭২৬০	২৯৯৩৫	৯৯৫৪৭
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	৯০৯৯৭	৯২৮৮৪	৭৯৬২০	১৩৭৯১	২১৬৫	১৮৩৮৮১	৩২০৩৩	১০৮৪৬৪
বিশ্বম্ভরপুর	৭৮১৭৫	৭৮২০৬	৭১৭৭৯	১১১৩৮	১৩৫৭	১৫৬৩৮১	২৯৩৩৬	৮৪৫৩৩
দোয়ারাবাজার	১২২২৪০	১১৬২২০	১০২১২১	১৬৯০৬	২৭৪৩	২২৮৪৬০	৪২৬৯৩	১২৯৬১৫
ধর্মপাশা	১১২০৯৮	১১১১০৪	৯৩৩৫৬	১৭৮৬৯	৩৪৬৩	২২৩২০২	৪৩৯১৮	১৩৬২২০
ছাতক	১৯৭৯৫২	১৯৯৬৯০	১৬৭৪০৭	২৭৮৩৪	৪৫৯৬	৩৯৭৬৪২	৬৬৭২৪	২২২২৬২
জগন্নাথপুর	১২৯৯২৪	১২৯৫৬৬	১৯৫০৯৩	১৮৯৪২	৩২৫১	২৫৯৪৯০	৪২৮৬৬	১৪৯৫৭৫
তাহিরপুর	১১০৫৫৫	১০৪৬৪৫	৯৯২০৭	১৪০৮৪	২৫১৭	২১৫২০০	৩৭৯৩১	১১৫১৭৯
মোট	**১২৪৬০৬৬**	**১২৩১৯০২**	**১১৪৩৯৩৭**	**১৭৬৯১৯**	**২৯৩৭১**	**২৪৬৭৯৭৮**	**৪৪০৩৩২**	**১৪৩০৩৫০**

উৎসঃ জনসংখ্যা জরীপ, ২০১১, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা নির্বাচন কমিশন অফিস, সুনামগঞ্জ,

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোরসংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননাথাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ১৩৭৩.১০ কিলোমিটার বাঁধ রয়েছে। বাঁধগুলোর গড় উচ্চতা আর এল (রিডিউস লেভেল) ৫.৫ থেকে ৬ মিটার। প্রতিবছর বর্ষায় বাঁধগুলো কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য প্রতিবছরই বাঁধগুলো সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। সুনামগঞ্জ জেলার বাঁধের তালিকা সংযুক্তি-১৭ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

স্লুইচ গেট

সুনামগঞ্জ জেলার ৩৭ টি হাওরে মোট ৫৪ টি স্লুইচ গেট রয়েছে। এর মধ্যে ৩১ টি সচল এবং ২৩ টি অকেজো রয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার স্লুইচ গেট এর তালিকা সংযুক্তি-১৮ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

ব্রীজ

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ১৫২ টি ব্রীজ রয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও জনপদ এর আওতাধীন ৮৯ টি এবং এলজিইডি-এর আওতাধীন ৬৩ টি ব্রীজ রয়েছে। সবগুলো ব্রীজই সচল রয়েছে। **উৎসঃ সড়ক ও জনপদ বিভাগ, সুনামগঞ্জ এবং এলজিইডি, সুনামগঞ্জ।**

কালভার্ট

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ২৩৩৮ টি কালভার্ট রয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও জনপদ এর আওতাধীন ৫৪ টি এবং এলজিইডি-এর আওতাধীন ২২৮৪ টি কালভার্ট রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২২৬২ টি সচল এবং ৭৬ টি অকেজো রয়েছে। **উৎসঃ সড়ক ও জনপদ বিভাগ, সুনামগঞ্জ এবং এলজিইডি, সুনামগঞ্জ।**

রাস্তা

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ৪০৩৩.৪৫ কি.মি. রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ১২৬২.২৩ কি.মি. পাকা রাস্তা ও ২৭৭১.২২ কি.মি. কাঁচা রাস্তা রাস্তাগুলোর গড় উচ্চতা ৫ ফুট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জেলায় মোট ৪০৩৩.৪৫ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ১৪১২ কি.মি. রাস্তা বন্যা ঝুঁকিমুক্ত। **উৎসঃ সড়ক ও জনপদ বিভাগ, সুনামগঞ্জ এবং এলজিইডি, সুনামগঞ্জ।**

সেচ ব্যবস্থা

সুনামগঞ্জ জেলায় ৮ টি গভীর নলকূপ রয়েছে যার সবগুলোই বিদ্যুৎচালিত। এ জেলায় মোট ৩,০১৫ টি অগভীর নলকূপ বা শ্যালো মেশিন রয়েছে। এর মধ্যে ৭১ টি বিদ্যুৎচালিত এবং ২,৯৪৪ টি ডিজেলচালিত। এছাড়া, এ জেলায় মোট ১৪,১৮৬ টি Low Leap Pump (LLP) রয়েছে যার ১৪৫ টি বিদ্যুৎচালিত এবং ১৪,০৪১ টি ডিজেলচালিত। সুনামগঞ্জ জেলায় মূলতঃ কোন হস্তচালিত নলকূপ নেই। তবে কিছু ঐতিহ্যগত সেচযন্ত্র রয়েছে। এগুলো হল দোন ও সেওতি। এখানে প্রায় ৩৩,০০৮ দোন ও সেওতি রয়েছে যা দিয়ে ১৫৫০৬ হেক্টর কৃষি জমি সেচ দেয়া হয়। সুনামগঞ্জ জেলার ২,৭৬,৪৩৪ হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে ১,৬৭,৬৩৮ হেক্টর জমি সেচের আওতায় রয়েছে। বহু কৃষি জমি এখনও সেচের আওতার বাইরে। এখানে অনেক সুযোগ রয়েছে আবার বাঁধাও রয়েছে। ধান বোনার পর প্রথম ১৫ দিন এবং ধানের শীষ আসলে ১৫ দিন ধান গাছের গোড়া পানি দিয়ে ডুবিয়ে রাখলে ফলন প্রায় দ্বিগুণ হয় এ বিষয়টি অনেক কৃষকই জানেন না। **উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সেচ), সুনামগঞ্জ।**

হাটবাজার

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ১৯৬ টি হাটবাজার রয়েছে। হাটবাজারগুলো জেলার ১১ টি উপজেলায় বিদ্যমান। হাটবাজার সাধারণতঃ শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বসে। জেলার ১৯৬ টি হাটবাজারে মোট ১১৭৬০ টি দোকান এবং ১৯৬ টি সমিতি রয়েছে। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি দেখা যায়। এর মধ্যে কাঁচা, পাকা, আধাপাকা, ছনের এবং টিনের ঘর উল্লেখযোগ্য। কাঁচাঘর সাধারণতঃ মাটি, টিন, ছন, ইকর, বাঁশ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। পাকা ঘর তৈরি করা হয় ইট, বালি, সিমেন্ট, রড, পাথর ইত্যাদি দিয়ে। আবার আধাপাকা ঘর ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও টিন দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়া, ছনের ঘর ছন ও ইকর বেড়া দিয়ে এবং টিনের ঘর টিন, কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ৪,৪০,৩৩২ টি ঘর রয়েছে যার মধ্যে ৩,৫২,২৬৬ টি ঘর কাঁচা এবং ৮৮,০৬৬ টি ঘর পাকা। উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।

পানি

সুনামগঞ্জ জেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হল নলকূপ, নদীনালা, খালবিল, পুকুর ইত্যাদি। এ জেলায় মোট ৪২,৩৬৮ টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ৪১,৭৩৩ টি নলকূপ সচল ও ৬৩৫ টি নলকূপ বিকল। ৪১,৭৩৩ টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নলকূপগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুনামগঞ্জ জেলায় ৭২% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে। **উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ২,৫০,৬০১ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। এর মধ্যে ২৫,০৬০ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করায় পায়খানাগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। সুনামগঞ্জ জেলার ৭৪.৫১% অধিবাসী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। **উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ২৮৬২ টি সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৮৪২৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে মোট ৪,৯৩,৫২০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। রয়েছে। এর মধ্যে মোট ১১৫৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০০৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ২৭৯২৮৯ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়া, জেলার মোট ২০৬ টি সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৭৮৭ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ১০৭৯৯৪ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। জেলার মোট ৯৮ টি মাদ্রাসায় ১২১৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ৪৫৪০৪ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। উল্লেখ্য যে, অত্র জেলায় মোট ২৮ টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ রয়েছে যেখানে ৪১৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ১৯৫২৩ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়া, জেলার মোট ১৩৭৭ টি

ব্র্যাক স্কুলে ১৩৭৭ জন শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে মোট ৪১৩১০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্তি-১১ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অফিস, সুনামগঞ্জ।**

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ২,৭৯৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ২৩৮৫ টি মসজিদ, ৪০০ টি মন্দির এবং ১০ টি গীর্জা রয়েছে। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ)

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ৭১১ টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাহ) রয়েছে। ঈদগাহগুলো জেলার ১১ টি উপজেলায় বিদ্যমান। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

স্বাস্থ্য সেবা

সুনামগঞ্জ জেলায় ১ টি জেলা সদর হাসপাতাল, ১ টি মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র, ১ টি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ১ টি ডায়েবেটিক হাসপাতাল, ১ টি পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৯ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৪৩ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ১৯৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ২২ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার রয়েছে। জেলায় ভার্ড চক্ষু হাসপাতালসহ মোট ৩৫ টি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। জেলার এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট ৮৩ জন ডাক্তার ও ১২৪ জন নার্স রয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের তালিকা সংযুক্তি-১২ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ সদর হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ।**

ব্যাংক

সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ৭৮ টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ব্যাংকগুলো এখানে কৃষিঋণ, ব্যবসা ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, আমানত সংগ্রহ ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

পোস্ট অফিস

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ১১১ টি পোস্ট অফিস রয়েছে। পোস্ট অফিসগুলো সুনামগঞ্জ জেলার ১১ টি উপজেলায় অবস্থিত। পোস্ট অফিসগুলো এখানে চিঠি ও পার্সেল আদান প্রদান, রেভিনিউ ও জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, পোস্টাল অর্ডার, মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ২৮০ টি ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো সুনামগঞ্জ জেলার ১১ টি উপজেলায় অবস্থিত। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো এখানে বিভিন্ন রকমের সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করছে। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১	এফ, পি, এ, বি	ক্লিনিক বেইজ স্যাটেলাইট, এডলেমেন্ড, স্যাটেলাইট (কমউনিটি), এডুলেসেন্ড, ইনকাম জেনারেটিক (উন্নয়ন) CBBD		১৯৮৭-চলমান
২	মেরী স্টোপস	MR, মা ও শিশু সেবা প্রধান, রোগীর সেবা, প্রজনন সেবা, পরিবার পরিকল্পনা করা হয়।	৩৫০ প্রতিমাস	২০০৮ চলমান
৩	পদক্ষেপ	ঋণ বিতরণ, মানি ট্রান্সপার	৭০৪ জন	২০০৪
৪	সি, এন, আর, এস	ঋণ বিতরণ,	৯৬৯ জন	২০০৬ চলমান
৫	কেয়ার বাংলাদেশ	সৌহার্দ্য (দুর্যোগ কম্পোনেন্ট) কেয়ার জি, এস কে পি, সি, টি, এফ আই (শিক্ষা) nutrition at ceter (পুষ্টি)	৩০,০০০ জন, অনান্য-৩৫৪৭৪,/৭৯৮৬১ শিশু, ৪৩৬৬৭-	২০১০ জুন – ২০১৫ ২০১২ ডিসেঃ – ২০১৫ নভেম্বর অক্টোবর/ ১৩-২০১৫

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
			গর্ভবর্তী ৩৬০০ জন জরীফ প্রক্রিয়া	ডিসেঃ জানুঃ ২০১৪-২০১৪ ডিসেঃ
৬	এফ, আই, ভি, বি, (FIVDB)	কমিউনিটি ক্লিনিক C4D শিশু সুরক্ষা	১৪০৬৪ ৫০০০০০ ৬৭৬	২৫ এপ্রিল ২০১৩- ২৪ এপ্রিল/১৫ ১৩ মার্চ/১৪- ২৮ ফের্রু/২০১৫ ১ জুলাই/১৩ – ৩০ জুন/ ১৫
৭	ইরা	sharique – good governance L.S.P (Livebood) CBSMTHP. (Consernation) NFPE (শিক্ষা) Rural wash (স্যানিটেশন) Ecco কিশোরীদের নিয়ে আয় P.Wash in H T R (water & sanitation) Land rights child and women rightsand advocacy program LHDP (জেন্ডার) Election program CBSM THP (HST_ ERA) Lavelihad Shac (unnoti) কৃষি বিষয়ক Vegetable (OWN)	১২৯০ ৭টি ইউ/ পি দোয়ারাবাজার দঃ সুনামগঞ্জ দিরাই দিরাই টাংগার হাওড় দঃ সুনামগঞ্জ/দিরাই/ শাল্লা দিরাই	ফের্রু/১১- ফের্রু/১৪ নভে'০৭ – জুন'১৫ অক্টোবর/৮- জুন/১৫ মার্চ/১৩- নভে/১৬ মার্চ/২০০৭- ডিসে/১৪ ডিসে/১১-নভে/১৪ ফের্রু /৭ চলমান জুলাই/১২ –ডিসে/১৩ ফের্রু/১৩- মার্চ/১৪ জুলাই/ ১৩- মার্চ/১৪ জুলাই/১৩- জুন/১৫ জানু/১৪ organigss
৮	ব্র্যাক	স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি কর্মসূচী সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচী শিক্ষা কর্মসূচী ওয়াটার স্যানিটেশন হাইজিং মানব অধিকার ও সহায়ক কর্মসূচী অতি দরিদ্র কর্মসূচী দুর্যোগ পরিবেশন ও জলবায়ু কর্মসূচী সম্মিলিত উন্নায়ন কর্মসূচী মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচী	২০১৩৭৭৮ ২০১৩৭৭৮ ২০১৩৭৭৮ ১২১৬৭৪৪৬ ২০১৩৭৭৮ ১৯৪০৫ ৫০৭৪১৩ ১০২৭৯১ ২০২৭৯১	১৯৭২ চলমান ১৯৭৫ চলমান ১৯৮৫ মার্চ/৭ – অক্টো/১৬ ১৯৭৫ চলমান ২০১০ডিসে-ডিসে/১৫ জুন/১৪- ডিসে/১৮ ২০১১ জানু/ চলমান ১৯৭২ চলমান
৯	সূর্যের হাসি ক্লিনিক	শিশু স্বাস্থ্য মানের স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা	১৫৭৯ প্রতিমাস	
১০	গ্রামীন শক্তি	চুলা, সৌরবিদুৎ, বায়োগ্যাস		১লা অক্টোবর/২০০০ চলমান
১১	এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ	ওয়াশ ও স্যানিটেশন	১৪৪৩৫ জন	ডিসে/১১ ইং- নভে/১৪ ইং
১২	এহমান সোসাইটি	ক্ষুদ্রঋণ	৮৫২ জন	এপ্রিল/ ২০১০ হতে চলমান
১৩	স্যানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্রঋণ CDP (স্বাস্থ্য ও কৃষি, জেন্ডার, মানবধিকার	১০,০০০ জন ২০,০০০ জন	১৯৯৭ সাল হতে চলমান জানু/ ৬ হতে ডিসে/২০১৬ পর্যন্ত
১৪	ডাসকো	Sustinable sotution	২,৮৬,০০০	মার্চ/ ১৩ইং- ডিসে/১৫ই

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
		for the delivery of safe drinking water (SDSD) project হাইজিন / জেন্ডার/ দুর্যোগ		
১৫	বিডি, এস, সি	ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি	২১৫২০০ জন	জুলাই/ ০৭ –জন/ ১৫ ই পযন্ত
১৬	সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা	মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা	২১৬৩ জন	২০০৭ ইং হতে চলমান
১৭	আশা	ক্ষুদ্রঋণ	১৬০০ জন	১৯৯৭ ইং হতে চলমান
১৮	ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	শিশু শ্রম	৩৫০০ জন	অক্টো/১৩- স্পেট/১৬ ইং
১৯	চি, এম, এস, এস	সৌর বিদ্যুৎ	৬০০ জন	মার্চ/২০১১ ইং হতে চলমান
২০	ইসলামিক রিলিফ	স্পন্সরশীপ হ্যানডিকেপ্ড দুর্যোগ কর্মসূচি	৫১৩ জন ১০০ জন ৭২০ জন	২০০২ হতে চলমান জুলাই /১৩ ইং হতে ডিসে/১৪ই জানু/ ১৩ইং – জানু/ ১৬ ইং
২১	কারিতাস	শিক্ষা কার্যক্রম	১৮৩৪ জন	নভে/১১ ইং- নবে/১৭ইং
২২	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্রঋণ	৪৬৭৩ জন	ফেরু/১৯৮৯ হতে চলমান
২৩	প্রতিভা বিকাশ	স্যানিটেশন /নারীর ক্ষমতায়ন / গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন		২০০৫ ইং হতে চলমান
২৪	সুজন	হাওর রক্ষা বাধঁ সচেতনতায় সভা সেমিনার করা		২০০৪ ইং হতে চলমান
২৫	পাতা কুঁড়ি	সৌর বিদ্যুৎ	৫৩৬ জন	জুলাই / ১৩ ইং
২৬	পদ্মা	জীবন যাত্রার উন্নয়নের নিরপত্তা প্রদান স্যানিটেশন ও ওয়াশ গর্ভবতী মা ও শিশু নিয়ে	৬০০ পরিবার ১৪০০ পরিবার ৪০০ পরিবার	অক্টো /২০০৭ – জুন/ ১৪ ইং জানু/ ২০০৯ – ডিসে/২০১৫ ইং জানু/ ২০১৪ ইং – ডিসে /১৪ ইং
২৭	আর, ডি, এইচ, সি, এফ	মা ও শিশু স্বাস্থ্য	৩০০ জন	১৯৭৭ ইং হতে চলমান
২৮	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সিবিও গঠন প্রশিক্ষন ব্যবস্থা করা	২৮২৭ জন	জানু /১৩ – ডিসে / ২০১৬
২৯	গ্রীড	শিক্ষা কার্যক্রম গ্রামীন জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন জন্য	৩৮৫ জন ৪২০ জন	জানু/ ১২ ইং- ডিসে / ১৬ ইং জানু / ১২ ইং- ডিসে/ ১৪ ইং
৩০	উপমা	জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন জন্য শিক্ষা কার্যক্রম	৬০০ জন ৪৮০ জন	নভে/২০০৭ হতে চলমান জানু/ ০৯ – ডিসে / ১৬ ইং
৩১	গ্রামীন উন্নায়ন সংস্থা	কম্পিউটার প্রশিক্ষন ব্যবস্থা করা	৮০ জন	২০১১ সাল হতে চলমান
৩২	প্রিপ ট্রাষ্ট	নারীর ক্ষমতায়ন	৪৮ জন	ডিসে / ১১ ইং ডিসে /১৫ইং
৩৩	পল্লী প্রগতি সংসদ	সেলাই প্রশিক্ষণ	১২ জন	জানু / ১৪ ইং – জানু / ১৫ ইং
৩৪	কেসি চাইল্ড	শিক্ষা কার্যক্রম	১৪৮ জন	জানু/০২ ইং হতে চলমান
৩৫	সিলেট যুব একাডেমী	এইচ, আই, ভি, এইডস সম্পর্কে সচেতনতা	২৮৫ জন	জুন/ ০৮ ইং – নভে/ ১৫ ইং
৩৬	জেসিস	জীবিকায়ণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নারীর ক্ষমতায়ণ	৬০০ জন ৬২৫ জন	জানু ০৭ হতে – জুন / ১৫ ইং

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
				মার্চ / ১৩ ইং হতে চলমান
৩৭	Voluntary Association for Rural Development (VARD)	Social Intervention towards Sustainable Development (SISD) কিশোরী ক্ষমতায়ন/IGA	১৫৪৫০ জন	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত
		Community Managed Disaster Risk Reduction (CMDRR) Phase-II Project লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ	১১৬০২৪ জন	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুলাই, ২০১৫ পর্যন্ত
		Promoting Sustainable Agriculture Practices to Strengthen Food Security of the poor and Marginalized Through Accessing Rights (PSAP-SFS-PMTAR) Project (LRP-43) জীবিকায়ন ও খাদ্য অধিকার, ভূমি অধিকার, সুশাসন, নারী ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ, শিক্ষা	৫০০০ জন	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত
		Non Formal Primary Education (NFPE) উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী	৪৮০ জন	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত
		Reaching Out of School Children (ROSC) Project শিক্ষা কর্মসূচী (আনন্দ স্কুল)	১৬০৮ ছাত্রছাত্রী	এপ্রিল, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত
		Vulnerable Group Development (VGD) ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদের সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	৩১৫২ জন	জানু,২০১৩ থেকে চলমান
		ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসুচী কীট নাশক যুক্ত খানা (LLIN/ITN) ফলোআপ, রক্ত,কাঁচ পরীক্ষা, RDT পরীক্ষা, উঠান বৈঠক, খানা পরিদর্শন	৬৮১২৭ টি পরিবার	২০০৭ ইং থেকে চলমান
		Improved Cook	১০০৫ টি	জানু,২০১৪ থেকে

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
		Stove (ICS) Project উন্নত চুলা সম্প্রসারণ	পরিবার	চলমান
		Economic & Social Empowerment of Extreme Poor (ESEP)	৭৫০০ টি অতিদরিদ্র পরিবার	নভেম্বর ২০১১ হতে চলমান
		নিবিড় চক্ষু সেবা প্রকল্প (সিইএসপি)	৭৪৩৯ জন	জানু,২০১৩ থেকে চলমান
		Strengthening the Rural Health Service at Grass Root Level of Bangladesh (SRHS-GRLB)	৩৫১১৫ জন	মার্চ, ২০১৪ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত

খেলার মাঠ

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ১৩০ টি খেলার মাঠ রয়েছে। খেলার মাঠগুলো সুনামগঞ্জ জেলার ১১ টি উপজেলায় অবস্থিত। । এর মধ্যে ৩৭ টি খেলার মাঠ বন্যা লেভেলের উপরে হওয়ায় দুর্যোগের সময় এগুলো কাজে লাগে। ঐ সময় মাঠে মানুষ ও পশু সম্পদ আশ্রয় নিতে পারে। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ১২২৮ টি কবরস্থান ও ২৪৭ টি শ্মশানঘাট রয়েছে। এগুলো সুনামগঞ্জ জেলার ১১ টি উপজেলায় অবস্থিত। অধিকাংশ কবরস্থান বন্যা লেভেলের উপরে হওয়ায় দুর্যোগের সময় বা বর্ষাকালে মৃতদেহ সৎকার করা সহজ হয়। অপরপক্ষে, বেশিরভাগ শ্মশানঘাট বন্যা লেভেলের নীচে হওয়ায় দুর্যোগের সময় বা বর্ষাকালে মৃতদেহ সৎকার করা কষ্টকর হয়। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

জেলার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হল বাস, মিনিবাস, সিএনজি, লেগুনা, মোটর সাইকেল, ট্রাক, পিকআপ, লঞ্চ, নৌকা ও ইঞ্জিনচালিত নৌকা। স্থানীয় জনগণ বাস, মিনিবাস, সিএনজি, লেগুনা, মোটর সাইকেল, লঞ্চ, নৌকা ও ইঞ্জিনচালিত নৌকা ইত্যাদি পরিবহনের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে থাকে। এছাড়া, ট্রাক, পিকআপ, লঞ্চ, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ইত্যাদি পরিবহনের মাধ্যমে মালামাল একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে থাকে। সুনামগঞ্জ জেলায় ৩০ টি বাস, ২১৫ টি মিনিবাস, ৩১৫ টি সিএনজি, ৬৪৫ টি লেগুনা, ৩২০০ টি মোটর সাইকেল, ৬০ টি ট্রাক, ১১০ টি পিকআপ, ৮ টি লঞ্চ, ২২৬৩ টি নৌকা ও ২৭৫ টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা রয়েছে। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।,**

বন ও বনায়ন

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ৩০ টি ২০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল রয়েছে। এছাড়া, ১৫০ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, কড়ই, কদম, আকাশমণি, রেইনট্রি, চাকারাশি, হিজল, করচ, মোর্তা, বেত, জারুল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। বেসরকারি সংস্থা জামালগঞ্জ উপজেলায় সিএনআরএস হিজল আর করচের ৭.৭৫ একর জমিতে ৮ টি বনাঞ্চল গড়ে তুলেছে। এছাড়া, অত্র জেলার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। **উৎসঃ ফরেস্ট রেঞ্জার, সুনামগঞ্জ।**

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা

সুনামগঞ্জ জেলার বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় একই রকম। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০৫৫ মিলি মিটার। প্রায় সারা বছর জুড়েই বৃষ্টিপাত হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেশি হয়। তবে শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। এ জেলায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ১৫৩০ মিলি মিটার, বর্ষাকালে ২৮০০ মিলি মিটার এবং শীতকালে ৬৭০ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত হয়। এ জেলায় বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৃষ্টিপাতের এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। সেইসাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। এতে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভব পড়ছে। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

তাপমাত্রা

সুনামগঞ্জ জেলায় গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বর্তমানে জেলার তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ৭-৮ বছর তাপমাত্রা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যতে ঝুঁকি আরো বাড়বে। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

সুনামগঞ্জ জেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বর্তমানে ৩৫০ ফুট থেকে ৪০০ ফুট নীচে। জেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। পূর্বে এ জেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ছিল ১৫০ ফুট থেকে ২৫০ ফুট নীচে। শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার করণে অত্র এলাকায় খাবার ও সেচের পানির সংকট দেখা দেয়। **উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ৩৭৪৮৭৭ হেক্টর জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২৭৬৪৩৪ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ২১২৭২ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৬৮৭০৩ হেক্টর, দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৭২৪৫৯ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১৪০০০ হেক্টর। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৩৭৩৪৩ হেক্টর। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

কৃষি ও খাদ্য

সুনামগঞ্জ জেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো, আউশ ও আমন), গোলআলু, শাকসব্জি, গম, মরিচ, সরিষা, বাদাম ইত্যাদি। জেলার আবাদকৃত ফসলী জমি ও উৎপাদন পরিসংখ্যান (মার্চ, ২০১৪) নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	ফসলের নাম	ফসলী জমি (হেক্টরে)	উৎপাদন (মে. টনে)	মন্তব্য
	বোরো	২০০৩৩৭	৩,৩৫,৭৫৭ (চাউল)	
	আমন	৭৮০১৫	১,৯৬,৪৮১ (চাউল)	
	আউশ	৫৬০০	১৩,৪০৬ (চাউল)	
	শীতকালীন সব্জি	৭৮০০	১৪৩৯৮৬	
	গম	৭৭০	১১৭৫	
	ভূট্টা	২২	৮৮	
	আলু	১৩২৫	২৩৮৫০	
	সরিষা	১৫২২	১৯০৩	
	চিনাবাদাম	১০৯৭	২১৯৪	
	ইক্ষু	১৩০	৬০৬৫	
	মসুর	৮	১০	
	ছোলা	৭	৬	
	মুগ	১০	৮	
	মাসকলাই	৩০৬	৩৮৪	

ক্র/নং	ফসলের নাম	ফসলী জমি (হেক্টরে)	উৎপাদন (মে. টনে)	মন্তব্য
	খেসারি	৪	৫	
	মটর	৭	৭	
	মরিচ	৮২৭	১৩৮১	
	পেয়াজ	১৫১	৯৯৫	
	রসুন	৯৭	৪৮৫	
	আদা	৬৫	২৬৬	
	হলুদ	৭৫	৪৪৩	
	ধনিয়া	৪৬০	৬৫৮	

বিগত বছরে উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অত্র এলাকার প্রধান খাদ্যসমূহ হল- ভাত, মাছ ও শাকসব্জি। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

নদী

সুনামগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে ছোট বড় ২৫ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। সুরমা এ জেলার তথা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী যা জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে বা প্রবাহিত হয়েছে। নদী থাকার করণে এলাকার যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে। যেমন প্রচুর মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং মালামাল পরিবহনে ব্যয় কম হচ্ছে। বালি, পাথর ও মাছ খুব অল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে। অপকারের দিক থেকে বলতে গেলে প্রতি বছরে কিছু না কিছু জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সুনামগঞ্জ জেলার নদীর তালিকা সংযুক্তি-১০ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

পুকুর

সুনামগঞ্জ জেলায় ১৭০২৬ টি পুকুর রয়েছে। এসব পুকুরে মাছ চাষ হচ্ছে। এখানে প্রচুর মাছ উৎপাদন হচ্ছে। সবগুলো পুকুর থেকে মাছ বিক্রয় করে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকা আয় হচ্ছে যা সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। **উৎসঃ জেলা মৎস্য অফিস, সুনামগঞ্জ।**

খাল

সুনামগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে ১৩৩ টি খাল প্রবাহিত হয়েছে। উক্ত খালে মাছ বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। বন্যার সময় পাহাড়ি ঢলে দ্রুত পানি ছড়িয়ে পড়ায় মানুষের জানমালের ক্ষতি হয়। **উৎসঃ জেলা মৎস্য অফিস, সুনামগঞ্জ।**

বিল

সুনামগঞ্জ জেলায় ৯৭৬ টি বিল রয়েছে। এ বিলগুলোর আকার ২০ একরের উর্ধ্বে ৪২৫ টি এবং ২০ একরের নীচে ৫২৪ টি। সবগুলো বিল সক্রিয়। যার ফলে মাছ চাষে অধিক উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। **উৎসঃ জেলা মৎস অফিস, সুনামগঞ্জ।**

হাওড়

সুনামগঞ্জ জেলায় ১৩০ টি হাওর রয়েছে। এ হাওরগুলোর আকার ২০ একরের উর্ধ্বে ৩৭ টি এবং ২০ একরের নীচে ৯৩ টি। সবগুলো হাওর সক্রিয়। হাওরগুলোতে বর্ষাকালে মাছ পাওয়া যায় এবং বোরো মৌসুমে ধানচাষ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সুনামগঞ্জে বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ ধান উৎপন্ন হয়। সুনামগঞ্জ জেলার প্রধান প্রধান হাওরের তালিকা সংযুক্তি-১৯ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ জেলা মৎস্য অফিস, সুনামগঞ্জ।**

আর্সেনিক দুষণ

সুনামগঞ্জ জেলায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ৫০ পিপিবি'র উপরে। জেলার ৪৫৯৬ (১৩.৫০%) টি নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার সবগুলোতে লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার জনগণ এগুলোর পানি ব্যবহার করছে না। এতে এ জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব ঘটছে না। **উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। সুনামগঞ্জ জেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া, এ জেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি।

ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা সুনামগঞ্জ জেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ সুনামগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ হঠাৎ করে পাহাড়ে মাত্রারিক্ত বৃষ্টি হলে এ অঞ্চলে আগাম বন্যা দেখা দেয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সাধারণতঃ আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল তাহিরপুরের কিংশী নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে (কিংশী ও রক্তি নদী), ডলুরার চলতি নদী এবং ছাতকের যাদুকাটা নদী দিয়ে পিয়াইন নদী হয়ে সুরমা নদীতে প্রবেশ করে মূলতঃ সুনামগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে অত্র জেলার বিভিন্ন হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন বছর আগাম বন্যা হলেও ২০১৪ সালের আগাম বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১৩৪৭৫৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১১৮৯৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৮৬৬৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৪৩৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৯৬ কিঃমিঃ রাস্তা, ৯৯ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১১৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৬ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ২৫২ টি গবাদি পশু মারা যায়। এছাড়া, এই আগাম বন্যায় ৬ জন লোক প্রাণ হারায়। সুনামগঞ্জ জেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি জেলা। মেঘালয়ের পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ জেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। সুনামগঞ্জ জেলা মেঘালয়ের সন্নিকটে ও হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় বজ্রপাতে এখানে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। এজন্য এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি বজ্র প্রতিরোধক দন্ড স্থাপন করা দরকার। পাহাড়ি ঢল, বোমা মেশিন দিয়ে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলন ও সুরমা নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য) উত্তোলনের কারণে মূলতঃ অত্র জেলায় নদী ভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। এ জেলার জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর ও দোয়ারা বাজার উপজেলায় সাধারণতঃ নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এখানে প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। এ জেলায় নদীভাঙ্গন সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে পৌষ মাস পর্যন্ত হলেও কার্তিক মাস হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত নদী ভাঙ্গন বেশী হয়ে থাকে। । এছাড়া, আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অল্প পরিমাণে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এর ফলে এলাকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বীজতলা, ফসলের জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে অনেকেই ভিটেমাটি হারিয়ে, আবার কেউ কেউ ফসলী জমি হারিয়ে বর্তমানে যাযাবরের মতো জীবন যাপন করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অব্যাহত নদীভাঙ্গনের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য সরকারি কিংবা বেসরকারি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এ জেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। সুনামগঞ্জ জেলায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ৫০ পিপিবি'র উপরে। এ-এলাকায় অগভীর নলকূপগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপগুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি আসেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হয় বর্ষার পূর্ববর্তী সময়ে যার মাত্রা হলো ২০০ পিপিবি এবং সর্বনিম্ন পরিলক্ষিত হয় বর্ষাকালে যার মাত্রা হলো ৫০ পিপিবি। আশংকা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপগুলোতেও আর্সেনিক, আয়রনমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ কর্তৃক জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, জেলার ৩৪০৩৪ টি নলকূপের মধ্যে ৪৫৯৬ টি নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার শতকরা হার হল ১৩.৫০। যদিও এ জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব দেখা যায়নি তথাপি বর্তমান জরীপের ফলাফল ভবিষ্যতে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। সুনামগঞ্জের প্রতিটি উপজেলায় প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
আগাম বন্যা	২০০৪ ও ২০১০	২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১৩৪৭৫৯ হেক্টর (৪৮.৭৪%) জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১১৮৯৫ হেক্টর (৪.৩০%) জমির ফসলাদি (আংশিক), ৮৬৬৫ টি (১.৯৬%) ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৪৩৭ টি (০.০৯%) ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৯৬ কিঃমিঃ (৭.৩৩%) রাস্তা, ৯৯ কিঃমিঃ (৭.২০%) বেড়ীবাঁধ, ১২৮ টি (৪.৪৭%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১১৮ টি (৪.২২%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৬ টি (০.২১%) মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ২৫২ টি (০.০২%) গবাদি পশু মারা যায়। এছাড়া, এই আগাম বন্যায় ৬ জন (০.০০০২%) লোক প্রাণ হারায়।	রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি, বীজতলা, ফসলের জমি, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা, মানব জীবন, বেরীবাধ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
মৌসুমী বন্যা	২০০৪, ২০১২	২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ৪৫৫৩ হেক্টর (১.৬৪%) জমির আমন ফসল, ১৭৪.৫ কিঃমিঃ (১২.৭০%) বেড়ীবাঁধ, ১৯১ কিঃমিঃ (৪.৭৩%) রাস্তা, ১৯৪৫৫ টি (৪.৪১%) ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮৩ টি (২.৯০%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭০ টি (৬.০৮%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩০ টি (০.১৭%) মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ৯৪০ টি (২.২১%) নলকূপ, ৬৮৪১ টি (২.৭২%) পায়খানা, ৬৪২৫ টি গাছপালা এবং ২৯৩ টি (০.০২%) গবাদি পশু মারা যায়। এছাড়া, এই মৌসুমী বন্যায় ২ জন (০.০০০১%) শিশু প্রাণ হারায়।	রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি, বীজতলা, ফসলের জমি, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বজ্রপাত	২০০১ – ২০১৩ সাল পর্যন্ত	২০০১ – ২০১৩ সাল পর্যন্ত এখানে বজ্রপাতে মোট ১৪০ জন (০.০০৫৬%) মানুষ মারা যায়। এছাড়া, ৩৬২ টি (০.০৩১%) গবাদি পশু মারা যায়।	মানুষ, পশু সম্পদ, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নদী ভাঙ্গন	২০১৩	২০১৩ সালের নদী ভাঙ্গনে ৫১ হেক্টর (০.০১৮%) জমির বোরো ফসল, ৩ কিঃমিঃ (০.০৭৪%) রাস্তা, ৯২ টি (০.০২০%) ঘরবাড়ি ও ৪২ টি (০.০৯৯%) টিউবওয়েল নদীগর্ভে বিলীন যায়।	বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বীজতলা, ফসলের জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
কালবৈশাখী ঝড়	২০০৬, ২০১০ ও ২০১৪	২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ১২৫১ হেক্টর (০.৪৫%) জমির বোরো ফসল, ৭৯৬০ টি (১.৮০%) ঘরবাড়ি, ৩৮ টি (১.৩২%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪০ টি (১.৪৩%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯০৯ টি গাছপালা, ৯৭০ টি (০.৩৮%)পায়খানা এবং ৮২ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৪ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ২০০০	বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
		হেক্টর (০.৭২%) জমির বোরো ফসল (আংশিক), ৫০০ হেক্টর (০.১৮%) জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৭১৯৭ টি (১.৬৩%) ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৬১৭৫ টি (১.৪০%) ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৫ টি (০.৫২%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সম্পূর্ণ), ২৫ টি (০.৮৭%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ১০ টি (০.৩৫%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সম্পূর্ণ), ১৫ টি (০.৫৩%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ৩২০ টি গাছপালা এবং ৪৫ কি.মি. বিদ্যুতের তার ও খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই ঝড়ে ৪ জন (০.০০০১%) লোক প্রাণ হারায়।	
আর্সেনিক দূষণ	২০১৪ পর্যন্ত	সুনামগঞ্জ জেলায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ৫০ পিপিবি এর উপরে। জেলার ৪৫৯৬ (১৩.৫০%) টি নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার সবগুলোতে লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার জনগণ এগুলোর পানি ব্যবহার করছে না। এখন পর্যন্ত এ জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগী পাওয়া যায়নি।	আর্সেনিকোসিস রোগ হয়

২.২ উপজেলার আপদসমুহ

ক্রমিক	আপদ	অগ্রাধিকার	স্তর
০১	আগাম বন্যা	আগাম বন্যা	১ম
০২	কাল বৈশাখী ঝড়	মৌসুমী বন্যা	২য়
০৩	বজ্রপাত	বজ্রপাত	৩য়
০৪	আর্সেনিক দূষণ	নদী ভাঙ্গন	৪র্থ
০৫	নদী ভাঙ্গন	কাল বৈশাখী ঝড়	৫ম
০৬	মৌসুমী বন্যা	আর্সেনিক দূষণ	৬ষ্ঠ

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ননাঃ

আগাম বন্যাঃ সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা সুনামগঞ্জ জেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ সুনামগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ হঠাৎ করে পাহাড়ে মাত্রারিক্ত বৃষ্টি হলে এ অঞ্চলে আগাম বন্যা দেখা দেয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সাধারণতঃ আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল তাহিরপুরের কিংশী নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে (কিংশী ও রক্তি নদী), ডলুরার চলতি নদী এবং ছাতকের যাদুকাটা নদী দিয়ে পিয়াইন নদী হয়ে সুরমা নদীতে প্রবেশ করে মূলতঃ সুনামগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে অত্র জেলার বিভিন্ন হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়।

আগাম বন্যায় এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এতে মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসময় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১৩৪৭৫৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১১৮৯৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৮৬৬৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৪৩৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৯৬ কিঃমিঃ রাস্তা, ৯৯ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১২৮ টি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান, ১১৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৬ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ২৫২ টি গবাদি পশু মারা যায়। এছাড়া, এই আগাম বন্যায় ৬ জন লোক প্রাণ হারায়। অত্র জেলার ২০১০ সালের আগাম বন্যায় উপজেলাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা

২০১০ সালের আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ৯৭৯৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১১৮৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক) ও ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে ১৭৩৪৪ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১৫৯৮৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৪৯১৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২৭ কিঃমিঃ রাস্তা এবং ১৯ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৩১৯৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দিরাই উপজেলা

২০১০ সালের আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় ১০৪১৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৫৮৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪৭ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১০২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৪৪১২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জামালগঞ্জ উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ২৪৭৩৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৫৪৭২ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৭৪ কিঃমিঃ রাস্তা, ৩৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১২৯ টি গবাদি পশু মারা যায়। এছাড়া, এই আগাম বন্যায় ১ জন লোক প্রাণ হারায়। যার ফলে ৯৫৫০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা

২০১০ সালের আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় ১৪৩৮০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১৩২০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪৪ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৭৬১৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ৩০২০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৭১০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৭ কিঃমিঃ রাস্তা ও ২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৮২১৪ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দোয়ারাবাজার উপজেলা

২০১০ সালের আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ৬৭৪৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৬১৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এছাড়া, এই আগাম বন্যায় ১ জন লোক প্রাণ হারায়। যার ফলে ৯৩৯২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধর্মপাশা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ২২৩৫০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৪৩২ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৭৩ কিঃমিঃ রাস্তা, ৪১ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৩৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২১ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১২৩ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ২২৮৩৭ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ছাতক উপজেলা

২০১০ সালের আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় ৯০২০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৫৪০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩০০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪১ কিঃমিঃ রাস্তা, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১০৬৭৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জগন্নাথপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ৭৯৮০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১২০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) এবং ৩ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৪৩৭১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহিরপুর উপজেলা

২০১০ সালের আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ১০৩৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৬১৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২০ কিঃমিঃ রাস্তা এবং ১৬ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই আগাম বন্যায় ৪ জন লোক প্রাণ হারায়। যার ফলে ১৬৫৩২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে আগাম বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যা মানুষের জীবিকার উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় আগাম বন্যায় উপজেলাভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ১১৩৭৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৪৮২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১০৭ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ২৫৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪০ কিঃমিঃ রাস্তা, ১০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৫০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৯৫৩২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

শাল্লা উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ১৬৬২১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৫১১২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫৭০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৬৬২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৩ কিঃমিঃ রাস্তা, ২২ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১২০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৪৬৭২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

দিরাই উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় ১১৫১৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৬৯৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৮০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৭০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৫১৭৯ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

জামালগঞ্জ উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ২৫৬৩৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৩৬৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫৭৭১ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৫১০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮০ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২০ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৪৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১২৩৪১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় ১৫১৩২ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১৪৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫২ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩২৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৬২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৬৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৮১২০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৩২৪৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১৭৯২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১৩৪৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৬৭৬ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ৯ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ৭০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৯১৬৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

দোয়ারাবাজার উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ৬৯৪৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৭৮৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৭৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৪৫২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৪ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৫৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১০১৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ধর্মপাশা উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ২৩৬৭০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৩৫২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২৫৫২ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১১৭৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৯৩ কিঃমিঃ রাস্তা, ৪৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৮৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ২৩২৪০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ছাতক উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় ১০২১১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৬৬৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩০৭ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৩৫৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৬০ কিঃমিঃ রাস্তা, ৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ২৬৮ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১১৩৪৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

জগন্নাথপুর উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় ৮৮৯১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২১০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১৫২ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ২০৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২০ কিঃমিঃ রাস্তা, ৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১২২ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৬১০২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তাহিরপুর উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ১১৪৮৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৭০৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১৭০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩৫৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৩২ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৭০৭৯ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মৌসুমী বন্যাঃ সুনামগঞ্জ জেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ অত্র জেলায় মৌসুমী বন্যার সৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে বসতভিটা, রাস্তাঘাট ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে।

মৌসুমী বন্যায় এলাকার কৃষি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষের পানিবাহিত রোগ ও গবাদি পশুর বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই দেখা দেয়; বাসস্থানের সংকট এবং গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া মৃতদেহ সৎকারে অসুবিধা হয়। প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০০৪ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, এ জেলায় ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ৪৫৫৩ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৭৪.৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৯১ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৯৪৫৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩০ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ৯৪০ টি নলকূপ, ৬৮৪১ টি পায়খানা, ৬৪২৫ টি গাছপালা এবং ২৯৩ টি গবাদি পশু মারা যায়। এছাড়া, এই মৌসুমী বন্যায় ২ জন শিশু প্রাণ হারায়। অত্র জেলার ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় উপজেলাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ২২০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ৩৭২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৭৬ টি নলকূপ, ১০৮৫ টি

পায়খানা ও ২৭০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ২৫ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ৬৯৩৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫৪ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৩ কিঃমিঃ রাস্তা, ১১৫৯২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০০ টি নলকূপ, ১২৮৭ টি পায়খানা এবং ৪৮৬৮ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৪০৫৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দিরাই উপজেলা

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় ১৪০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ২১৪ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি মৎস্য খামার, ২৫ টি নলকূপ, ৩৭৩ টি পায়খানা ও ১৩২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৩৭ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ৮০২৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জামালগঞ্জ উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ১৭৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৯ কিঃমিঃ রাস্তা ও ৮২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় । যার ফলে ৯০৯৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় ১৬২ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৯ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৪৪ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৩৫ টি নলকূপ, ৪৭৬ টি পায়খানা ও ৭৫ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৭ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ৫৪৪৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ১৩ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়, ৩৩৪ টি নলকূপ ও ১৭১৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৯৮৩৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দোয়ারাবাজার উপজেলা

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ১৬৭ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১২ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ৪৫২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮৪ টি নলকূপ, ৬১০ টি পায়খানা ও ৮২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধর্মপাশা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ২৮০০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৫৩ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৭৯৬ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৪৩ টি নলকূপ, ৬১৩ টি পায়খানা ও ৭৩৮ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই মৌসুমী বন্যায় ২ জন শিশু প্রাণ হারায়। যার ফলে ১৫৩৭১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ছাতক উপজেলা

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় ১৪৪ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৩ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪ কিঃমিঃ রাস্তা, ১০৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫৩ টি নলকূপ, ২৮০ টি পায়খানা ও ২০৮ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৯৬৫২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জগন্নাথপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ২১২ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২ কিঃমিঃ রাস্তা, ২২৪ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২৩ টি নলকূপ, ১৬৭ টি পায়খানা ও ৫২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১০২১৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহিরপুর উপজেলা

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ৫৩৩ হেক্টর জমির আমন ফসল, ২৮.৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৭৪ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫৪৭২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি মৎস্য খামার, ৬৭ টি নলকূপ, ২৩৫ টি পায়খানা ও ১৩২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১২৯ টি গবাদি পশু মারা যায়। এছাড়া, এই মৌসুমী বন্যায় ২ জন লোক প্রাণ হারায়। যার ফলে ৫৬৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভৌগলিক অবস্থানের করণে পলি পড়ে নদী ও জমি ভরাট হওয়ায় ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ জেলায় ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। মৌসুমী বন্যায় জেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বেড়ীবাঁধ, গাছপালা, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নলকূপ এবং পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী পানিবাহিত রোগ ও গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন ধরনের রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হতে পারে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় মৌসুমী বন্যায় উপজেলাভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ৩৪৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৪২০ টি ঘরবাড়ি, ১২ কিঃমিঃ রাস্তা, ১০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি মৎস্য খামার, ১০২ টি নলকূপ, ২০০৭ টি পায়খানা, ৩৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৫৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৭৩৭১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শাল্লা উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ১২০০২ টি ঘরবাড়ি, ১৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ১৩২ টি নলকূপ, ১৩৮৯ টি পায়খানা, ৫০০১ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১২০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৫১১৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিরাই উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় ২০৯ হেক্টর জমির আমন ফসল, ২৯৫ টি ঘরবাড়ি, ১০ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৪ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি মৎস্য খামার, ৫৫ টি নলকূপ, ৪৮৮ টি পায়খানা, ২৭৯ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৮২ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৮৫৫৬ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জামালগঞ্জ উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ২৩৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৫৬ টি ঘরবাড়ি, ২২ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৫২ টি নলকূপ, ১১২৬ টি পায়খানা, ১২০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ২৩৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১০১২০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় ২৭০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৮২ টি ঘরবাড়ি, ১২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৭৬ টি নলকূপ, ৫৫৭ টি পায়খানা, ১৪৪ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১০৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৫৭২৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২০৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৩৫৯ টি ঘরবাড়ি, ৬ কিঃমিঃ রাস্তা, ২০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৪০২ টি নলকূপ, ১৯৮০ টি পায়খানা, ২৮৭ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৬৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১০০৯৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দোয়ারাবাজার উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ২৫০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৫৫১ টি ঘরবাড়ি, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৯৯ টি নলকূপ, ৭৫৫ টি পায়খানা, ১৭২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত

হতে পারে এবং ১৯৬ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১২১২৭ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধর্মপাশা উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ৩১০৭ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৮০৭ টি ঘরবাড়ি, ৪৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫৯ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ২১৫ টি নলকূপ, ৯৩২ টি পায়খানা, ৮১২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ২৫৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৬০৭৬ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছাতক উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় ৪৮৯ হেক্টর জমির আমন ফসল, ২১২ টি ঘরবাড়ি, ২৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ৩৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামার, ৮৩ টি নলকূপ, ৩৮৭ টি পায়খানা, ৩১৪ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৮৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৯৯৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জগন্নাথপুর উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় ২৯৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৩৩০ টি ঘরবাড়ি, ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ১০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৪৯ টি নলকূপ, ২২৩ টি পায়খানা, ১৫০৭ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ৯৮ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১১০২১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহিরপুর উপজেলা

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ৬১৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৫৮৩১ টি ঘরবাড়ি, ৮২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৩৪ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২১ টি মৎস্য খামার, ৯৫ টি নলকূপ, ৪৮৮ টি পায়খানা, ৫৫৩ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ৩৭৮ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৬০৩১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বজ্রপাতঃ সুনামগঞ্জ জেলা মেঘালয়ের সন্নিকটে ও হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে বজ্রপাতের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। বজ্রপাতে এখানে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। এখানে সাধারণতঃ বৈশাখ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বজ্রপাত হয়। তবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বজ্রপাতের প্রকোপ বেশী থাকে। এছাড়া, আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত কম বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের ফলে মানুষের প্রাণহানী ঘটে; পশু সম্পদ, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিগত ২-৩ বছর ধরে বজ্রপাতের ব্যাপকতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এখানে বজ্রপাতে মোট ১৪০ জন মানুষ মারা যায় এবং ৩৬২ টি গবাদি পশু মারা যায়। অত্র জেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে উপজেলাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ৪ জন মানুষ এবং ২৭ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ২৪০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ১৬ জন মানুষ এবং ৫৬ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ৩৫৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দিরাই উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ২২ জন মানুষ এবং ৩৭ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ২৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জামালগঞ্জ উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ২০ জন মানুষ এবং ৬৫ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ২৪৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ৩ জন মানুষ এবং ৪০ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ৯ জন মানুষ এবং ২৮ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ২৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দোয়ারাবাজার উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ১৪ জন মানুষ এবং ৩৬ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১২৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধর্মপাশা উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ১৮ জন মানুষ এবং ২৭ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ৩২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ছাতক উপজেলা
২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ১২ জন মানুষ এবং ১০ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১৩৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জগন্নাথপুর উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ৭ জন মানুষ এবং ১৪ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১৪৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহিরপুর উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ১৫ জন মানুষ এবং ২২ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১৫৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের করণে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বজ্রপাতের ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে মানুষের প্রাণহানী আরো বাড়তে পারে এবং পশু সম্পদ, গাছপালা ইত্যাদি অধিকহারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বজ্রপাতে উপজেলাভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা' নিম্নরূপঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ৬ জন মানুষ এবং ৩৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ২৯৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শাল্লা উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১৮ জন মানুষ এবং ৬৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৪০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিরাই উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ২৫ জন মানুষ এবং ৪৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৩৫৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জামালগঞ্জ উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ২৪ জন মানুষ এবং ৭৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৩০২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা
সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ৭ জন মানুষ এবং ৪৮ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ২০৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১২ জন মানুষ এবং ৪৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৩৩৩ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দোয়ারাবাজার উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১৭ জন মানুষ এবং ৫৬ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৭৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধর্মপাশা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ২৩ জন মানুষ এবং ৫৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৪০৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছাতক উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১৫ জন মানুষ এবং ৩৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৭১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জগন্নাথপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ৯ জন মানুষ এবং ৩৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৮২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহিরপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১৮ জন মানুষ এবং ৪৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ২০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নদী ভাঙ্গনঃ সুনামগঞ্জ জেলায় নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এখানে প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। এ জেলায় নদীভাঙ্গন সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে পৌষ মাস পর্যন্ত হলেও কার্তিক মাস হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত নদী ভাঙ্গন বেশী হয়ে থাকে। । এছাড়া, আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অল্প পরিমাণে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এর ফলে এলাকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বীজতলা, ফসলের জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। পাহাড়ি ঢল, বোমা মেশিন দিয়ে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলন ও সুরমা নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য) উত্তোলনের কারণে মূলতঃ অত্র জেলায় নদী ভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। এ জেলার জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর ও দোয়ারা বাজার উপজেলায় সাধারণতঃ নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। নদীভাঙ্গনে উক্ত উপজেলাসমূহের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে **জামালগঞ্জ উপজেলায়** ২০১৩ সালে ৪০ টি বসতভিটা, ১ কি.মি. রাস্তা এবং ২৩ হেক্টর ফসলী জমি, ৮ টি টিউবওয়েল, ৩৭ টি পায়খানা এবং ৭২ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়। অত্র উপজেলার নোয়াগাঁও, রামনগর, হরিপুর বাহাদুরপুর, উজ্জলপুর, তেলিয়সহ অসংখ্য গ্রাম অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে অনেকেই ভিটেমাটি হারিয়ে, আবার কেউ কেউ ফসলী জমি হারিয়ে বর্তমানে যাযাবরের মতো জীবন যাপন করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। যার ফলে ৬৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বোমা মেশিন দিয়ে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলনের ফলে ২০১৩ সালে **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার** সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রামে অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ২০ টি বসতবাড়ি, ১০ টি টিউবওয়েল, ২৭ টি পায়খানা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা।

পাহাড়ি ঢলের ফলে **দোয়ারা বাজার উপজেলায়** নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে অত্র উপজেলায় ২০১২ সালে ৩২ টি বসতভিটা, ২ কি.মি. রাস্তা এবং ২৮ হেক্টর ফসলী জমি, ৫ টি টিউবওয়েল, ১৫ টি পায়খানা এবং ৬২ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়। অত্র উপজেলার আমবাড়ি বাজার, ধনপুর, মান্নারগাঁও, কাটাখালি, বাংলাবাজার, দোহালী, উপজেলা পরিষদ, পান্ডারগাঁওসহ অসংখ্য গ্রাম অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে অনেকেই ভিটেমাটি হারিয়ে, আবার কেউ কেউ ফসলী জমি হারিয়ে বর্তমানে যাযাবরের মতো জীবন যাপন করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। যার ফলে ৮৭২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এবং পাহাড়ি ঢল, বোমা মেশিন দিয়ে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলন ও সুরমা নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য) উত্তোলনের কারণে এ জেলায় ভবিষ্যতে নদীভাঙ্গনের ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে জামালগঞ্জ উপজেলার ১২০ টি বসতভিটা, ৩ কি.মি. রাস্তা এবং ৪৯ হেক্টর ফসলী জমি, ১৭ টি টিউবওয়েল, ১৬ টি পায়খানা এবং ১০৪ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে ৯০৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং

পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রামে অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ২০০ টি বসতভিটা, ২ কি.মি. রাস্তা এবং ১৪০ হেক্টর ফসলী জমি, ২৫ টি টিউবওয়েল, ১৪৫ টি পায়খানা এবং ১৪৭ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ৮৭১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, ভবিষ্যতে পাহাড়ি ঢলের ফলে দোয়ারাবাজার উপজেলায় অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ১৫৬ টি বসতভিটা, ৫ কি.মি. রাস্তা এবং ৪২ হেক্টর ফসলী জমি, ৪৫ টি টিউবওয়েল, ১২২ টি পায়খানা এবং ১০৭ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ১০৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কালবৈশাখী ঝড়ঃ সুনামগঞ্জ জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়। এ জেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৬, ২০১০ ও ২০১৪ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ১২৫১ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭৯৬০ টি ঘরবাড়ি, ৩৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯০৯ টি গাছপালা, ৯৭০ টি পায়খানা এবং ৮২ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৭৪৩৫৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অত্র জেলায় ২০১০ সালে কালবৈশাখী ঝড়ে উপজেলাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ২৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩২ টি ঘরবাড়ি, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২৬ টি গাছপালা, ১৩১ টি পায়খানা এবং ৫ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৫৩৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে, ৪৬০ টি ঘরবাড়ি, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩২ টি গাছপালা, ১১ টি পায়খানা এবং ৬ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৪৬৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দিরাই উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৮ টি ঘরবাড়ি, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৬ টি গাছপালা, ৪২ টি পায়খানা এবং ৩ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৭১২২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জামালগঞ্জ উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২৬ টি ঘরবাড়ি, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭৬ টি গাছপালা, ১৪৯ টি পায়খানা এবং ৪ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৬৭৮১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৫ টি ঘরবাড়ি, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩০ টি গাছপালা, ৪১ টি পায়খানা এবং ৭ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৫৮২৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৫ টি ঘরবাড়ি ও ১৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৪৬১২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দোয়ারাবাজার উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১০৩ টি ঘরবাড়ি, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৪৭ টি গাছপালা, ১৮৩ টি পায়খানা এবং ৬ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৯৩৫৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধর্মপাশা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ১০০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭১৯৭ টি ঘরবাড়ি, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪০ টি গাছপালা ও ৪৫ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১০৩৩২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ছাতক উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩৯ টি ঘরবাড়ি, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫৫ টি গাছপালা, ১৩০ টি পায়খানা এবং ৪ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৮০৭১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জগন্নাথপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২৫ টি ঘরবাড়ি, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪৩ টি গাছপালা, ৫৯ টি পায়খানা এবং ২ টি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৬১৭৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহিরপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০ টি ঘরবাড়ি, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩২৪ টি গাছপালা এবং ৭৪ টি পায়খান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৭২৩৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালবৈশাখী ঝড়ে সাধারণতঃ বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে প্রাণহানীও ঘটতে পারে। খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে, নৌকা ও লঞ্চডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হতে পারে এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে, ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে । ভবিষ্যতে অত্র জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে উপজেলাভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি বিদ্যুতের খুটি, ৩৯ টি গাছপালা, ও ১৮২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৬১৬৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শাল্লা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫১০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি বিদ্যুতের খুটি, ১৮৪ টি গাছপালা, ও ১৪০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৪৩৫২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিরাই উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি, ১২২ টি গাছপালা, ও ১৩৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৮৬০১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জামালগঞ্জ উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫৬ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৬ টি বিদ্যুতের খুটি, ১০২ টি গাছপালা, ও ২৯৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭৩০৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৪৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি বিদ্যুতের খুটি, ৯২ টি গাছপালা, ও ২২২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৬৩৬২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৫৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি, ২০৭ টি গাছপালা, ও ২৭৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭১১৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দোয়ারাবাজার উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০৮ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি বিদ্যুতের খুটি, ২১৭ টি গাছপালা, ও ৩১৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৯৮৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধর্মপাশা উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭৫০৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪৭ টি বিদ্যুতের খুটি, ১৫৪ টি গাছপালা, ও ১৬৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১০৫৭৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছাতক উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১০৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি বিদ্যুতের খুটি, ১৭০ টি গাছপালা, ও ২৩৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৮৬০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জগন্নাথপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি, ৮৮ টি গাছপালা, ও ১৭৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭০২৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহিরপুর উপজেলা

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৫৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৪৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি, ৪১৬ টি গাছপালা, ও ২২২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭৯৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর্সেনিক দূষণঃ সুনামগঞ্জ জেলায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ৫০ পিপিবি'র উপরে। জেলার ৪৫৯৬ (১৩.৫০%) টি নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার সবগুলোতে লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার জনগণ এগুলোর পানি ব্যবহার করছে না। এতে এ জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব ঘটছে না।

এ-এলাকায় অগভীর নলকূপগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপগুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি আসেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হয় বর্ষার পূর্ববর্তী সময়ে যার মাত্রা হলো ২০০ পিপিবি এবং সবনিম্ন পরিলক্ষিত হয় বর্ষাকালে যার মাত্রা হলো ৫০ পিপিবি। আশংকা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপগুলোতেও আর্সেনিক, আয়রনমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ কর্তৃক জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, জেলার ৩৪০৩৪ টি নলকূপের মধ্যে ৪৫৯৬ টি নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার শতকরা হার হল ১৩.৫০। যদিও এ জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব দেখা যায়নি তথাপি বর্তমান জরীপের ফলাফল ভবিষ্যতে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ-এর আর্সেনিক সংক্রান্ত মে, ২০১৪ সালের মাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী অত্র জেলার উপজেলাভিত্তিক আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	উপজেলায় মোট নলকূপের সংখ্যা সরকারি/ বেসরকারি	পরীক্ষিত নলকূপের সংখ্যা		আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপের সংখ্যা			মন্তব্য
			প্রতিবেদন মাসে	আরম্ভ হতে	প্রতিবেদন মাসে	আরম্ভ হতে	শতকরা (%)	
১.	সুনামগঞ্জ সদর	৩৪৫৬	০	৩৩৫৭	০	৪৭৬	১৪.১৮	
২.	শাল্লা	১৫৭৫	০	১২৫৬	০	২২	১.৮	
৩.	দিরাই	২৫৭৫	০	৩২৯৯	০	৭৬	২.৩	
৪.	জামালগঞ্জ	২৩৯৫	০	১৬১৪	০	১৫৮	৯.৭৯	
৫.	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	৩২৭৫	০	২৪৭৫	০	৪৫০	১৮.১৮	
৬.	বিশ্বম্ভরপুর	১৮৪১	০	১৫১১	০	১০	০.৬৬	
৭.	দোয়ারাবাজার	৫৯২৭	৭	৫৬২৯	০	৯৩৪	১৬.৫৯	
৮.	ধর্মপাশা	৩৫৩৭	৫	৩২৬০	০	১২৮২	৩৯.৩৩	
৯.	ছাতক	১০৫০০	১	১০০৬১	০	১১৮৩	১১.৮০	
১০.	জগন্নাথপুর	৪২৩০	০	১১৯৭	০	৩	০.৩০	
১১.	তাহিরপুর	৩০৫৭	১২	৩৭৫	০	২	০.৫০	
	মোট	**৪২৩৬৮**	**২৫**	**৩৪০৩৪**	**০**	**৪৫৯৬**	**১৩.৫০**	

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় আর্সেনিক দূষণ আরো বাড়তে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সুনামগঞ্জ জেলার মানুষ আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।**

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
আগাম বন্যা	▪ বোরো ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ বেরীবাঁধ এর ক্ষতি হয়। ▪ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ক্ষতিগ্রস্ত হয়	▪ ১৪১২ কি.মি. উচু রাস্তা রয়েছে। ▪ ৩৪৯ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ২৭ টি উচু খেলার মাঠ রয়েছে। ▪ ৭৩৬ টি উচু কবরস্থান রয়েছে। ▪ ১ টি মাটির কিল্লা রয়েছে। ▪ ১২ টি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রয়েছে। ▪ ১১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ নিয়মিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপজেলাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে।
মৌসুমী বন্যা	▪ ফসলের জমি ডুবে গিয়ে ফসল নষ্ট হয় ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ▪ অধিকাংশ কবরস্থান নীচু হওয়ায় বর্ষায় উহা ডুবে যায় ফলে মৃতদেহ সৎকারে সমস্যা হয়। ▪ গবাদি পশু ও পাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়।	▪ ১৪১২ কি.মি. উচু রাস্তা রয়েছে। ▪ ৩৪৯ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ২৭ টি উচু খেলার মাঠ রয়েছে। ▪ ৭৩৬ টি উচু কবরস্থান রয়েছে। ▪ ১ টি মাটির কিল্লা রয়েছে। ▪ ১২ টি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রয়েছে। ▪ ১১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ নিয়মিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপজেলাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
		▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে।
বজ্রপাত	▪ মানুষ মারা যায় ▪ গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়, ▪ গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	কোন সক্ষমতা নেই
নদী ভাঙ্গন	▪ ফসল ও ফসলী জমির ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি, গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ রাস্তাঘাট, ব্রীজ ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ আসবাবপত্র এর ক্ষতি হয় ▪ বীজতলা এর ক্ষতি হয় ▪ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ কর্মসংস্থানের ক্ষতি হয়	কোন সক্ষমতা নেই
কালবৈশাখী ঝড়	▪ বোরো ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় ▪ গবাদি পশু ও পাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ▪ বনজ সম্পদ বিনষ্ট হয় ▪ নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ▪ বৈদ্যুতিক তার ও খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়	▪ ৩৪৯ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ১২ টি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রয়েছে। ▪ ১১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ নিয়মিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপজেলাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে। ▪ ৩০ টি ২০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল এবং ১৫০ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । ▪ ৭.৭৫ একর জমিতে হিজল আর করচের ৮ টি বনাঞ্চল।
আর্সেনিক দূষণ	আর্সেনিকোসিস রোগ দেখা দেয়	▪ ৩৭৭৭২ টি নলকূপ রয়েছে। ▪ ২৫ টি নদী রয়েছে। ▪ ১৩৩ টি খাল রয়েছে। ▪ ৯৭৬ টি বিল রয়েছে। ▪ ১৭০২৬ টি পুকুর রয়েছে। ▪ ১১৭৬ টি জলাশয় রয়েছে। ▪ ৪ টি পানি শোধনাগার রয়েছে। ▪ ১১ টি উপজেলায় টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ▪ ১ টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ৯ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
আগাম বন্যা	ছাতক, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, দিরাই ও জগন্নাথপুর উপজেলা	পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি	২৯৪১০৯ জন
মৌসুমী বন্যা	ছাতক, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, দিরাই ও জগন্নাথপুর উপজেলা	পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি	২৪৬৭৯৭৮ জন
বজ্রপাত	ছাতক, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, দিরাই ও জগন্নাথপুর উপজেলা	মেঘালয়ের সন্নিকটে হওয়ায়	২৪৬৭৯৭৮ জন
নদী ভাঙ্গন	**জামালগঞ্জ উপজেলার** জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়নের উঃ কামলাবাজ, লম্বাবাঁক, কালিপুর, সদরকান্দি, কামিনীপুর, নয়াহালট, দঃ কামলাবাজ, গজারিয়াহাটী, চানপুর, সোনাপুর ও সেলিমগঞ্জ গ্রাম এবং সাচনা বাজার ইউনিয়নের নোয়াগাঁও, রামনগর, হরিপুর, বাহাদুরপুর, উজ্জলপুর ও তেলিয়া গ্রাম। **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার** সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রাম। **দোয়ারা বাজার উপজেলার** আমবাড়ি বাজার, ধনপুর, মান্নারগাঁও, কাটাখালি, বাংলাবাজার, দোহালী, উপজেলা পরিষদ, পান্ডারগাঁওসহ অসংখ্য গ্রাম।	পাহাড়ি ঢল, বোমা মেশিন দিয়ে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলন এবং সুরমা নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য) উত্তোলন	১৬৫৬৩ জন
কাল বৈশাখী ঝড়	ছাতক, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, দিরাই ও জগন্নাথপুর উপজেলা	জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে	২৪৬৭৯৭৮ জন
আর্সেনিক দূষণ	ধর্মপাশা, ছাতক, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ সদর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জামালগঞ্জ ও তাহিরপুর উপজেলায় আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপের সংখ্যা অত্যধিক।	জলবায়ু পরিবর্তন, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া	১৬৯৪৬৭৪ জন

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	জেলায় মোট ৩৭,৪৮৭৭ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২৭,৬৪৩৪ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ২১,২৭২ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৬৮৭০৩ হেক্টর এবং দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৭২৪৫৯ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির জমির পরিমাণ ১৪০০০ হেক্টর। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৩৭৩৪৩ হেক্টর। এখানে মোট ২,৯৪,১০৯ জন কৃষিজীবী রয়েছে। জেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো, আউশ ও আমন), গোলআলু, গম, শাকসব্জি সরিষা, মরিচ, মিষ্টিআলু, বাদাম, ইত্যাদি।	তাই কৃষিখাতকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য আগাম জাতের ধানের বীজ ও সার সরবরাহ, ধান কাটার মেশিন, বাঁধ সংস্কার, এল এলপি স্থাপন, সেচের জন্য ড্রেন নির্মাণ, খাল পুনঃ সংস্কার, হাওরে ধানের খলা তৈরি, গোপাট (হাওর থেকে ধান আনা নেয়ার রাস্তা) তৈরি, স্লুইস গেট স্থাপন ও সংস্কার এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।
মৎস্য সম্পদ	সুনামগঞ্জ জেলায় ২৫ টি নদী, ১৩৩ টি খাল, ৯৭৬ টি বিল, ১৭০২৬ টি পুকুর, ১১৭৬ টি জলাশয় রয়েছে এবং এখানে মোট ১১১০০০ জন মৎসজীবী রয়েছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি দুর্যোগে	জেলার মৎসসম্পদকে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য পুকুর পাড় উঁচু করা এবং নদী, খালবিল, পুকুর ইত্যাদি পুনঃসংস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়াও, খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র জেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত।	কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরা বন্ধ করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ্যাডভোকেসি করা প্রয়োজন।
পশুসম্পদ	সুনামগঞ্জ জেলার প্রধান পশুসম্পদ হল গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, পাখি, মহিষ ইত্যাদি। এ জেলায় ৬৮৪,১৭৮ টি গরু, ১১,৫৫০ টি মহিষ, ৩৫৪,১৫৬ টি ছাগল, ৮৭,৪০৬ টি ভেড়া, ৫,৭২৪,৮০৭ টি হাঁস ২,৫৬৬,৫২০ মুরগী, ৮৬৪ টি শুকর এবং ১৮৫২ টি ঘোড়া রয়েছে। আগাম বন্যা ও মৌসুমী বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই ও বাসস্থানের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে পশুপাখির প্রাণহানী ঘটে।	তাই পশুসম্পদকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য গো-খাদ্য সরবরাহ করা, মাটির কিল্লা স্থাপন, রোগের ক্ষেত্রে জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গরু ও ছাগলের বিভিন্ন রোগ এর প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন এর ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা একান্ত জরুরী।
স্বাস্থ্যখাত	সুনামগঞ্জ জেলায় ১ টি জেলা সদর হাসপাতাল, ১ টি মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র, ১ টি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ১ টি ডায়েবেটিক হাসপাতাল, ১ টি পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৪৩ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ২০৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ১ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার রয়েছে। জেলায় মোট ৩৫ টি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। জেলার এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট ৮৩ জন ডাক্তার ও ১২৪ জন নার্স রয়েছে। এ জেলায় মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড়, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	তাই দুর্যোগের হাত থেকে স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এর ব্যবস্থা, জরুরী চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে জনবল বৃদ্ধি করা, বন্যা লেভেলের উপরে নলকূপ স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন প্রয়োজন।
জীবিকা	সুনামগঞ্জ জেলার প্রধান জীবিকাসমূহ হল কৃষি, মৎস্য, দিনমজুর ও ব্যবসা। জেলায় মোট ২৯৪১০৯ জন কৃষিজীবী, ১১১০০০ জন মৎস্যজীবী, ২৮০৩৭৫ জন দিনমজুর ও ২০১৭৫ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি দুর্যোগ ঘন ঘন হওয়ায় এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবিকা বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র জেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। বিভিন্ন দুর্যোগে দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়।	দুর্যোগে জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
গাছপালা	সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ৩০ টি ২০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল রয়েছে। এছাড়া, ১৫০ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, কড়ই, কদম, আকাশমণি, রেইনট্রি,	দুর্যোগে গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অর্থাৎ বসতভিটা, রাস্তাঘাট ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য সামাজিক বনায়নের কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন।

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	চাকারাশি, হিজল, করচ, মোর্তা, বেত, জারুল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। বেসরকারি সংস্থা জামালগঞ্জ উপজেলায় সিএনআরএস হিজল আর করচের ৭.৭৫ একর জমিতে ৮ টি বনাঞ্চল গড়ে তুলেছে। এছাড়া, অত্র জেলার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। জেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।	
অবকাঠামো	সুনামগঞ্জ জেলায় ১৩৭৩.১০ কি.মি. বেরিবাঁধ, ৪০৩৩.৪৫ কি.মি. রাস্তা, ১৫২ টি ব্রীজ, ২৩৩৮ টি কালভার্ট, ৪,৪০,৩৩২ টি ঘরবাড়ি, ২৯৯৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৭৯৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন, বেরিবাঁধ, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	দুর্যোগে অবকাঠামোর অর্থাৎ রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্কুল কাম শেল্টার সংস্কার, রাস্তা তৈরি ও সংস্কার, কালভার্ট সংস্কার এবং ভিলেজ প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন।

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ সংযুক্তি ৭ এ যুক্ত করা হয়েছে।

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ সংযুক্তি ৮ এ যুক্ত করা হয়েছে।

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	আগাম বন্যা												
২	মৌসুমী বন্যা												
৩	বজ্রপাত												
৪	নদী ভাঙ্গন												
৫	কালবৈশাখী ঝড়												
৬	আর্সেনিক দূষণ												

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আপদগুলো এই জেলায় বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়ঃ

- ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা সুনামগঞ্জ জেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ সুনামগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ হঠাৎ করে পাহাড়ে মাত্রারিক্ত বৃষ্টি হলে এ অঞ্চলে আগাম বন্যা দেখা দেয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সাধারণতঃ আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল তাহিরপুরের কিংশী নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে (কিংশী ও রক্তি নদী), ডলুরার চলতি নদী এবং ছাতকের যাদুকাটা নদী দিয়ে পিয়াইন নদী হয়ে সুরমা নদীতে প্রবেশ করে মূলতঃ সুনামগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে অত্র জেলার বিভিন্ন হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। আগাম বন্যা হাওরপাড়ের মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দেয়। জেলাবাসীর সারা বছরের জীবিকার মূল উৎস বোরো ফসলসহ সবকিছু তলিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে সাথে এলাকার বেড়িবাধ, রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এই সময়ে গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় । আগাম বন্যার প্রভাব সমাজের প্রতি স্তরে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে নিম্মআয়ের মানুষের কাজের ক্ষেত্র কমে আসে এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়।

- সুনামগঞ্জ জেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি জেলা। মেঘালয়ের পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ জেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানির অভাবের কারণে মানুষ বিভিন্ পাবন বাহিত রোগে আক্রান্ত হেতে থাকে। বিশেষ করে এইসময়ে গর্ভবতী মা, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্দীদের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ।

- সুনামগঞ্জ জেলায় বজ্রপাতের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। এ জেলা মেঘালয়ের সন্নিকটে ও হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় বজ্রপাতে এখানে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। এখানে সাধারণতঃ বৈশাখ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বজ্রপাত হয়। এর ফলে মানুষের প্রাণহানী ঘটে; পশু সম্পদ, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জেলায় প্রতি বছর বজ্রপাতে প্রাণহানী ঘটে।

- পাহাড়ি ঢল, বোমা মেশিন দিয়ে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলন ও সুরমা নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য) উত্তোলনের কারণে মূলতঃ অত্র জেলায় নদী ভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। এ জেলার জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর ও দোয়ারা বাজার উপজেলায় সাধারণতঃ নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এখানে প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। এ জেলায় নদীভাঙ্গন সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে পৌষ মাস পর্যন্ত হলেও কার্তিক মাস হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত নদী ভাঙ্গন বেশী হয়ে থাকে। । এছাড়া, আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অল্প পরিমাণে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এর ফলে এলাকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বীজতলা, ফসলের জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। অব্যাহত নদীভাঙ্গানের ফলে অনেকেই ভিটেমাটি হারিয়ে, আবার কেউ কেউ ফসলী জমি হারিয়ে বর্তমানে যাযাবরের মতো জীবন যাপন করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অব্যাহত নদীভাঙ্গানের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য সরকারি কিংবা বেসরকারি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

- সুনামগঞ্জ জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। এ জেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

- সুনামগঞ্জ জেলায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ৫০ পিপিবি'র উপরে। এ-এলাকায় অগভীর নলকূপগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপগুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি আসেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হয় বর্ষার পূর্ববর্তী সময়ে যার মাত্রা হলো ২০০ পিপিবি এবং সর্বনিম্ন পরিলক্ষিত হয় বর্ষাকালে যার মাত্রা হলো ৫০ পিপিবি। আশংকা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপগুলোতেও আর্সেনিক, আয়রনমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ কর্তৃক জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, জেলার ৩৪০৩৪ টি নলকূপের মধ্যে ৪৫৯৬ টি নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার শতকরা হার হল ১৩.৫০। যদিও এ জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব দেখা যায়নি তথাপি বর্তমান জরীপের ফলাফল ভবিষ্যতে উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষিজীবী												
২	মৎসজীবী												
৩	দিনমজুর												
৪	ব্যবসায়ী												

অন্যদিকে, জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকা বছরের বারো মাসের মধ্যে বিভিন্ন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে জীবিকার মৌসুম থাকে এবং কোন্ কোন্ মাসে জীবিকা মন্দা থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়।

- বাংলাদেম কৃষি প্রধান দেশ। এই দেশে শতকরা ৮০ জন কৃষির উপর নির্ভশীল । সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ২৯৪১০৯ জন কৃষিজীবী লোক আছে । এই এলাকার কৃষিজীবীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হলো বোরো ফসল। সেই বোরো ফসল প্রায় প্রতি বছরই কোন কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে । এর মধ্যে আগাম বন্যা উল্লেখযোগ্য । আগাম বন্যায় জেলার প্রায় ৯০ ভাগ কৃষিখাত চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে জেলার কৃষিজীবীরা জীবিকা নির্বাহ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় যার এবং পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে বেছে নেয় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ । তারা জীবিকার তাগিদে চলে যায় সুদূর ছাতক উপজেলার ভোলাগঞ্জ এর পাথর কোয়াড়িতে । এছাড়া, বিভিন্ন শহরে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ তারা করে।

- সুনামগঞ্জ জেলায় ১১১০০০ জন মৎস্যজীবী রয়েছে । প্রবাদ আছে জাল যার জলা তার। বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললে চলে । তবে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত চলে মৎস্যজীবীদের কঠিন সংগ্রাম। এসময় প্রভাবশালীদের কারণে জলাশয়ে মাছ ধরতে পারে না । ভরা মৌসুমে মাছ ধরতে না পারায় মানবেতর জীবন যাপন করে তারা। এ সময় তাদের চিন্তা করতে হয় বিকল্প কর্মসংস্থানের।

- জেলার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে খুব কম মানুষই ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। অত্র জেলায় মোট ২০১৭৫ জন ব্যবসায়ী রয়েছে । ব্যবসায়ীদের ব্যবসার মূল মৌসুম হলো বৈশাখ মাস থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। তবে বছরের বাকি সময় ব্যবসায় মন্দাভাব থাকলেও একেবারে খারাপ বলা যাবে না।

- ‘‘শুধু বেঁচে থাকা’’ এই যদি হয় জীবন এর অপর নাম হলো দিনমজুর । যারা কাকডাকা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম ফেলে জীবন বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করে তারা সমাজের একেবারে অবহেলিত মানুষ। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা , বাসস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা আশ্বিন মাস থেকে জ্যৈষ্ট মাস পর্যন্ত কষ্টের মধ্যেই জীবন ধারন করলেও বাকীটা সময় কাজের অভাবে অনাহারে-অর্ধাহারে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে। আবার কেউ কেউ জীবিকার তাগিদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ					
		আগাম বন্যা	মৌসুমী বন্যা	বজ্রপাত	নদী ভাঙ্গন	কাল বৈশাখি ঝড়	আর্সেনিক
০১	কৃষি	✓	✓		✓	✓	
০২	মৎস্য	✓	✓				
০৩	দিনমজুর	✓	✓	✓	✓	✓	✓
০৪	ব্যবসায়ী		✓		✓	✓	

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ একটি জেলা যেখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। এই জেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা সুনামগঞ্জ জেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ সুনামগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সাধারণতঃ আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল তাহিরপুরের কিংশী নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে (কিংশী ও রক্তি নদী), ডলুরার চলতি নদী এবং ছাতকের যাদুকাটা নদী দিয়ে পিয়াইন নদী হয়ে সুরমা নদীতে প্রবেশ করে মূলতঃ সুনামগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে অত্র জেলার বিভিন্ন হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। অত্র জেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি জেলা। মেঘালয়ের পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ জেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। সুনামগঞ্জ জেলা মেঘালয়ের সন্নিকটে ও হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় বজ্রপাতে এখানে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। পাহাড়ি ঢল, বোমা মেশিন দিয়ে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলন ও সুরমা নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য) উত্তোলনের কারণে মূলতঃ অত্র জেলায় নদী ভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। এ জেলার জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর ও দোয়ারা বাজার উপজেলায় সাধারণতঃ নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এ জেলায় নদীভাঙ্গন সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে পৌষ মাস পর্যন্ত হলেও কার্তিক মাস হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত নদী ভাঙ্গন বেশী হয়ে থাকে। এছাড়া, আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অল্প পরিমাণে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এর ফলে এলাকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বীজতলা, ফসলের জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সুনামগঞ্জ জেলায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ৫০ পিপিবি'র উপরে। এ-এলাকায় অগভীর নলকূপগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপগুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি আসেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হয় বর্ষার পূর্ববর্তী সময়ে যার মাত্রা হলো ২০০ পিপিবি এবং সর্বনিম্ন পরিলক্ষিত হয় বর্ষাকালে যার মাত্রা হলো ৫০ পিপিবি। আশংকা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপগুলোতেও আর্সেনিক, আয়রনমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ কর্তৃক জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, জেলার ৩৪০৩৪ টি নলকূপের মধ্যে ৪৫৯৬ টি নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার শতকরা হার হল ১৩.৫০। যদিও এ জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব দেখা যায়নি তথাপি বর্তমান জরীপের ফলাফল ভবিষ্যতে উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ										
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎসসম্পদ	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র	বীজতলা	মানব জীবন
আগাম বন্যা	■		■	■	■		■	■		■	
মৌসুমী বন্যা	■	■	■	■	■		■	■	■		■
বজ্রপাত			■								■
নদী ভাঙ্গন	■	■	■		■		■		■	■	■
কাল বৈশাখী ঝড়	■	■	■				■	■	■		■
আর্সেনিক দূষণ								■			■

জেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি। এসব দুর্যোগের মাধ্যমে মূলতঃ বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যেমন, ফসল, গাছপালা, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, আশ্রয়কেন্দ্র, বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উপরোক্ত আপদ দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের উপজেলাভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায়** ১১৩৭৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৪৮২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১০৭ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ২৫৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪০ কিঃমিঃ রাস্তা, ১০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৫০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৯৫৩২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **শাল্লা উপজেলায়** ১৬৬২১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৫১১২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫৭০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৬৬২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৩ কিঃমিঃ রাস্তা, ২২ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১২০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৪৬৭২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **দিরাই উপজেলায়** ১১৫১৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৬৯৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৮০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৭০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৫১৭৯ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **জামালগঞ্জ উপজেলায়** ২৫৬৩৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৩৬৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫৭৭১ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৫১০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮০ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২০ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৪৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১২৩৪১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায়** ১৫১৩২ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১৪৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫২ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩২৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৬২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৬৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৮১২০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায়** ৩২৪৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১৭৯২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১৩৪৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৬৭৬ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ৯ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ৭০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৯১৬৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **দোয়ারাবাজার উপজেলায়** ৬৯৪৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৭৮৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৭৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৪৫২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৪ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৫৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১০১৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **ধর্মপাশা উপজেলায়** ২৩৬৭০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৩৫২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২৫৫২ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১১৭৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৯৩ কিঃমিঃ রাস্তা, ৪৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪০ টি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৮৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ২৩২৪০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **ছাতক উপজেলায়** ১০২১১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ৬৬৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩০৭ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৩৫৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৬০ কিঃমিঃ রাস্তা, ৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ২৬৮ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১১৩৪৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **জগন্নাথপুর উপজেলায়** ৮৮৯১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২১০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১৫২ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ২০৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২০ কিঃমিঃ রাস্তা, ৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১২২ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৬১০২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **তাহিরপুর উপজেলায়** ১১৪৮৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৭০৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১৭০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩৫৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৩২ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৭০৭৯ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায়** ৩৪৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৪২০ টি ঘরবাড়ি, ১২ কিঃমিঃ রাস্তা, ১০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি মৎস্য খামার, ১০২ টি নলকূপ, ২০০৭ টি পায়খানা, ৩৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৫৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৭৩৭১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **শাল্লা উপজেলায়** ১২০০২ টি ঘরবাড়ি, ১৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ১৩২ টি নলকূপ, ১৩৮৯ টি পায়খানা, ৫০০১ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১২০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৫১১৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **দিরাই উপজে**লায় ২০৯ হেক্টর জমির আমন ফসল, ২৯৫ টি ঘরবাড়ি, ১০ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৪ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি মৎস্য খামার, ৫৫ টি নলকূপ, ৪৮৮ টি পায়খানা, ২৭৯ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৮২ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৮৫৫৬ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **জামালগঞ্জ উপজেলায়** ২৩৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৫৬ টি ঘরবাড়ি, ২২ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৫২ টি নলকূপ, ১১২৬ টি পায়খানা, ১২০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ২৩৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১০১২০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায়** ২৭০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৮২ টি ঘরবাড়ি, ১২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৭৬ টি নলকূপ, ৫৫৭ টি পায়খানা, ১৪৪ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১০৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৫৭২৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায়** ২০৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৩৫৯ টি ঘরবাড়ি, ৬ কিঃমিঃ রাস্তা, ২০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৪০২ টি নলকূপ, ১৯৮০ টি পায়খানা, ২৮৭ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৬৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১০০৯৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **দোয়ারাবাজার উপজেলায়** ২৫০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৫৫১ টি ঘরবাড়ি, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৯৯ টি নলকূপ, ৭৫৫ টি পায়খানা, ১৭২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৯৬ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১২১২৭ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **ধর্মপাশা উপজেলায়** ৩১০৭ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৮০৭ টি ঘরবাড়ি, ৪৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ৫৯ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ২১৫ টি নলকূপ, ৯৩২ টি পায়খানা, ৮১২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ২৫৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৬০৭৬ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **ছাতক উপজেলায়** ৪৮৯ হেক্টর জমির আমন ফসল, ২১২ টি ঘরবাড়ি, ২৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ৩৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামার, ৮৩ টি নলকূপ, ৩৮৭ টি পায়খানা, ৩১৪ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৮৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৯৯৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **জগন্নাথপুর উপজেলায়** ২৯৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৩৩০ টি ঘরবাড়ি, ৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ১০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৪৯ টি নলকূপ, ২২৩ টি পায়খানা, ১৫০৭ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ৯৮ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১১০২১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সুনামগঞ্জ জেলার **তাহিরপুর উপজেলায়** ৬১৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৫৮৩১ টি ঘরবাড়ি, ৮২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৩৪ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ৪৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২১ টি মৎস্য খামার, ৯৫ টি নলকূপ, ৪৮৮ টি পায়খানা, ৫৫৩ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ৩৭৮ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৬০৩১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ৬ জন মানুষ এবং ৩৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ২৯৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **শাল্লা উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১৮ জন মানুষ এবং ৬৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৪০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **দিরাই উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ২৫ জন মানুষ এবং ৪৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৩৫৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **জামালগঞ্জ উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ২৪ জন মানুষ এবং ৭৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৩০২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ৭ জন মানুষ এবং ৪৮ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ২০৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১২ জন মানুষ এবং ৪৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৩৩৩ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **দোয়ারাবাজার উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১৭ জন মানুষ এবং ৫৬ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৭৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **ধর্মপাশা উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ২৩ জন মানুষ এবং ৫৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ৪০৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **ছাতক উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১৫ জন মানুষ এবং ৩৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৭১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **জগন্নাথপুর উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ৯ জন মানুষ এবং ৩৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৮২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **তাহিরপুর উপজেলায়** ভবিষ্যতে বজ্রপাতে ১৮ জন মানুষ এবং ৪৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ২০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- পাহাড়ি ঢল, বোমা মেশিন দিয়ে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলন ও সুরমা নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য) উত্তোলনের কারণে এ জেলায় ভবিষ্যতে নদীভাঙ্গনের ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে **জামালগঞ্জ উপজেলার** ১২০ টি বসতভিটা, ৩ কি.মি. রাস্তা এবং ৪৯ হেক্টর ফসলী জমি, ১৭ টি টিউবওয়েল, ১৬ টি পায়খানা এবং ১০৪ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে ৯০৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার** সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রামে অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ২০০ টি বসতভিটা, ২ কি.মি. রাস্তা এবং ১৪০ হেক্টর ফসলী জমি, ২৫ টি টিউবওয়েল, ১৪৫ টি পায়খানা এবং ১৪৭ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ৮৭১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে পাহাড়ি ঢলের ফলে **দোয়ারাবাজার উপজেলায়** অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ১৫৬ টি বসতভিটা, ৫ কি.মি. রাস্তা এবং ৪২ হেক্টর ফসলী জমি, ৪৫ টি টিউবওয়েল, ১২২ টি পায়খানা এবং ১০৭ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ১০৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি বিদ্যুতের খুটি, ৩৯ টি গাছপালা, ও ১৮২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৬১৬৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **শাল্লা উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫১০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি বিদ্যুতের খুটি, ১৮৪ টি গাছপালা, ও ১৪০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৪৩৫২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **দিরাই উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি, ১২২ টি গাছপালা, ও ১৩৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৮৬০১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **জামালগঞ্জ উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫৬ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৬ টি বিদ্যুতের খুটি, ১০২ টি গাছপালা, ও ২৯৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭৩০৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৪৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি বিদ্যুতের খুটি, ৯২ টি গাছপালা, ও ২২২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৬৩৬২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৫৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি, ২০৭ টি গাছপালা, ও ২৭৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭১১৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **দোয়ারাবাজার উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০৮ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি বিদ্যুতের খুটি, ২১৭ টি গাছপালা, ও ৩১৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৯৮৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **ধর্মপাশা উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭৫০৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪৭ টি বিদ্যুতের খুটি, ১৫৪ টি গাছপালা, ও ১৬৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১০৫৭৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **ছাতক উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১০৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি বিদ্যুতের খুটি, ১৭০ টি গাছপালা, ও ২৩৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৮৬০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **জগন্নাথপুর উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি, ৮৮ টি গাছপালা, ও ১৭৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭০২৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুনামগঞ্জ জেলার **তাহিরপুর উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৫৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৪৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি, ৪১৬ টি গাছপালা, ও ২২২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭৯৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় আর্সেনিক দূষণ আরো বাড়তে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সুনামগঞ্জ জেলার মানুষ আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক কৃষিখাতের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১৩৭৯

খাতসমূহ	বর্ননা
	হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ২৪৮২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৩৪৫ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **শাল্লা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৬৬২১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৫১১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **দিরাই উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১৫১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৬৯৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২০৯ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **জামালগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৫৬৩৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৬৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২৩৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং নদীভাঙ্গনে প্রায় ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৫১৩২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ১৪৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২৭০ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৩২৪৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ১৭৯২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২০৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং নদীভাঙ্গনে প্রায় ১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **দোয়ারাবাজার উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭৯৪৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৭৮৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২৫০ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং নদীভাঙ্গনে প্রায় ৪২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **ধর্মপাশা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৩৬৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৫২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৩১০৭ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে

খাতসমূহ	বর্ননা
	পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **ছাতক উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় ১০২১১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৬৬৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৪৮৯ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **জগন্নাথপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮৮৯১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ২১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২৯৬ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **তাহিরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১৪৮৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ২৭০৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৬১৬ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৫৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
মৎস্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র জেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। সুনামগঞ্জ জেলায় মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এর ফলে মাছের বৃদ্ধিও কম হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক মৎস্যসম্পদের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৫ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ১৭ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **শাল্লা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ৩ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **দিরাই উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় ২ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ১০ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **জামালগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ২০ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে

খাতসমূহ	বর্ননা
	পারে। **<u>দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ২ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৩ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ২ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>দোয়ারাবাজার উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় ৫ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ২ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>ধর্মপাশা উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৩ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>ছাতক উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৮ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>জগন্নাথপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ২ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৩ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>তাহিরপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ২১ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক গাছপালার যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **<u>সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৩৫০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৯ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>শাল্লা উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৫০০১ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮৪ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>দিরাই উপজেলা</u>**

খাতসমূহ	বর্ননা
	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২৭৯ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১২২ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **জামালগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১২০ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ১০২ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১০৪ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৪৬ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৯২ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২৮৭ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ২০৭ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১৪৭ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **দোয়ারাবাজার উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৭২ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ১২১৭ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১০৭ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ধর্মপাশা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৮১২ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪৫ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ছাতক উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৩১৪ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **জগন্নাথপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৫০৭ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৮৮ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **তাহিরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৫৫৩ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৪১৬ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা ও মৌসুমী বন্যা আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক স্বাস্থ্যখাতের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২৭৯০২৯ জনসংখ্যার মধ্যে ১% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৩.৫% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৫% লোক টাইফয়েড, ১.২% লোক আমাশয়, ১.৭% লোক চর্মরোগ এবং ২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **শাল্লা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ১১৩৭৪৩

খাতসমূহ	বর্ননা
	জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৩% লোক টাইফয়েড, ১.৫% লোক আমাশয়, ১.৭% লোক চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **দিরাই উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২৪৩৬৯০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৮% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১.৮% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৪% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ২.১% লোক চর্মরোগ এবং ২.৮% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **জামালগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ১৬৭২৬০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.১% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৭% লোক টাইফয়েড, ১.২% লোক আমাশয়, ২.৫% লোক চর্মরোগ এবং ১.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ১৮৩৮৮১ জনসংখ্যার মধ্যে ২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৭% লোক টাইফয়েড, ১.২% লোক আমাশয়, ২.২% লোক চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ১৫৬৩৮১ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৩% লোক ডায়রিয়া, ১.৪% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৫% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক আমাশয়, ২.৭% লোক চর্মরোগ এবং ১.১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **দোয়ারাবাজার উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২২৮৪৬০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৩.১% লোক ডায়রিয়া, ২.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৭% লোক টাইফয়েড, ২.১% লোক আমাশয়, ২.৪% লোক চর্মরোগ এবং ১.৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **ধর্মপাশা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২২৩২০২ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১.২% লোক ডায়রিয়া, ২.৩% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৮% লোক টাইফয়েড, ১.৭% লোক আমাশয়, ২.৩% লোক চর্মরোগ এবং ২.৭% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **ছাতক উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ৩৯৭৬৪২ জনসংখ্যার মধ্যে ২.১% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১.৫%

খাতসমূহ	বর্ননা
	লোক ডায়রিয়া, ২.৭% শিশু নিউমোনিয়া, ২.২% লোক টাইফয়েড, ১.৯% লোক আমাশয়, ১.৭% লোক চর্মরোগ এবং ১.০২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **জগন্নাথপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২৫৯৪৯০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৭% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.১% লোক ডায়রিয়া, ২.৭% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৩% লোক টাইফয়েড, ১.৮% লোক আমাশয়, ১.৪% লোক চর্মরোগ এবং ১.০৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **তাহিরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২১৫২০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ২.১% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৩% লোক টাইফয়েড, ২.৫% লোক আমাশয়, ২% লোক চর্মরোগ এবং ১.৮% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে যা মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক জীবিকার যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৮১৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৭৫৩২ জন কৃষিজীবী, ২৫১০ জন মৎস্যজীবী, ৮০৭৫ জন দিনমজুর ও ৫৮৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪৩২২ জন কৃষিজীবী, ২৮০৪ জন দিনমজুর ও ৫৭৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শাল্লা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৬১৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৫৭৯ জন কৃষিজীবী, ১৭৮৯ জন মৎস্যজীবী, ৭০৮৮ জন দিনমজুর ও ৩৫৩ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৫১২ জন কৃষিজীবী, ৮৪০ জন দিনমজুর ও ১৭০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **দিরাই উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় ১২১৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৮০৩২ জন কৃষিজীবী, ২০৩৭ জন মৎস্যজীবী, ৪০৪৯ জন দিনমজুর ও ১০৩৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২২৮৮ জন কৃষিজীবী, ১১৮৮ জন দিনমজুর ও ১৮৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **জামালগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯০৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩০৪০ জন কৃষিজীবী, ১০৮৫ জন মৎস্যজীবী, ৬০১১ জন দিনমজুর ও ৮৮৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮৩২ জন কৃষিজীবী, ১৬০৭ জন দিনমজুর ও ৩২৯ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	<u>দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা</u> জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৬০৭৯ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩১৪৯ জন কৃষিজীবী, ১২০৬ জন মৎস্যজীবী, ৪০৩১ জন দিনমজুর ও ৪৭০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৬৩১ জন কৃষিজীবী, ৬৭৯ জন দিনমজুর ও ১৫৩ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭০৮৫ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩৮৭২ জন কৃষিজীবী, ৮৫৯ জন মৎস্যজীবী, ২০৮৫ জন দিনমজুর ও ২০৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১২০৮ জন কৃষিজীবী, ৭১০ জন দিনমজুর ও ৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>দোয়ারাবাজার উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১১২৭ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৮০২২ জন কৃষিজীবী, ১২১৯ জন মৎস্যজীবী, ৩২০১ জন দিনমজুর ও ৪৮৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৬০০ জন কৃষিজীবী, ৭৫৩ জন দিনমজুর ও ১৮৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>ধর্মপাশা উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১২৭২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৬০৮৯ জন কৃষিজীবী, ৬৮৭ জন মৎস্যজীবী, ৩৩২১ জন দিনমজুর ও ৩৭৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮৮৮ জন কৃষিজীবী, ১০৭১ জন দিনমজুর ও ২০৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>ছাতক উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭০৭৯ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১২৮১ জন কৃষিজীবী, ২৫০৮ জন মৎস্যজীবী, ৩০২৯ জন দিনমজুর ও ২১৭২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৬৮২ জন কৃষিজীবী, ৭৫৬ জন দিনমজুর ও ৫৮১ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>জগন্নাথপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮০৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩১৮৭ জন কৃষিজীবী, ১২০১ জন মৎস্যজীবী, ২৬৭৫ জন দিনমজুর ও ৩৫২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৬০২ জন কৃষিজীবী, ৬৭১ জন দিনমজুর ও ২৪৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>তাহিরপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৬০৫১ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২২৫৯ জন কৃষিজীবী, ২৩৪৫ জন মৎস্যজীবী, ৪৮৭৬ জন দিনমজুর ও ৫৫৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৮৬১ জন কৃষিজীবী, ৪৭৩ জন দিনমজুর ও ১৭০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক পানিসম্পদের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **<u>সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১০২ টি

খাতসমূহ	বর্ননা
	টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৫০২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **শাল্লা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৩২ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৪০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **দিরাই উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৫৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৮৭ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **জামালগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৫২ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১৭১ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৭৬ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৪৯০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৪০২ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৩২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **দোয়ারাবাজার উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৯৯ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৯৫৭ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **ধর্মপাশা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২১৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১২৯৯ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **ছাতক উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৮৩ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১২০২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত

খাতসমূহ	বর্ননা
	রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **জগন্নাথপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৪৯ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **তাহিরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৯৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, বেরীবাঁধ, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৪০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১০৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ২৫৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৪২০ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৩ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শাল্লা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ২২ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৩৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৭০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১৬৬২ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৮ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১২০০২ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৩০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫১০ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **দিরাই উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ২২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১৮০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ২৯৫ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৫ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **জামালগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৭ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৮০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৭৭১ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৫১০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৪২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ২২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৫৬ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫৬ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয়

খাতসমূহ	বর্ননা
	প্রতিষ্ঠান, ৬ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, নদীভাঙ্গনে ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ও ১২০ টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৬২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫২ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৩২৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৮২ টি বাড়িঘর, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪৫ টি বাড়িঘর, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৩৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩৪৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৬৭৬ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩৫৯ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৫৭ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, নদীভাঙ্গনে ২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ও ২০০ টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **দোয়ারাবাজার উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৭ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৩৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৭৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৪৫২ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৫১ টি বাড়িঘর, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২০৮ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, নদীভাঙ্গনে ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ও ১৫৬ টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ধর্মপাশা উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৯৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ২৫৫২ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১১৭৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৯ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৪৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৮০৭ টি বাড়িঘর, ২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৫৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৫০৭ টি বাড়িঘর, ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪৭ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ছাতক উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৬০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩০৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১৩৫৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩৭ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ২৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ২১২ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৩৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১০৫ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **জগন্নাথপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ২০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৫২ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ২০৫ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩৩০ টি বাড়িঘর, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

খাতসমূহ	বর্ননা
	ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৭ টি বাড়িঘর, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>তাহিরপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৪৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৭০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৩৫৩ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৮২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৮৩১ টি বাড়িঘর, ৪৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪৩ টি বাড়িঘর, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
আগাম বন্যা	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া, বেরীবাঁধ সংস্কার না করা, প্রয়োজনীয় স্লুইচ গেট না থাকা ও আগাম জাতের ধান রোপন না করা।	জেলার ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
মৌসুমী বন্যা	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া, পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকা	জেলার ভৌগলিক অবস্থান
বজ্রপাত	মেঘালয়ের সন্নিকটে হওয়ায়	হাওর এলাকা, অতি বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা	জেলার ভৌগলিক অবস্থান
নদী ভাঙ্গন	অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও ঢেউ	বোমা মেশিনের মাধ্যমে অবাধে বালি ও পাথর এবং সুরমা নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য) উত্তোলন	জেলার ভৌগলিক অবস্থান
কালবৈশাখী ঝড়	মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে, জেলার ভৌগলিক অবস্থান	অপর্যাপ্ত গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
আর্সেনিক দূষণ	জেলার ভৌগলিক অবস্থান	ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায়	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
আগাম বন্যা	• আগাম জাতের ধানের বীজ ২৮ ও ৪৫ সরবরাহ করা, • সময়মত বাঁধ মেরামত করা, • পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	• স্লুইচ গেট নির্মাণ • রাবার ড্যাম স্থাপন • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	• হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ • নদী ও খাল ড্রেজিং করা • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি
মৌসুমী বন্যা	• বাঁধ মেরামত করা • পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • আশয়কেন্দ্র সংস্কার করা • বসতভিটা উচুকরণ • জরুরী উদ্ধার, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও সহায়তার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা (কমিউনিটি বোট) প্রস্তুত	• রাবার ড্যাম স্থাপন • গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • নীচু নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা	• মাটির কেল্লা তৈরি করা • রাস্তাঘাট মেরামত করা (বন্যা লেভেলের উপরে) • নদী ও খাল ড্রেজিং করা • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি • স্থায়ী ব্লক বাঁধ নির্মাণ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	রাখা • আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার করা • ঢেউ থেকে গ্রাম, রাস্তাঘাট ও বাঁধ রক্ষার জন্য ইকর, চাইল্লা, নল খাগড়া, ডোল কলমী ইত্যাদি দিয়ে প্রটেকশন দেয়াল তৈরি করা • জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান • বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট বিতরণ • জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিরপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম • জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা • দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	• মাটির কিল্লা তৈরি করা • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন • উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি) • স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন • জরুরী তহবিল • উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা • কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি, হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি) • স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন) • গো খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য জার্মন, নেপিয়ার ইত্যাদি জাতের ঘাস চাষ করা	• সাবমারজিবল রোড • রাস্তা নির্মাণ • কালভার্ট নির্মাণ • ব্রিজ নির্মাণ • জরুরী অবস্থায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা • উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • চেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (লিফলেট, বোশিউর, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি) • সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন • আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-বেইজড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান • স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
বজ্রপাত	• স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	• বজ্রররোধক দন্ড স্থাপন	• উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • বিলবোর্ড, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা
নদী ভাঙ্গন	বোমা মেশিনের মাধ্যমে অবাধে বালি ও পাথর এবং নদীর পাড় হতে অতিরিক্ত কালো মাটি (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য)	নদী ও খাল ড্রেজিং করা	ব্লক দিয়ে নদীর পাড় বেঁধে দেয়া

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	উত্তোলন বন্ধ করা		
কালবৈশাখী ঝড়	• জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিরপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম • জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা • দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	• বৃক্ষ রোপন করা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন • উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি) • স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন • জরুরী তহবিল • উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা • কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি, হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি) • স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন)	• সামাজিক বনায়ন • হিজল করচের বন তৈরি
আর্সেনিক দূষণ	• টিউবয়েলের পানি আর্সেনিক পরীক্ষা করা, • আর্সেনিকযুক্ত টিউবয়েল লাল কালিতে চিহ্নিত করা • আর্সেনিকযুক্ত টিউবয়েলের পানি ব্যবহার না করা,	• বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা • নদী, খাল ও পুকুরের পানি নিরাপদ করে ব্যবহার করা	• উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • বিলবোর্ড, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১.	কেয়ার বাংলাদেশ	সৌহার্দ্য (দুর্যোগ কম্পোনেন্ট)	৩০,০০০ জন,	২০১০ জুন – ২০১৫
২.	ইরা	L.S.P (Livebood) CBSM THP (HST_ ERA) Lavelihad Shac (unnoti) কৃষি বিষয়ক Vegotable (OWN)	১২৯০ ২২৫০	নভেম্বর/০৭ – জুন /২০১৫ জুলাই/১৩- জুন/১৫
৩.	ব্র্যাক	দুর্যোগ পরিবেশন ও জলবায়ু কর্মসূচী	৫০৭৪১৩	জুন/১৪- ডিসে/১৮
৪.	ডাসকো	Sustinable sotution for	২,৮৬,০০০	মার্চ/ ১৩ইং- ডিসে/১৫ই

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
		the delivary of sof drinking water (SDSD) praject হাইজিন / জেন্ডার/ দুর্যোগ		
৫.	ইসলামিক রিলিফ	দুর্যোগ কর্মসূচি	৭২০ জন	জানু/ ১৩ইং – জানু/ ১৬ ইং
৬.	সুজন	হাওর রক্ষা বাধঁ সচেতনতায় সভা সেমিনার করা		২০০৪ ইং হতে চলমান
৭.	উপমা	জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন জন্য	৬০০ জন	নভে/২০০৭ হতে চলমান
৮.	জেসিস	জীবিকায়ণ ও খাদ্য নিরাপত্তা	৬০০ জন	জানু ০৭ হতে – জুন / ১৫ ইং
৯.	Voluntary Association for Rural Development (VARD)	Community Managed Disaster Risk Reduction (CMDRR) Phase-II Project লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ	১১৬০২৪ জন	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুলাই, ২০১৫ পর্যন্ত
		Economic & Social Empowerment of Extreme Poor (ESEP)	৭৫০০ টি অতিদরিদ্র পরিবার	নভেম্বর ২০১১ হতে চলমান
		Promoting Sustainable Agriculture Practices to Strengthen Food Security of the poor and Marginalized Through Accessing Rights (PSAP-SFS-PMTAR) Project (LRP-43) জীবিকায়ন ও খাদ্য অধিকার, ভূমি অধিকার, সুশাসন, নারী ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ, শিক্ষা	৫০০০ জন	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
১.	বসতভিটা উচুকরণ	৩৮২০ টি	৩০,৫৬০,০০০		ফেব্রুয়ারি ও মার্চ	-	-	-	১০০%	প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো অত্র এলাকার জনগণকে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে যা তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো
২.	বেরীবাধ সংস্কার	৩০২.৪ কি.মি.	১৫১,২০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১০ কি.মি., শাল্লা-২২ কি.মি., দিরাই-৩৫ কি.মি., জামালগঞ্জ-৪১.৪ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১৫ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-৯ কি.মি., দোয়ারাবাজার-২৭ কি.মি., ধর্মপাশা-৭০ কি.মি., ছাতক-৩৫ কি.মি., জগন্নাথপুর-৮ কি.মি. ও তাহিরপুর-৩০ কি.মি.	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০%	২০%	-	৬০%	
৩.	পরিকল্পিত হাটী তৈরি	১৯ টি	৩৮,০০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১ টি, শাল্লা-২ টি, দিরাই-১ টি, জামালগঞ্জ-২ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১ টি, বিশ্বম্ভরপুর-২ টি, দোয়ারাবাজার-২ টি, ধর্মপাশা-৩ টি, ছাতক-২ টি, জগন্নাথপুর- ১ টি ও তাহিরপুর-২ টি	জানুয়ারি-মার্চ	-	-	-	১০০%	
৪.	আগাম জাতের ধান বীজ (২৮ ও ৪৫) ও সার সরবরাহ (প্রতি কৃষককে ১০ কেজি করে বীজ এবং ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ২৫ কেজি, এমওপি ২৫ কেজি, জিপসাম ২৫ কেজি করে)	৫৫০০ কৃষক	১৩,৭৫০,০০০	দরিদ্র কৃষক	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	১০%	১০%	-	৮০%	
৫.	সেচ কাজের জন্য ডিজেল বিতরণ	৪৯৮০১ জন কৃষককে	২,০৫২,৮০০	দরিদ্র কৃষক	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	৪০%	৪০%	-	২০%	
৬.	ভাসমান সব্জিচাষ	১৭০০ বেড	৫,১০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১৫০ টি, শাল্লা-১৭০ টি, দিরাই-১৭৫ টি, জামালগঞ্জ-১৬০ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১৫৫ টি, বিশ্বম্ভরপুর-১৫০ টি, দোয়ারাবাজার-১৩০ টি, ধর্মপাশা-১৯০ টি, ছাতক-১৭৫ টি, জগন্নাথপুর- ৮৫ টি ও তাহিরপুর-১৬০ টি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	১০%	১০%	-	৮০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
										সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে হাওর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৭.	হাটে কৃষি পরামর্শকেন্দ্র	১৬০ টি	-	১৬০ টি হাটে	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	১০%	১০%	-	৮০ %	
৮.	জৈব সজি গ্রাম তৈরি	৫০ টি	২৫০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৭ টি, শাল্লা-৫ টি, দিরাই-৪ টি, জামালগঞ্জ-৫ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৪ টি, বিশ্বম্ভরপুর-৮ টি, দোয়ারাবাজার-৩ টি, ধর্মপাশা-৫ টি, ছাতক-৪ টি, জগন্নাথপুর- ২ টি ও তাহিরপুর-৩ টি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	১০%	১০%	-	৮০ %	
৯.	কৃষি তথ্য প্রযুক্তি বাতায়ন	১১ টি	৫৫০,০০০	১১ টি উপজেলায়	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	৫০%	-	৫০ %	
১০.	বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির উপর কিষাণ কিষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান	৪০০ ব্যাচ/ ১২,০০০ জন	৬,০০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৩৫ ব্যাচ, শাল্লা-৩০ ব্যাচ,, দিরাই-৩৫ ব্যাচ,, জামালগঞ্জ-৩০ ব্যাচ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৩৫ ব্যাচ, বিশ্বম্ভরপুর-৩৫ ব্যাচ, দোয়ারাবাজার-২৫ ব্যাচ, ধর্মপাশা-৬০ ব্যাচ, ছাতক-৪০ ব্যাচ,, জগন্নাথপুর- ২৫ ব্যাচ ও	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	৩০%	-	৭০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
				তাহিরপুর-৫০ টি						
১১.	ফলজ ও ওষধি বৃক্ষের চারা বিতরণ	২১৪০০ টি চারা	১,০৭০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-২০০০ টি, শাল্লা-১৫০০ টি, দিরাই-১৭০০ টি, জামালগঞ্জ-১৭০০ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১০০০ টি, বিশ্বম্ভরপুর-১৫০০ টি, দোয়ারাবাজার-২৫০০ টি, ধর্মপাশা-৩০০০ টি, ছাতক-২০০০ টি, জগন্নাথপুর- ১৫০০ টি ও তাহিরপুর-৩০০০ টি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	-	-	১০০ %	
১২.	ধান কাটার জন্য কম্বাইন্ড হারভেস্টার সরবরাহ করা	১১ টি	৭,১৫০,০০০	১১ টি উপজেলায় ১১ টি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	৩০%	-	৭০%	
১৩.	ধান রোপনের জন্য ট্রান্সপ্লান্টার সরবরাহ করা	১১ টি	১৩,৭৫০,০০০	১১ টি উপজেলায় ১১ টি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	৩০%	-	৭০%	
১৪	নদী পুনঃখনন	৮৬ কি.মি.	৮৬,০০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১০ কি.মি., শাল্লা-৫ কি.মি., দিরাই-৭ কি.মি., জামালগঞ্জ-৪ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৩ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-২ কি.মি., দোয়ারাবাজার-১২ কি.মি., ধর্মপাশা-১৫ কি.মি., ছাতক-৮ কি.মি., জগন্নাথপুর- ৫ কি.মি. ও তাহিরপুর-১৫ কি.মি.	নভেম্বর- ও মার্চ	২০%	৩০%	-	৫০ %	
১৫.	গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ	৬০ টি	৪৮০,০০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৫ টি, শাল্লা-৬ টি, দিরাই-৩ টি, জামালগঞ্জ-১৭ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২ টি, বিশ্বম্ভরপুর-৩ টি, দোয়ারাবাজার-৪ টি, ধর্মপাশা-৭ টি, ছাতক-৫ টি, জগন্নাথপুর- ২ টি ও তাহিরপুর-৬ টি	নভেম্বর- ও মার্চ	১৫%	৪৫%	-	৪০%	
১৬.	জরুরী উদ্ধার, অপসারণ, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও সহায়তার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা প্রস্তুত রাখা	৬৩ টি	৪৪,১০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৫ টি, শাল্লা-৪ টি, দিরাই-৬ টি, জামালগঞ্জ-৩ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১ টি, বিশ্বম্ভরপুর-৩ টি, দোয়ারাবাজার-১০ টি, ধর্মপাশা-১৫ টি, ছাতক-৬ টি, জগন্নাথপুর- ২ টি ও তাহিরপুর-৮ টি	নভেম্বর- ও মার্চ	১০%	১০%	-	৮০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
১৭.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	১১ টি	-	প্রতি উপজেলায় ১ টি করে	এপ্রিল-নভেম্বর	২০%	৫০%	-	৩০ %	
১৮.	আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার করা	৯১ টি	১৮,২০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৭ টি, শাল্লা-৫ টি, দিরাই-১০ টি, জামালগঞ্জ-৮ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৮ টি, বিশ্বম্ভরপুর-৩ টি, দোয়ারাবাজার-৯ টি, ধর্মপাশা-১২ টি, ছাতক-১৫ টি, জগন্নাথপুর- ৬ টি ও তাহিরপুর-৮ টি	নভেম্বর- ও মার্চ	১০%	১০%	-	৮০ %	
১৯.	খাল পুনঃ খনন	৮৮.২ কি.মি	৪৪,১০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৫ কি.মি., শাল্লা-১০ কি.মি., দিরাই-৮ কি.মি., জামালগঞ্জ-২.৫ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৬.২ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-১১.৩ কি.মি., দোয়ারাবাজার-৬.২ কি.মি., ধর্মপাশা-১৪ কি.মি., ছাতক-১২ কি.মি., জগন্নাথপুর- ৫ কি.মি. ও তাহিরপুর-৮.২ কি.মি.	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	১০%	২০%	-	৭০%	
২০.	মাটির কিল্লা তৈরি	৪৫ টি	৬৭,৫০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৩ টি, শাল্লা-৪ টি, দিরাই-২ টি, জামালগঞ্জ-১৩ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২ টি, বিশ্বম্ভরপুর-৩ টি, দোয়ারাবাজার-৩ টি, ধর্মপাশা-৫ টি, ছাতক-৪ টি, জগন্নাথপুর- ১ টি ও তাহিরপুর-৫ টি	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	১০%	২০%	-	৭০%	
২১.	গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	২৮৮৭ টি	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
২২.	উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি)	৮৬৬১ টি	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
২৩.	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন	২৮৮৭ টি	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
২৪.	ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি (প্রতিটিতে ৫০,০০০	১১ টি	২৭,৫০০,০০০	প্রতি উপজেলায় ১ টি করে	নভেম্বর- ও মার্চ	-	-	-	১০০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
	করে চারা দিয়ে)									
২৫.	আশ্রয় কেন্দ্রের সংযোগ রাস্তা তৈরি	১১৭ টি	৮,৫৫০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১৭ টি, শাল্লা-১৫ টি, দিরাই-১৪ টি, জামালগঞ্জ-৮ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৬ টি, বিশ্বম্ভরপুর-১৫ টি, দোয়ারাবাজার-৪ টি, ধর্মপাশা-১৮ টি, ছাতক-৭ টি, জগন্নাথপুর- ৫ টি ও তাহিরপুর-৮ টি	নভেম্বর- ও মার্চ	৩০%	-	-	৭০%	
২৬.	কাচা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	৩১৫.৯৫ কি.মি	১৫৮,৯৭৫,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১৫ কি.মি., শাল্লা-২২ কি.মি., দিরাই-১৮ কি.মি., জামালগঞ্জ-৭.৯৫ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২০ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-১৮ কি.মি., দোয়ারাবাজার-৩৫ কি.মি., ধর্মপাশা-৪২ কি.মি., ছাতক-১৮ কি.মি., জগন্নাথপুর-২২ কি.মি. ও তাহিরপুর-৩২ কি.মি.	অক্টোবর-মার্চ	২০%	২০%	-	৬০ %	
২৭.	হাওরে ধানের উঁচু খলা তৈরি (আগাম বন্যায় হাওরে ধান কেটে রাখা, মারাই ও শুকানোর জন্য জন্য)	১৫০ টি	৭৫,০০০,০০০	প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ১০ টি করে	অক্টোবর-মার্চ	১০%	১০%	-	৮০ %	
২৮.	সাবমারজিবল রাস্তা নির্মাণ	৯৪ কি.মি	৯৪,০০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৫ কি.মি., শাল্লা-১০ কি.মি., দিরাই-৩ কি.মি., জামালগঞ্জ-৫ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৪ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-১০ কি.মি., দোয়ারাবাজার-১৫ কি.মি., ধর্মপাশা-২২ কি.মি., ছাতক-৬ কি.মি., জগন্নাথপুর- ২ কি.মি. ও তাহিরপুর-১২ কি.মি.	অক্টোবর-মার্চ	২০%	২০%	-	৬০ %	
২৯.	স্কুলের মাঠ উঁচু করা	৬৪ টি	১২,৮০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৩ টি, শাল্লা-৪ টি, দিরাই-৫ টি, জামালগঞ্জ-৮ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৫ টি, বিশ্বম্ভরপুর-৬ টি, দোয়ারাবাজার-৮ টি, ধর্মপাশা-১০ টি, ছাতক-৬ টি, জগন্নাথপুর- ৪ টি ও তাহিরপুর-৫ টি	জানুয়ারি-মার্চ	-	-	-	১০০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
৩০.	গোপাট তৈরি (হাওর থেকে ধান আনা নেয়ার রাস্তা)	৯৮ কিমি	১৯,৬০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-৫ কি.মি., শাল্লা-১২ কি.মি., দিরাই-১০ কি.মি., জামালগঞ্জ-৭ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৮ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-৬ কি.মি., দোয়ারাবাজার-৫ কি.মি., ধর্মপাশা-১৫ কি.মি., ছাতক-১৪ কি.মি., জগন্নাথপুর- ৭ কি.মি. ও তাহিরপুর-৯ কি.মি.	নভেম্বর--মার্চ	১০%	৩০%	-	৬০ %	
৩১.	কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে বন্ধুচুলা/ আলগা চুলা ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা	৮৭ টি ইউনিয়নে	-	৮৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	
৩২.	সেচের জন্য এলএলপি পাওয়ার পাম্প স্থাপন	২৬১ টি	৫২,২০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১৫ টি, শাল্লা-২০ টি, দিরাই-২৫ টি, জামালগঞ্জ-২৩ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১৮ টি, বিশ্বম্ভরপুর-২৪ টি, দোয়ারাবাজার-২৬ টি, ধর্মপাশা-৩৫ টি, ছাতক-৩০ টি, জগন্নাথপুর-১৮ টি ও তাহিরপুর-২৭ টি	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	৪০%	-	৪০%	
৩৩.	রাবার ড্যাম স্থাপন	১ টি	৫০,০০০,০০০	তাহিরপুর উপজেলায়	জানুয়ারি-মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	
৩৪.	সেচের জন্য পাকা ড্রেন নির্মাণ	১৭.২ কি.মি.	১,৭২০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-২ কি.মি., শাল্লা-১ কি.মি., দিরাই-১ কি.মি., জামালগঞ্জ-২ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-৩ কি.মি., দোয়ারাবাজার-১ কি.মি., ধর্মপাশা-২ কি.মি., ছাতক-১.৫ কি.মি., জগন্নাথপুর- ০.৫ কি.মি. ও তাহিরপুর-২.২ কি.মি.	জানুয়ারি-মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	
৩৫.	ক্ষুদ্র জলাধার নির্মাণ	১৪৫ টি	২৯,০০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১৭ টি, শাল্লা-১৫ টি, দিরাই-১৬ টি, জামালগঞ্জ-১৪ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১২ টি, বিশ্বম্ভরপুর-১৮ টি, দোয়ারাবাজার-৯ টি, ধর্মপাশা-৮ টি, ছাতক-১৫ টি, জগন্নাথপুর- ৭ টি ও তাহিরপুর-১৪ টি	জানুয়ারি-মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
৩৬.	ধাত্রী প্রশিক্ষণ	১১ ব্যাচ/ ২০ জন	১,৫৪০,০০০	১১ টি ব্যাচ ১১ উপজেলায়	অক্টো-সেপ্টে	-	৫০%	-	৫০ %	
৩৭.	স্কুল পর্যায়ে মহড়ার আয়োজন করা	১০২ টি	২,০৪০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১০ টি, শাল্লা-১০ টি, দিরাই-৬ টি, জামালগঞ্জ-১৮ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৪ টি, বিশ্বম্ভরপুর-৮ টি, দোয়ারাবাজার-৯ টি, ধর্মপাশা-১৪ টি, ছাতক-১০ টি, জগন্নাথপুর- ৫ টি ও তাহিরপুর-৮ টি	নভেম্বর-ডিসেম্বর	-	-	-	১০০ %	
৩৮.	বন্যা লেভেলের উপরে খেলার মাঠ স্থাপন	২৭ টি	৫৪,০০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-২ টি, শাল্লা-৪ টি, দিরাই-২ টি, জামালগঞ্জ-২ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১ টি, বিশ্বম্ভরপুর-২ টি, দোয়ারাবাজার-৩ টি, ধর্মপাশা-৫ টি, ছাতক-২ টি, জগন্নাথপুর- ১ টি ও তাহিরপুর-৩ টি	জানুয়ারি-মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	
৩৯.	পুকুরের মাছ বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য পুকুর পার উচু ও নেট দিয়ে ঘেরাও দেয়া	৫৫০ টি	৩,৩২০,০০০	১১ উপজেলায়	মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	
৪০.	খাচায় মাছ চাষ	১১ টি	২২০,০০০	১১ উপজেলায়	জানুয়ারি-মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	
৪১.	নলকূপ স্থাপন	২৫৮১ টি	১২৯,০৫০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-২০০ টি, শাল্লা-২৫০ টি, দিরাই-২৬৭ টি, জামালগঞ্জ-৩১০ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২৫৫ টি, বিশ্বম্ভরপুর-২৪৭ টি, দোয়ারাবাজার-২৪৫ টি, ধর্মপাশা-২৮০ টি, ছাতক-১৭৫ টি, জগন্নাথপুর- ১৭০ টি ও তাহিরপুর-১৮২ টি	অক্টোবর-মার্চ	-	১০%	-	৯০ %	
৪২.	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন	১০৭৮৯ টি	২১,৫৭৮,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১০১০ টি, শাল্লা-১২২০ টি, দিরাই-১৭৫ টি, জামালগঞ্জ-৯৮০ টি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-৭৮৮ টি, বিশ্বম্ভরপুর-১০৮২ টি, দোয়ারাবাজার-১০৯২ টি, ধর্মপাশা-১৫৫০ টি, ছাতক-৬৮০ টি, জগন্নাথপুর- ৭৭২ টি ও	অক্টোবর-মার্চ	-	১০%	-	৯০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
				তাহিরপুর-৫৪০ টি						

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন %	উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
১	**আপদকালীন পরিকল্পনা**									প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
১.১	**ব্যক্তিগত প্রস্তুতি**									
১.১.১	জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	-	১০০%	-	
১.১.২	ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	-	১০০%	-	
১.১.৩	গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	-	১০০%	-	
১.১.৪	শুকনা খাবার মজুদ রাখা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	-	১০০%	-	
১.১.৫	আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	-	১০০%	-	
১.১.৬	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	-	১০০%	-	
২	**সামাজিক প্রস্তুতি**									
২.১	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	২৮৮৭ টি	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	২০%	২০%	৩০%	৩০%	
২.১.১	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	প্রয়োজন অনুসারে	-	-	জুন-নভে	৩০%	১০%	২০%	৪০%	
২.১.২	জরুরী তহবিল গঠন	২৮৮৭ টি	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	সারা বছর	-	-	১০০%	-	
২.১.৩	উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা	৮৭ টি	৮৭০,০০০	৮৭ টি ইউনিয়নে	মে-জুন	-	-	-	১০০%	
২.১.৪	কন্টিনজেন্সী স্টক	৮৭ টি	৪,৩৫০,০০০	৮৭ টি ইউনিয়নে	মার্চ-এপ্রিল	৩০%	১০%	২০%	৪০%	
২.১.৫	স্টোর হাউজ	৮৭ টি	১,৭৪০,০০০	৮৭ টি ইউনিয়নে	মার্চ-এপ্রিল	৩০%	১০%	২০%	৪০%	
২.১.৬	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	৮৭ টি	৮৭০,০০০	৮৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০%	
২.১.৭	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১৮৭ টি ইউনিয়নে	প্রয়োজন অনুসারে	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৮	দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া (গর্ভবতী	২৮৮৭ টি	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	৩০%	৩০%	১০%	৩০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন %	উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
	মহিলা, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশু)									
২.১.৯	প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতিসহ মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখা	৮৭ টি		৮৭ টি ইউনিয়নে	জুন- নভে	৩০%	৩০%	১০%	৩০%	
২.১.১০	জরুরী ঔষধপত্র মজুদ রাখা (আশ্রয়কেন্দ্র ও মেডিকেল টিমের জন্য)	৮৭ টি	১,৭৪০,০০০	৮৭ টি মেডিক্যাল টিমের জন্য	জুন- নভে	৩০%	৬০%	-	১০%	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী করণীয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন %	উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
১.	আগাম জাতের ধান বীজ (২৮ ও ৪৫) ও সার সরবরাহ (প্রতি কৃষককে ১০ কেজি করে বীজ এবং ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ২৫ কেজি, এমওপি ২৫ কেজি, জিপসাম ২৫ কেজি করে)	৫৫০০ কৃষক	১৩,৭৫০,০০০	দরিদ্র কৃষক	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	১০%	১০%	-	৮০%	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে হাওর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান
২.	রাস্তাঘাট মেরামত	৩১৫.৯৫ কি.মি	১৫৮,৯৭৫,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১৫ কি.মি., শাল্লা-২২ কি.মি., দিরাই-১৮ কি.মি., জামালগঞ্জ-৭.৯৫ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২০ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-১৮ কি.মি., দোয়ারাবাজার-৩৫ কি.মি., ধর্মপাশা-৪২ কি.মি., ছাতক-১৮ কি.মি., জগন্নাথপুর- ২২ কি.মি. ও তাহিরপুর-৩২ কি.মি.	অক্টোবর-মার্চ	২০%	২০%	-	৬০%	
৩.	ঘরবাড়ী মেরামত করা	৪৩৫০ টি	৬৫,২৫০,০০০	ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী	জানু-মার্চ	১০%	২০%	-	৭০%	
৪.	জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান	১৫০০০ পরিবার	৭,৫০০,০০০	দুর্গত এলাকা	জানু-মার্চ	১০%	৪০%	-	৫০%	
৫.	পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট, ফিটকিরি ইত্যাদি বিতরণ	১৫০০০ পরিবার	৪,৭০০,০০০	দুর্গত এলাকা	জুন-নভে	-	-	-	১০০%	
৬.	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত	৩০২.৪ কি.মি.	১৫১,২০০,০০০	সুনামগঞ্জ সদর-১০ কি.মি., শাল্লা-২২ কি.মি., দিরাই-৩৫ কি.মি., জামালগঞ্জ-৪১.৪ কি.মি., দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-১৫ কি.মি., বিশ্বম্ভরপুর-৯ কি.মি., দোয়ারাবাজার-২৭ কি.মি., ধর্মপাশা-৭০ কি.মি., ছাতক-৩৫ কি.মি., জগন্নাথপুর- ৮ কি.মি. ও তাহিরপুর-৩০ কি.মি.	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০%	২০%	-	৬০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন %	উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
৭.	বসতভিটায় গাছ লাগানো (প্রতি পরিবারকে ১০ টি করে চারা প্রদান)	১০,০০০ পরিবার	৫,০০০,০০০	১১ টি উপজেলায়	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	-	-	১০০%	রাখবে।
৮.	গো খাদ্যের ব্যবস্থা করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১১ টি উপজেলায়	জুন-নভে	৩০%	৩০%	২০%	২০%	
৯.	গবাদি পশু পাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান		-	১১ টি উপজেলায়	জুন-নভে	১০%	৫০%	১০%	৩০%	
১০.	জরুরী অবস্থায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা	১৫০০০ পরিবার	৩৭,৫০০,০০০	১১ টি উপজেলায়	জুন-নভে	১০%	১০%	-	৮০%	
১১.	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন	১০৭৮৯ টি	২১,৫৭৮,০০০	১১ টি উপজেলায়	অক্টোবর-মার্চ	-	১০%	-	৯০%	
১২.	নলকূপ সংস্কার ও প্লাটফর্ম বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন	১০০০ টি	১৫,০০০,০০০	১১ টি উপজেলায়	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	-	-	১০০%	
১৩.	দুর্যোগের পরে রোগ জীবাণু বিস্তাররোধে ব্লিচিং পাউডার, সেভলন, ফিনাইল ইত্যাদি বিতরণ	১৫০০০ পরিবার	৩,০০০,০০০	১১ উপজেলায়	জুন-নভে	-	-	-	১০০%	
১৪.	দুর্যোগের পরে পুকুরে জীবাণুনাশক (চুন) প্রয়োগ করা	৮৫০ টি	৪৩০,০০০	১১ উপজেলায়	জুন-নভে	-	-	-	১০০%	
১৫.	আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-বেইজড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান (বাড়ির আঙ্গিনায় সব্জি চাষ ও হাঁস পালন)	৫৫০ জন	২,০০০,০০০	১১ টি উপজেলায়	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০%	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন %	উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
০১	উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	৩৪৬৪৪ টি	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০%	
০২	স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	৩৫৯৬৪ টি	-	২৯৯৭ টি স্কুলে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০%	
০৩	গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	৩৪৬৪৪ টি	-	২৮৮৭ টি গ্রামে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	৫০%	৫০%	
০৪	ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	২২৪৪ টি	১,১২২,০০০	১৮৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	৪০%	-	৬০%	
০৫	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	১৩২ টি	১৩২০০০	১১ টি উপজেলায়	অক্টো-সেপ্টে	-	৪০%	-	৬০%	
০৬	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (লিফলেট, বোশিউর, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি)	১৫০০০ টি	৭৫০,০০০	১১ টি উপজেলার জন্য	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০%	
০৭	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন	৮৭ টি	৪,৩৫০,০০০	৮৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০%	
০৮	স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান (উপজেলা পর্যায়ে)	১১ ব্যাচ	২২০,০০০	১১ টি উপজেলায়	অক্টো-ফেব্রু	২০%	২০%	২০%	৪০%	
০৯	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১১ ব্যাচ	৩৩০,০০০	১১ টি উপজেলায়	অক্টো-ফেব্রু	-	২০%	-	৮০%	
১০	জেলা পর্যায়ে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১ ব্যাচ	৪০,০০০	জেলায় পর্যায়ে	অক্টো-ফেব্রু	৪০%	-	-	৬০%	
১১	কৃষকদের সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৫০ ব্যাচ/ ৪৫০০ জন	২,২৫০,০০০	১৫০ টি কৃষি ব্লকে	অক্টো-ফেব্রু	-	৩০%	-	৭০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন %	উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	এন.জি.ও %	
১২	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পথনাটক, জারীগান আয়োজন করা	১১ টি	১৬৫,০০০	১১ টি উপজেলায়	অক্টো-ফেব্রু	-	-	-	১০০%	

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	দেবজিৎ সিনহা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ	০১৭১২৯৯২০৮৬
০২	মনিরুল হাসান	সহকারি কমিশনার (সাধারণ শাখা)	০১৯১৩৩৭৯৪১৮
০৩	রাজিব আহমেদ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তা, সুনামগঞ্জ	০১৭১৬৪৮৮০৫৮
০৪	মোঃ শহী আলী	বেতার যন্ত্রচালক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সুনামগঞ্জ	০১৭২৮২৩৮৫৫৬
০৫	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	অফিস সহকারি, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	০১৭৫৯৯৩৯৫১২

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হবে। যেখানে পালাক্রমে একসাথে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রি ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- জেলা শহরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্টার থাকবে। উক্ত রেজিস্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করা হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট ইত্যাদি কন্ট্রোল রুমের মজুদ রাখা হবে।

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	১১ টি	১২ মাস	ইউএনও	DDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষণ প্রদান, সরঞ্জাম সরবরাহ, ব্যাক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২.	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	১১ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন, মেগাফোন, মসজিদের মাইক, বাঁশি, সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩.	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	৮৭ টি	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নম্বর সংরক্ষণ করা	ঐ
৪.	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ঐ	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ যাত্রিক নৌকা ব্যবহার করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য / মৃত ব্যবস্থাপনা	১১ টি	ঐ	ঐ	ঐ	নিকটের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	১১০০০ পরিবার	৬ মাস (জুন-নভেম্বর)	UzDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা / টীকা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	৩৪৯ টি	ঐ	ঐ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
৯.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	১১ টি উপজেলায়	উপস্থিত সময়	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে	UzDMC ও UDMC

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
						তাদের সাথে যোগাযোগ করা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	১১ টি	৩ মাস (জানু-মার্চ)	ঐ	ঐ	অধিক দুর্যোগপ্রবন এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জেলা প্রশাসন	কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরুপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুর্যোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এসওএস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে “ডি” ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহাতাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমাণ বা কোন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী, পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ/সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবারকল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদিপশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণীঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।

- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিরা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানসমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে।
- নিম্নে টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কেল্লা / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	বেহেলী মাটির কিল্লা জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	বেহেলী	১০০ জন	
ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র				সুনামগঞ্জে কোন ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নেই।
স্কুল কাম সেল্টার	**জামালগঞ্জ উপজেলা**			
	বেহেলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	দূর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	হরিনাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	হাওরিয়া আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	আসানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	হরিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	নয়াহালট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জামালগঞ্জ সদর	২০০ জন	
	লম্ববাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জামালগঞ্জ সদর	২০০ জন	
	গজারিয়া চানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জামালগঞ্জ সদর	২০০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	সাচনা আর্দশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জামালগঞ্জ সদর	২০০ জন	
	মাতারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	ছয়হারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	নিধিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	ফেনারবাঁক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	শুকদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	ভান্ডা মাকরখলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	মৌলীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	শেরমস্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	মশালঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	কামিনীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	মদনাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জামালগঞ্জ সদর	২০০ জন	
	শরীফপুর আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জামালগঞ্জ সদর	২০০ জন	
	হরিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	রাঙ্গামাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	হিজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	আঃ রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২০০ জন	
	তিলকাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	তেঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	ভাটি দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	আজর আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভীমখালী	২০০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	আঃ ওয়াহিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	কামারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জামালগঞ্জ সদর	২০০ জন	
	জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জামালগঞ্জ সদর	২০০ জন	
	ভীমখালী উচ্চ বিদ্যালয়	ভীমখালী	২০০ জন	
	সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	সাচনা বাজার	২০০ জন	
	নবীনচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	বেহেলী উচ্চ বিদ্যালয়	বেহেলী	২০০ জন	
	আলাউদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	ফেনারবাঁক	২০০ জন	
	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা			
	ফুলভরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৮৫ জন	
	জিরাক তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৯৫ জন	
	অনন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	১১০ জন	
	ভাটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাদাঘাট দক্ষিণ	১২০ জন	
	পদ্মনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পলাশ	১৭০ জন	
	পিরিজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৮৮ জন	
	খঁলাচাঁনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাদাঘাট দক্ষিণ	১৪০ জন	
	ডলুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সলুকাবাদ	২৭০ জন	
	বিশ্বম্ভরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	পলাশ	১৩৫ জন	
	হাজী মজিদ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	ফতেপুর	১৬০ জন	
	ধর্মপাশা উপজেলা			
	হলিদা কান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হলিদা কান্দা	১৫০ জন	
	লংকা পাথারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লংকা পাথারিয়া	২০০ জন	
	কান্দাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কান্দাপাড়া	১৬০ জন	
	মেউহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেউহারী	২৫০ জন	
	মাটিকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাটিকাটা	২৫০ জন	
	সৈয়দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৈয়দপুর	২১০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজাপুর	২৭০ জন	
	বৌলাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বৌলাম	৪০৩ জন	
	বেরীকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেরীকান্দি	১৫৬ জন	
	রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজাপুর	১১৬ জন	
	সুনই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুনই	৩০৪ জন	
	বীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বীর	২১৬ জন	
	জয়শ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয়শ্রী	৯৬ জন	
	গোলকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোলকপুর	২৫৮ জন	
	বাখরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৩২ জন	
	চানঁপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চানঁপুর	১২০ জন	
	মধ্যনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্যনগর	১৩০ জন	
	কলুয়ামাচুয়াকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কলুয়ামাচুয়াকান্দা	৩০ জন	
	বংশীকুন্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বংশীকুন্ডা	১৪২ জন	
	হরিপুর নোওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিপুর	১৪৬ জন	
	রামদীঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামদীঘা	৯৬ জন	
	সাউদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউদপাড়া	৩৮৪ জন	
	মধ্যনগর বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্যনগর	৩১৬ জন	
	আবিদনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবিদনগর	১৪৬ জন	
	দাতিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দাতিয়াপাড়া	২৭০ জন	
	আটাইশা মাছিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আটাইশা মাছিমপুর	৪৫ জন	
	কার্তিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কার্তিকপুর	৩৪৮ জন	
	সাতুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাতুর	১৩২ জন	
	বাট্টা নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাট্টা নয়া	১৩০ জন	
	কাকিয়াম খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাকিয়াম খলাপাড়া	৮০ জন	
	খুরশী বাড়ি নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খুরশী বাড়ি নয়া	১২০ জন	
	বেরীকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেরীকান্দা	১১০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	শেখেরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শেখেরগাঁও	৯০ জন	
	জয়শ্রী নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয়শ্রী নয়া	১১০ জন	
	শাহপুর নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহপুর	১১৫ জন	
	আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীপুর	১০৫ জন	
	দৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দৌলতপুর	৮০ জন	
	বাদশাহগঞ্জ পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বাদশাহগঞ্জ	৪৭২ জন	
	শাল্লা উপজেলা			
	শাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাল্লা	৩০০ জন	
	আনন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাল্লা	৩০০ জন	
	নওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাহাড়া	২৫০ জন	
	প্রতাপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাহাড়া	২০০ জন	
	কলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আটগাঁও	২০০ জন	
	খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হবিবপুর	২৫০ জন	
	হবিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হবিবপুর	২০০ জন	
	মহদেবপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাল্লা	৩০০ জন	
	ইয়ারা বাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাহাড়া	২৫০ জন	
	রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হবিবপুর	২০০ জন	
	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাহাড়া	২৫০ জন	
	দক্ষিণহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হবিবপুর	৩০০ জন	
	তাহিরপুর উপজেলা			
	তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	তাহিরপুর সদর	৩০০ জন	
	তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	শ্রীপুর উত্তর	৭০০ জন	
	সোলেমানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তাহিরপুর সদর	১৫০ জন	
	শাহজালাল রাঃ জামেয়া আলিয়া মাদ্রাসা	শ্রীপুর উত্তর	১৫০ জন	
	উজান তাহিরপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	তাহিরপুর সদর	১৫০ জন	
	সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা			

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	রাজগোবিন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাসন নগর	১৭০ জন	
	শহর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাসন নগর	১৩০ জন	
	কা্লীবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিবাড়ি	১২০ জন	
	ষোলঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ষোলঘর	১৫০ জন	
	কে.বি. মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়পাড়া	১৬০ জন	
	হাসন নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাসননগর	১৭৫ জন	
	বড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়পাড়া	১৩৫ জন	
	মল্লিকপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মল্লিকপুর	১২০ জন	
	কালীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালীপুর	১৩০ জন	
	কাইয়ারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাইয়ারগাঁও	১৫০ জন	
	ঝরঝররিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঝরঝররিয়া	১৪০ জন	
	গুদিগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুদিগাঁও	১০০ জন	
	হাসাউরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাসাউরা	১২০ জন	
	বনগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বনগাঁও	১০২ জন	
	ইব্রাহিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইব্রাহিমপুর	১৩৫ জন	
	রঙ্গারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঙ্গারচর	১৫৫ জন	
	হরিনাপাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিনাপাটি	১৬০ জন	
	বিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিরামপুর	১৭৫ জন	
	মঈনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মঈনপুর	১১০ জন	
	কৃষ্ণনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৃষ্ণনগর	১৫০ জন	
	মঙ্গলকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মঙ্গলকাটা	১২০ জন	
	নারায়নতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়নতলা	১৩০ জন	
	ইসলামপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইসলামপুর	১৫০ জন	
	সৈয়দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৈয়দপুর	১৪০ জন	
	নাড়কিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাড়কিলা	১৩৫ জন	
	জয়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয়নগর	১৫৫ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	কলাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কলাইয়া	১৫০ জন	
	শাখাইতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাখাইতি	১৭৫ জন	
	নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়ণপুর	১৮৫ জন	
	ভৈষবের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভৈষবের	১০৫ জন	
	নিয়ামতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিয়ামতপুর	১৫০ জন	
	অচিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অচিন্তপুর	১৪৫ জন	
	নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নোয়াগাঁও	১৩৫ জন	
	ইছাঘরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইছাঘরি	১২৫ জন	
	বুড়িস্থল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বুড়িস্থল	১০০ জন	
	আলমপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলমপুর	১৫৫ জন	
	মাইজবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাইজবাড়ী	১৫৩ জন	
	শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রীপুর	১৩৫ জন	
	মোল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোল্লাপাড়া	১৭০ জন	
	হরিণাপাটী পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিণাপাটী	১৮০ জন	
	বালিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বালিকান্দি	১২০ জন	
	ভৈষারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভৈষারপাড়	১৩০ জন	
	সাহেবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেবনগর	১৫৫ জন	
	লালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	লালপুর	১৪৫ জন	
	আরএনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুরমা	১৩৫ জন	
	শেখেরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শেখেরগাঁও	১২৫ জন	
	সদরগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সদরগড়	১১৫ জন	
	অক্ষয়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অক্ষয়নগর	১২০ জন	
	তেঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেঘরিয়া	১৩৫ জন	
	হাসননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাসননগর	৯০ জন	
	সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়	হাসননগর	৮০ জন	
	সরকারী এস, সি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাসননগর	৮৫ জন	
	নারায়নতলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়	নারায়নতলা	৯৫ জন	
	সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	উকিলপাড়া	১১৫ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	এইচ, এম, পি উচ্চ বিদ্যালয়		১২০ জন	
	জয়নগর বাজার হাজী গনি বক্স উচ্চ বিদ্যালয়		৭৫ জন	
	মঙ্গলকাটা উচ্চ বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	আদর্শ শিশু নিকেতন		১৭০ জন	
	দ্বীনি সিনিয়র আলিম মডেল মাদ্রাসা		১১০ জন	
	আল হেরা জামেয়া ইসলামিযা আলিম মাদ্রাসা		১২৫ জন	
	ইকুবিয়া দাখিল মাদ্রাসা		১১৫ জন	
	দারুল হুদা দাখিল মাদ্রাসা		১৪৫ জন	
	অষ্টগ্রাম আহমদাবাদ দাখিল মাদ্রাসা		১১৫ জন	
	সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ	হাসননগর	১২৫ জন	
	সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলাকলেজ	বাঁধনপাড়া	১৩০ জন	
	দিরাই উপজেলা			
	বলনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	রফিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	কুচিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	শরীফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯০ জন	
	ভাটিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮০ জন	
	রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	রনাচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯৫ জন	
	চরনারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	শ্যামারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	দিরাই আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৭৫ জন	
	সুজানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	মাকসুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৭০ জন	
	সাকিতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১০ জন	
	নগদীপুর ছয়হাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২৫ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	সিংহনাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	জগদল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯০ জন	
	রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮০ জন	
	মাতারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	রাধানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯৫ জন	
	উজানধল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	ধল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	বাউসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৭৫ জন	
	দিরাই উচ্চ বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	দিরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়		১৭০ জন	
	রজনীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়		১০০ জন	
	রফিনগর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়		১৫৫ জন	
	ফকির মোহাম্মদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়		১৫৩ জন	
	ব্রজেন্দ্রগঞ্জ আর. সি. উচ্চ বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	রাজানগর কে.সি. পি. উচ্চ বিদ্যালয়		১৭০ জন	
	জগদল আল- ফারুক উচ্চ বিদ্যালয়		১৮০ জন	
	শ্যামারচর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা		১২০ জন	
	রায় বাংগালী শাহজালাল (রঃ) দাখিল মাদ্রাসা		১৩০ জন	
	দিরাই ডিগ্রি কলেজ		১৫৫ জন	
	বিবিয়ানা মডেল কলেজ		১৫৩ জন	
	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা			
	ছয়হাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	সিচনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	কাবিলাখাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	আক্তাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	রনসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	চিকারকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	পিঠাপশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৭০ জন	
	আলমপুর-৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯৫ জন	
	শ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	বীরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	পাথারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫৩ জন	
	তেহকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৭৫ জন	
	গাজীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	হাসারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	জীবদাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৮০ জন	
	ধনপুর সর্দারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৪৫ জন	
	মুক্তাখাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৬০ জন	
	তেরহাল নূরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	শিমুলবাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৭০ জন	
	গাগলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	আলমপুর-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	ডুংরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১০৫ জন	
	মানিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৪০ জন	
	আক্তাপাড়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা		১১১ জন	
	আমড়িয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা		১১৫ জন	
	দোয়ারাবাজার উপজেলা			
	নূরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	লিয়াকতগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	মাঠগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯০ জন	
	প্রতাপপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	গোয়ারাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	দোহালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯৫ জন	
	দোয়ারা বাজার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	দোয়ারা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়		১২০ জন	
	বাঁশতলা চৌধুরী পাড়া শহীদ স্মৃতি নিম্নমা বিদ্যালয়		৭৫ জন	
	আমবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	দারুলহেরা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা		১৭০ জন	
	ইসলামপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা		১১০ জন	
	ছাতক উপজেলা		১২৫ জন	
	গণেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	মৌলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	শাহ আরফিন নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯০ জন	
	রাজারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮০ জন	
	বাগবাড়ী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	পাইগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯৫ জন	
	মন্ডলীভোগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	নোয়ারাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	তাতিকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৭৫ জন	
	কুমনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	বাউসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৭০ জন	
	কালারুয়াখা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১০০ জন	
	বোরবাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫৫ জন	
	শিমুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫৩ জন	
	মাধবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	হাসানাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৭০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	বলভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৮০ জন	
	শাখাইতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	৪৭ নং আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	আমেরতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫৫ জন	
	নাদামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১০৫ জন	
	গোবিন্দনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	পীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৭৫ জন	
	জালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	নতুন বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২৫ জন	
	গোবিন্দগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	লাকেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১০ জন	
	ছৈলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৭০ জন	
	জাউয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১০৫ জন	
	কৈতক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	কপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫৫ জন	
	বড়কাপন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৭০ জন	
	জিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৮০ জন	
	জগঝাপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	মহদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	মঈনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫৫ জন	
	জাহিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৪৫ জন	
	১০৪ নং আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	বারগোপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২৫ জন	
	ভাতগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	জালিয়া ৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	বরাটুকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	বাদেঝিগলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯০ জন	
	চেচান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮০ জন	
	মুলাআতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়		৯৫ জন	
	ছাতক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়		১১৫ জন	
	ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী উচ্চ বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস উচ্চ বিদ্যালয়		৮৫ জন	
	হাজী কমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়		৯৫ জন	
	গোবিন্দগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়		১৬৫ জন	
	মঈনপুর উচ্চ বিদ্যালয়		১১০ জন	
	পাইগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	সমতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়		১৫৫ জন	
	পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	বুরাইয়া কামিল মাদ্রাসা		১৩৫ জন	
	ছাতক জালালিয়া আলিম মাদ্রাসা		১৬৫ জন	
	পালপুর জালালিয়া আলিম মাদ্রাসা		১১৫ জন	
	নতুনবাজার দাখিল মাদ্রাসা		৮০ জন	
	শাহসুফি মোজাম্মিল আলী দাখিল মাদ্রাসা		৯০ জন	
	গাবুরগাঁও দারুল কোরআন দাখিল মাদ্রাসা		১৫৫ জন	
	দিঘলী রাহমানিয়া মহিলা মাদ্রাসা		১৫০ জন	
	রাধানগর দাখিল মাদ্রাসা		১০৭ জন	
	বন্দরগাঁও ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা		১১৫ জন	
	ছাতক ডিগ্রি কলেজ		১৩৪ জন	
	গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ		১০২ জন	
	জাউয়া বাজার ডিগ্রি কলেজ		১১২ জন	
	জগন্নাথপুর উপজেলা			

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	জগীশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	জমাত উল্লাহ আটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	আটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৬০ জন	
	গনেশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৭৫ জন	
	রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	মীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	আটঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	জগন্নাথপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৪০ জন	
	ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১০০ জন	
	ছিককা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২০ জন	
	নয়া চিলাউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১০২ জন	
	রৌয়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৩৫ জন	
	রানীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫৫ জন	
	উত্তর দাওরাই বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৬০ জন	
	আনঙ্গ মোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৭৫ জন	
	হাড়গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১১০ জন	
	আব্দুস সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়		১২০ জন	
	পঞ্চগ্রম উচ্চ বিদ্যালয়		১৩০ জন	
	রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়		১৫০ জন	
	রসুলগঞ্জ এ,কে,এম,পি, উচ্চ বিদ্যালয়		১৪০ জন	
	ষড়পল্লী স্কুল ও কলেজ		১৩৫ জন	
	পাইলগাঁও বি, এন উচ্চ বিদ্যালয়		১৫৫ জন	
	জগন্নাথপুর সরকারী বালিকাউচ্চ বিদ্যালয়		১৫০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	আটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়		১৭৫ জন	
	মীরপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়		১৮৫ জন	
	সফাত উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়		১০৫ জন	
	ইকবড়ছই সিনিয়র মাদ্রাসা		১৫০ জন	
	সৈয়দপুর এস.এস.সিনিয়র মাদ্রাসা		১৪৫ জন	
	রানীগঞ্জ বাজার সিনিয়র মাদ্রাসা		১৩৫ জন	
	চিলাউড়া দারুসুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা		১২৫ জন	
	জগন্নাথপুর ডিগ্রি কলেজ		১১৫ জন	
জিও / এনজিও প্রতিষ্ঠান	জামালগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	জামালগঞ্জ সদর	৩০০ জন	
	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ	পলাশ	২৯০ জন	
	সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ	সুনামগঞ্জ পৌরসভা	৩০০ জন	
	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	জয়কলস	২৮০ জন	
	দিরাই উপজেলা পরিষদ	দিরাই সদর	৩১০ জন	
	শাল্লা উপজেলা পরিষদ	বাহাড়া	৩০০ জন	
	ছাতক উপজেলা পরিষদ	ছাতক	৩২০ জন	
	দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ	দোয়ারাবাজার	২২০ জন	
	জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদ	জগন্নাথপুর	২৭৫ জন	
	তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ	তাহিরপুর সদর	২৮৫ জন	
	ধর্মপাশা উপজেলা পরিষদ	ধর্মপাশা সদর	৩০০ জন	
	বেহেলী ইউনিয়ন পরিষদ, জামালগঞ্জ	বেহেলী	১৫০ জন	
	সাচনা বাজার ইউনিয়ন পরিষদ, জামালগঞ্জ	সাচনা বাজার	১৪০ জন	
	পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	পলাশ	১৫৫ জন	
	ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	ধনপুর	১৩০ জন	
	সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	সলুকাবাদ	১৬০ জন	
	বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	বাদাঘাট দক্ষিণ	১৭০ জন	
	ফতেহপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	ফতেহপুর	১৫০ জন	
	লক্ষণশ্রী ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর	লক্ষণশ্রী	১৪০ জন	
	কোরবাননগর ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর	কোরবাননগর	১৩৫ জন	
	জয়কলস ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	জয়কলস	১৫৫ জন	
	পূর্ব বীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	পূর্ব বীরগাঁও	১৩০ জন	
	শিমুলবাক ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	শিমুলবাক	১৬০ জন	
	পূর্ব পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	পূর্ব পাগলা	১৭০ জন	
	দিরাই সদর ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই	দিরাই সদর	১৫০ জন	
	চর্নারচর ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই	চর্নারচর	১৪০ জন	
	ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	ইসলামপুর	১৫০ জন	
	নোয়ারাই ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	নোয়ারাই	১৪০ জন	
	কালারুকা ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	কালারুকা	১৩৫ জন	
	উঃ খুরমা ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	উঃ খুরমা	১৫৫ জন	
	দোলারবাজার ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	দোলারবাজার	১৩০ জন	
	চরমহল্লা ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	চরমহল্লা	১৬০ জন	
	বাদগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	বাদগাঁও	১৭০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	গ্রাম/ ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	বংলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ, দেয়ারাবাজার	বংলাবাজার	১৫০ জন	
	দোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, দেয়ারাবাজার	দোহালিয়া	১৪০ জন	
	মান্নারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, দেয়ারাবাজার	মান্নারগাঁও	১৫৫ জন	
	আশারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর	আশারকান্দি	১৩০ জন	
	কলকলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর	কলকলিয়া	১৬০ জন	
	সৈয়দপুর শাখারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর	সৈয়দপুর শাখারপাড়া	১৭০ জন	
	চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর	চিলাউড়া হলদিপুর	১৫০ জন	
	বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	বাদাঘাট	১৪০ জন	
	উঃ বড়দল ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	উঃ বড়দল	১৫০ জন	
	দঃ বড়দল ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	দঃ বড়দল	১৪০ জন	
	উঃ শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	উঃ শ্রীপুর	১৩৫ জন	
	দঃ শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	দঃ শ্রীপুর	১৫৫ জন	
	উঃ সুখাইর রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	উঃ সুখাইর রাজাপুর	১৩০ জন	
	ধর্মপাশা সদর ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	ধর্মপাশা সদর	১৬০ জন	
	পাইকুরাটি ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	পাইকুরাটি	১৭০ জন	
	সেলবরষ ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	সেলবরষ	১৫০ জন	
	উঃ বংশীকুন্ডা ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	উঃ বংশীকুন্ডা	১৪০ জন	
উচুঁ রাস্তা	১৪১২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা	জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ সদর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, দিরাই, শাল্লা, ছাতক, দোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা	৮৪৭,২০০ জন	

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কিল্লা	বেহেলী মাটির কিল্লা	মোঃ সিরাজুল হক তালুকদার চেয়ারম্যান, বেহেলী ইউনিয়ন পরিষদ, জামালগঞ্জ	০১৭১১০১২৬৩২	
স্কুল কাম সেল্টার	ফুলভরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুব্রত তালুকদার	০১৭২৪২৩৭২৭৭	
	জিরাক তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অমিয় ভূষণ	০১৭২৪৬৫৩৫১৮	
	অনন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সমীরণ তালুকদার	০১৭৫৯৩৩০১৪৪	
	ভাটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাজমা বেগম	০১৭৩১৩৪০৮২৭	
	পদ্মনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধীরেন্দ্র দেবনাথ	০১৭১৪৯১৫৪১১	
	পিরিজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হীরেন্দ্র কুমার রায়	০১৭২২১৩৭২৬১	
	খঁলাচাঁনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অজিত তালুকদার	০১৭২৯১৩২৪৯১	
	ডলুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ তসজিদুল হক	০১৯১৩০৯০২৫০	
	বিশ্বম্ভরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান	০১৭২৫৩২৩৭২২	
	হাজী মজিদ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	সত্যব্রত দাস	০১৭১০৬৯৭১৮৭	
	হলিদা কান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কল্পনা রানী বিশ্বাস	০১৭৩৬৫৫৪৯১০	

	লংকা পাথারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিয়তী রানী তালুকদার	০১৭২৪৪০১৪৪৫	
	কান্দাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মানিক লাল তালুকদার	০১৭৪৫৩০১৬৮৩	
	মেউহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ উসমান গনী	০১৭২৭৩০৮২০১	
	মাটিকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তোফায়েল আহমেদ	০১৭৩৩৫৩৩৫৮০	
	সৈয়দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ নজমুল হায়দার	০১৭১৬৪৪৩১৮২	
	রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আনোয়ার হোসেন	০১৫৪৭৮৮৮৩৩	
	বৌলাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ হারুন রশিদ	০১৭১০৫৪৩৩২১	
	বেরীকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আলী নূর খাঁন	০১৭৩৬০৭৩৮৮৯	
	রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (ভাঃ প্রাঃ)	০১৭৩৪০০২১৭৪	
	সুনই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাকেশ চন্দ্র পাল	০১৭১৬৮০৯৭৮৬	
	বীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবুল কালাম চৌধুরী	০১৭১২২২১৫৯৭	
	জয়শ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আজহারুল আলম সিদ্দিকী	০১৭৩৩১২৬০৮৮	
	গোলকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ইউসুফ আলী	০১৭২৭৩০৮২০১	
	বাখরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চৌধুরী আফিয়া খানম	০১৭৩৪৭৫২৮৭৪	
	চানঁপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আঃ হালিম	০১৭১৬০২২৭২৩	
	মধ্যনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অরবিন্দু মালাকার	০১৭৫৩৬৩৫৪৭১	
	কলুয়ামাচুয়াকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুপ্রভা রানী পিকে	০১৭১৬৭৫৯২৩৭	
	বংশীকুন্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাসছুদ্দিন আহমেদ	০১৭৪৮৯১৬৮৭০	
	হরিপুর নোওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাকী রানী তালুকদার	০১৭১৬৫০৬১৩২	
	রামদীঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রমা রঞ্জন সরকার	০১৭১৭৯৩১১৭৪	
	সাউদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭১৪৫৬১৩৩৭	
	মধ্যনগর বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রমেন্দ্র চন্দ্র তালুকদার	০১৭১৮৬০২৯৩৩	
	আবিদনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অজয় কুমার তালুকদার	০১৭১৫৭৪৬৬৩৬	
	দাতিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আমিনুল ইসলাম	০১৭১৬৫২০৩০০	
	আটাইশা মাছিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুফিয়া আক্তার খাতুন	০১৭১৪৮১৮৮২৩	
	কার্তিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ নূরুল ইসলাম	০১৭৪০৮৫৬৫১০	
	সাতুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুল আহমদ	০১৭৪০৮৯৮৩৮৮	
	বাট্টা নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৃদুল কান্তি সরকার	০১৭২৩৩০৪২৩৫	
	কাকিয়াম খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ রোকেয়া খাতুন	০১৭২৭৮৩৩৯৬৬	
	খুরশী বাড়ি নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রঞ্জু খাঁন	০১৭১৪৫৮২৯১৪	
	বেরীকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুনা লায়লা	০১৭৩৯৯৬৯০৩৮	
	শেখেরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুল আউয়াল	০১৭১০০১১৩৯৮	
	জয়শ্রী নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৃষ্ণা রানী দে	০১৭১৯৪২৪৪০৬	
	শাহপুর নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পরিমল চন্দ্র সামন্ত	০১৭২৭৮২৬১৩৯	
	আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয়নাল আবেদীন	০১৭২৮২৬৮৯৩৫	
	দৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বুবুল চন্দ্র সরকার	০১৭২৯৭২৪২০৪	
	বাদশাহগঞ্জ পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ নজরুল ইসলাম	০১৭১৬৯৪০৪২৫	
	শাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রয়িাজ উদ্দিন	০১৭১০৩৬১২২৭	
	আনন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুতবা রাণী দাস	০১৭১৫৬৪৩৩৮৮	
	নওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অখিল চন্দ্র দাস	০১৭২৪৬১৫৯৬৮	

	প্রতাপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বীনা রানী রায়	০১৭৩৩৮৬৩৮৬০	
	কলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয় কুমার দাস	০১৭৪৬৩৫৪৯৩৬	
	খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অনন্ত কুমার দাস	০১৭৬৮৯৯৬৮০৩	
	হবিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রভাবর্তী সরকার	০১৭১৭২৭৮২২২	
	মহদেবপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অজয় কুমার তাং	০১৭১৯৯৫০৭৭৮	
	ইয়ারা বাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হামিদ মিয়া	০১৭১৭৮৪৭২৬২	
	রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিত্ত রঞ্জন দাস	০১৭৩৫২৮১৭১৭	
	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রমা রঞ্জন দাস	০১৭২১০৪৫১৮১	
	দক্ষিণহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাকী রানী দাস	০১৮২৫৬০৯৮০৫	
	তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুল জলিল তালুকদার	০১৭১১০১৩৩৭৯	
	তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মোশারফ হোসেন	০১৭৫৩৩৫২৯৬৭	
	সোলেমানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাবিবুর রহমান	০১৭৪৭৯১৬৯৪৭	
	শাহজালাল রাঃ জামেয়া আলিয়া মাদ্রাসা	এডঃ নুরুজ্জামান শাহ	০১৭১২৭৫১৬২৩	
	উজান তাহিরপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	০১৭১৬৩৯৪১২১	
	রাজগোবিন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শহর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কা্লীবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ষোলঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কে.বি. মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	হাসন নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মল্লিকপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কালীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কাইয়ারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ঝরঝররিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	গুদিগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	হাসাউরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বনগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ইব্রাহিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রঙ্গারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	হরিনাপাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মঈনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কৃষ্ণনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মঙ্গলকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নারায়নতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ইসলামপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	সৈয়দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নাড়কিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জয়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কলাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শাখাইতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ভৈষবের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			

	নিয়ামতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	অচিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ইছাঘরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বুড়িস্থল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আলমপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মাইজবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মোল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	হরিণাপাটী পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বালিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ভৈষারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	সাহেবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	লালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আরএনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শেখেরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	সদরগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	অক্ষয়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	তেঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	হাসননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়	অনন্ত কুমার সিংহ	০১৭১৭০২২৭৩০	
	সরকারী এস, সি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুর রহিম	০১৭২৫৫৮৪৮৩৮	
	নারায়নতলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়	ফাদার দিপক	০১৭১৫৩৩৪৪০১	
	সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	নাসিমা রহমান	০১৭১১১৮১৭৩৩	
	এইচ, এম, পি উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ ইনছান মিঞা	০১৭১৬৯৮২১৭২	
	জয়নগর বাজার হাজী গনি বক্স উচ্চ বিদ্যালয়	মোহাম্মদ লিলু মিয়া	০১৭১২৫৭০৮৩৮	
	মঙ্গলকাটা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ নুরুল ইসলাম	০১৭১৫৯৩০৩৯১	
	আদর্শ শিশু নিকেতন	মোঃ মকবুল হোসেন	০১৭১৫২৩৬৩৬৬	
	দ্বীনি সিনিয়র আলিম মডেল মাদ্রাসা	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭৩১৪৯৯১০৭	
	আল হেরা জামেয়া ইসলামিযা আলিম মাদ্রাসা	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	০১৭১৬৩৯৫৩১২	
	ইকুবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ শাহেদ আলী	০১৭২৬৩৩৭১০৬	
	দারুল হুদা দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮৬০৪৮৮৪	
	অষ্টগ্রাম আহমদাবাদ দাখিল মাদ্রাসা	মাওলানা ফজলুল হক	০১৭১২৩৪১৫৬২	
	সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ	প্রফেসর মেজর ছয়ফুল কবীর	০১৭১৬০৪৭১৩২	
	সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলাকলেজ	মোহাম্মদ নূর নবী	০১৭১২৬১৮৩২৮	
	বলনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রফিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কুচিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শরীফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ভাটিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			

	রনাচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	চরনারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শ্যামারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	দিরাই আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	সুজানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মাকসুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	সাকিতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নগদীপুর ছয়হাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	সিংহনাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জগদল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মাতারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রাধানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	উজানধল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ধল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বাউসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	দিরাই উচ্চ বিদ্যালয়	সব্যসাচী দাস	০১৭৪০৪৬৬১৮৮	
	দিরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	মোঃ জাফর ইকবাল	০১৭১৮০৬১৩৮০	
	রজনীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	এ.কে.এম. সামসুল হুদা	০১৭৩৪৫৮৯৬১৯	
	রফিনগর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	এস. বি. গোলাম মোস্তফা	০১৯২৫১৪৮১২৯	
	ফকির মোহাম্মদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	দিলীপ কুমার চৌধুরী	০১৭১৮০২১০৪৭	
	ব্রজেন্দ্রগঞ্জ আর. সি. উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আসরাফ উদ্দিন	০১৭১৩৯৩৮৩০৩	
	রাজানগর কে.সি. পি. উচ্চ বিদ্যালয়	রাকেশ চন্দ্র দাস	০১৭৬৭৪১৪৮০৬	
	জগদল আল- ফারুক উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মোস্তফা কামাল পাশা	০১৭২৬৫৩৮০৬২	
	শ্যামারচর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কে.এম. সুলতান মাহমুদ	০১৭২৮১০৪২৩৭	
	রায় বাংগালী শাহজালাল (রঃ) দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ সুলাইমান হাসান	০১৭১২৭৪৯৫৪৬	
	দিরাই ডিগ্রি কলেজ	মিহির রঞ্জন দাস	০১৭১৬৪২৯৩৩৯	
	বিবিয়ানা মডেল কলেজ	নৃপেন্দ্র দাস তালুকদার	০১৯১৮১৯২৩০১	
	ছয়হাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	সিচনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কাবিলাখাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আক্তাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রনসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	চিকারকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			

	পিঠাপশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আলমপুর-৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বীরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	পাথারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	তেহকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	গাজীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	হাসারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জীবদাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ধনপুর সর্দারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মুক্তাখাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	তেরহাল নূরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শিমুলবাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	গাগলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আলমপুর-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ডুংরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মানিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আক্তাপাড়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	মোঃ ময়নুল হক	০১৭১২৩২০৩৪৪	
	আমড়িয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	আবু নছর মোঃ ইব্রাহিম	০১৭১২২৫৪৭৫৯	
	নূরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	লিয়াকতগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মাঠগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	প্রতাপপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	গোয়ারাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	দোহালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	দোয়ারা বাজার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	দোয়ারা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	কানাই লাল রায়	০১৭১১৩৪৭৯৮৬	
	বাঁশতলা চৌধুরী পাড়া শহীদ স্মৃতি নিম্নমা বিদ্যালয়	মোঃ জসিম আহমেদ চৌধুরী	০১৭১৫১৭১৭০০	
	আমবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ কামরুজ্জামান আহমদ	০১৭১৬০১৪৭৫৯	
	দারুলহেরা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ আঃ রব গাজী	০১৭১১১৮৭০৩৫	
	ইসলামপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা	এ.টি.এম. সামছুদ্দিন	০১৭৩৮১৪২০৬০	
	গণেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			

	মৌলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শাহ আরফিন নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রাজারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বাগবাড়ী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	পাইগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মন্ডলীভোগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নোয়ারাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	তাতিকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কুমনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বাউসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কালারুয়াখা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বোরবাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শিমুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মাধবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	হাসানাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বলভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	শাখাইতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	৪৭ নং আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আমেরতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নাদামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	গোবিন্দনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	পীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নতুন বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	গোবিন্দগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	লাকেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ছৈলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জাউয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কৈতক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বড়কাপন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জগঝাপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মহদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মঈনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			

	জাহিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	১০৪ নং আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বারগোপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ভাতগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জালিয়া ৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বরাটুকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	বাদেঝিগলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	চেচান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মুলাআতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়			
	ছাতক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মঈনুল হোসেন চৌধুরী	০১৭১২১৭১৭০৭	
	ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী উচ্চ বিদ্যালয়	এম.এম. আব্দুল হালিম	০১৭৩০৯৩৪৪১৮	
	সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস উচ্চ বিদ্যালয়	শাহানা আক্তার	০১৯৪৪৯৯৭৫২১	
	হাজী কমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়	এইচ এম কামাল	০১৭২১৪২৪০৩৫	
	গোবিন্দগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আতাউর রহমান	০১৭১৬৮১৩৪৮১	
	মঈনপুর উচ্চ বিদ্যালয়		০১৭২৫৯৫৯৬২৪	
	পাইগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	দিগেন্দ্র কুমার তালুকদার	০১৭৪০৯৩০৩১৬	
	সমতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুস সামাদ	০১৭২৪৭৩২১১৮	
	পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	রাধিকা রঞ্জন দাস	০১৭১৪৯১৩৪৫৬	
	বুরাইয়া কামিল মাদ্রাসা	আবুল হাসান মোঃ নুরুল হক	০১৭১১০২৬৫৯৮	
	ছাতক জালালিয়া আলিম মাদ্রাসা	মোঃ আব্দুল আহাদ	০১৭১২৭৫১৪২৫	
	পালপুর জালালিয়া আলিম মাদ্রাসা	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	০১৭১৪৬৭৪৯০৩	
	নতুনবাজার দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ শামছুননূর	০১৭২৬৩৮৪৪৭৬	
	শাহসুফি মোজাম্মিল আলী দাখিল মাদ্রাসা	আবুল হাসান মোঃ আব্দুল্লাহ	০১৭১০৯০৯৫৪৫	
	গাবুরগাঁও দারুল কোরআন দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ কামরুজ্জামান	০১৭১২৯৫২৬০৬	
	দিঘলী রাহমানিয়া মহিলা মাদ্রাসা	মোঃ জহুর আলী	০১৯১৮৫৮৪৫১০	
	রাধানগর দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ শামছুল কবির মিছবাহ্ চৌধুরী	০১৭১৫৯৩০০৩৭	
	বন্দরগাঁও ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ আব্দুল কাউয়ুম	০১৭১০৯৩৩৭০৮	
	ছাতক ডিগ্রি কলেজ	মঈন উদ্দিন আহমদ	০১৭১২০৬৫৮৪৮	
	গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ	মোঃ সুজাত আলী	০১৭১১৩৩৪৬২৪	
	জাউয়া বাজার ডিগ্রি কলেজ	আব্দুল গফ্ফার	০১৭১১৩২৭৩৬৯	
	জগীশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জমাত উল্লাহ আটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			

	গনেশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	মীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আটঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	জগন্নাথপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ছিককা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	নয়া চিলাউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রৌয়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	রানীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	উত্তর দাওরাই বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আনঙ্গা মোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	হাড়গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	আব্দুস সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আবু হোরায়রা	০১৭১২১৪৮০২৫	
	সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	সৈয়দা নুরুন নাহার	০১৭১৫৭৭৬৬৮৪	
	পঞ্চগ্রম উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুল মুহিত	০১৭১৬৫৪৯৯৬৪	
	রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুস সামাদ	০১৭১৫২৩৭৫৩২	
	রসুলগঞ্জ এ,কে,এম,পি, উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ শামীম মিয়া	০১৭১৭২৫৮২৪৫	
	ষড়পল্লী স্কুল ও কলেজ	মোঃ ফাইজ উদ্দিন	০১৭২১২৯৪০১৭	
	পাইলগাঁও বি, এন উচ্চ বিদ্যালয়	একে, এম, বদরুজ্জামান	০১৭২৪৯৯৪৭৪৬	
	জগন্নাথপুর সরকারী বালিকাউচ্চ বিদ্যালয়	মহানন্দ চন্দ্র সরকার	০১৭১৫৯৩১৯৪৬	
	আটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	এইচ,এম. আজমল	০১৭১৬০৬১১১৩	
	মীরপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ হাবিবুর রহমান	০১৭১২২৮০৮৪১	
	সফাত উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ নেজা মিয়া	০১৭১২২৫৪৫১০	
	ইকবড়ছই সিনিয়র মাদ্রাসা	মোঃ ছমির উদ্দিন	০১৭১৬২৬৩০৮৬	
	সৈয়দপুর এস.এস.সিনিয়র মাদ্রাসা	সৈয়দ রেজুয়ানুল আহমদ	০১৭১২০৩৫৫৯২	
	রানীগঞ্জ বাজার সিনিয়র মাদ্রাসা	মোঃ মোস্তফা কামাল	০১৭২৬৩৩৬২৩৫	
	চিলাউড়া দারুসুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ তাজুল ইসলাম আলফাজ	০১৭১১২০৭৪৭৭	
	জগন্নাথপুর ডিগ্রি কলেজ	মোঃ আব্দুন নূর	০১৭১৬৮৩৬০১৯	
জিও / এনজিও প্রতিষ্ঠান	জামালগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	এস, এম, শফি কামাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জামালগঞ্জ	০১৭১৭১২৩১০৬	
	বিশম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ	জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার,	০১৭১২২৫৩৭০২	

		বিশ্বম্ভরপুর		
	সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ	তাহসিনা বেগম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ সদর	০১৮১৫৪৬১২৫৫	
	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	মুর্শেদা জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	০১৭১১৩১৮৭৬২	
	দিরাই উপজেলা পরিষদ	জনাব মোহাম্মদ আলতাব হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিরাই	০১৯১১৫৩৪৪৬৬	
	শাল্লা উপজেলা পরিষদ	জনাব এমএম মহিউদ্দিন কবীর মাহিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা	০১৮১৬৬৮২২৩৬	
	ছাতক উপজেলা পরিষদ	আইনুর আক্তার পান্না উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ছাতক	০১৭১৮২৭২১৭৭	
	দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ	জনাব কামরুজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দোয়ারাবাজার	০১৭১১৯৭৫৮৪৭	
	জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদ	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জগন্নাথপুর	০১৭১৪৪৬৩৩৪০	
	তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ	জনাব মোহাম্মদ সুলায়মান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর	০১৭১২১২৯৪১৮	
	ধর্মপাশা উপজেলা পরিষদ	শ্রাবন্তী রায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধর্মপাশা	০১৮৫৯৭৫৪৫৬৪	
	বেহেলী ইউনিয়ন পরিষদ, জামালগঞ্জ	মোঃ সিরাজুল হক তালুকদার চেয়ারম্যান, ১ নং বেহেলী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১০১২৬৩২	
	সাচনা বাজার ইউনিয়ন পরিষদ, জামালগঞ্জ	মোঃ রেজাউল করিম শামীম চেয়ারম্যান, সাচনা বাজার ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৭৩১০০৩৭	
	পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	মোঃ সোলেমান মিয়া চেয়ারম্যান, পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৬৪৬৬৯৬০	
	ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	মোঃ ওয়ালি উল্লাহ সচিব, ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৭৮৯৬৭৫৪	
	সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	তানজিবা মাহজাবিন চেয়ারম্যান, সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯৩২০০৯২৪৪	
	বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	এ্যাড. মোঃ ছবাব মিয়া চেয়ারম্যান, বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১২৫৬৮২৩৪	

	ফতেহপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	মোঃ শাহ সামসুজ্জামান চেয়ারম্যান, ফতেহপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৬২০৪৬৬৩	
	লক্ষণশ্রী ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর	আলহাজ্ব আঃ ওয়াদুদ চেয়ারম্যান, লক্ষণশ্রী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮৯৭৭১৬৩	
	কোরবাননগর ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর	চেয়ারম্যান, কোরবান নগর ইউনিয়ন পরিষদ		
	জয়কলস ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	মোঃ মাসুদ মিয়া চেয়ারম্যান, কোরবাননগর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৪০৯২৬৬৪২	
	পূর্ব বীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	মোঃ শহীদুর রহমান শহীদ চেয়ারম্যান, পূর্ব বীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৯৭৫৪৬৬	
	শিমুলবাক ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	হাজী আবদুল্লাহ চেয়ারম্যান, শিমুলবাক ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১২২৯৯১৪৮	
	পূর্ব পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	মোঃ রকিব চান চেয়ারম্যান, পূর্ব পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১২৭৫২২৯৮	
	দিরাই সদর ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই	দিরাই সদর ইউনিয়ন পরিষদ		
	চর্নারচর ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই	চর্নারচর ইউনিয়ন পরিষদ		
	ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	চেয়ারম্যান, ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ		
	নোয়ারাই ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	চেয়ারম্যান, নোয়ারাই ইউনিয়ন পরিষদ		
	কালারুকা ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	চেয়ারম্যান, কালারুকা ইউনিয়ন পরিষদ		
	উঃ খুরমা ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	চেয়ারম্যান, উঃ খুরমা ইউনিয়ন পরিষদ		
	দোলারবাজার ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	চেয়ারম্যান, দোলারবাজার ইউনিয়ন পরিষদ		
	চরমহল্লা ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	চেয়ারম্যান, চরমহল্লা ইউনিয়ন পরিষদ		
	বাদগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, ছাতক	চেয়ারম্যান, বাদগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ		
	বংলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ, দেয়ারাবাজার	মোঃ আঃ সোবাহান চেয়ারম্যান, বংলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ		
	দোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, দেয়ারাবাজার	মোঃ আঃ জলিল চেয়ারম্যান, দোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ		
	মান্নারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, দেয়ারাবাজার	মোঃ আলী খান		

		চেয়ারম্যান, মান্নারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ		
	আশারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর	আইয়ুব খান চেয়ারম্যান, আশারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭৩২৫৮৯২২১	
	কলকলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর	সাজ্জাদুর রহমান চেয়ারম্যান, কলকলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭১২২৮০৮৭৯	
	সৈয়দপুর শাখারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর	মোঃ আবুল হাসান চেয়ারম্যান, সৈয়দপুর শাখারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭২০৬৭৬১২২	
	চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর	আরশ মিয়া চেয়ারম্যান, চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭৪৫৭১৩৬৭৫	
	বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	মোঃ নিজাম উদ্দীন চেয়ারম্যান, বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৬৪৬৬৬৫২	
	উঃ বড়দল ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	সবুজ আলম চেয়ারম্যান, উঃ বড়দল ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮৮১৯৭৬২	
	দঃ বড়দল ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	জামাল উদ্দীন চেয়ারম্যান, দঃ বড়দল ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭২৮৮১৯৭৬২	
	উঃ শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	মোঃ আবুল হোসেন খান চেয়ারম্যান, উঃ শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭২৮৬৪৯৫২৫	
	দঃ শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, তাহিরপুর	বিশ্বজিত সরকার চেয়ারম্যান, দঃ শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৬৩২৭০২২	
	উঃ সুখাইর রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	মোঃ ফজলুর রহমান চেয়ারম্যান, উঃ সুখাইর রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭৪০৮৯৮১২৯	
	ধর্মপাশা সদর ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	মোঃ ফখরুল ইসলাম চৌধুরী চেয়ারম্যান, ধর্মপাশা সদর ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭১২২৮১৪২১	
	পাইকুরাটি ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	ফেরদৌসুর রহমান চেয়ারম্যান, পাইকুরাটি ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭১১৯৬৭৬০৯	
	সেলবরষ ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	আলী আমজাদ হোসেন চেয়ারম্যান, সেলবরষ ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭১০৬৫১৫১৩	
	উঃ বংশীকুন্ডা ইউনিয়ন পরিষদ, ধর্মপাশা	মোঃ জামাল হোসেন চেয়ারম্যান, উঃ বংশীকুন্ডা ইউনিয়ন পরিষদ,	০১৭৪০৫১১০১৮	
উচুঁ রাস্তা	১৪১২ কিলোমিটার উচু রাস্তা	জনাব মোঃ আনোয়ারুল আমিন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, সুনামগঞ্জ	০১৭১৫-০০২৭৩১	
		জনাব ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল আহমেদ নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,	০১৭৭২-২৮১৯৮১	

		সুনামগঞ্জ		

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টারগুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী। বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানের কোন ব্যাবস্থা নাই।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি :

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে)
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঐষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে

- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব প্রদান করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার :

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

৪.৫ জেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল নম্বর
স্কুল কাম শেল্টার	৩৪৯	জনাব গোলজার আহমদ খান জেলা শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ	০১৭২০৪৪৫০৬৭
		জনাব মো নুরুল ইসলাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ	০১৭৪২৪৮০২০১
গোডাউন	১১	জনাব রমেন্দ্র নাথ ধর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সুনামগঞ্জ	০১৭১১১৩৭৭০৭
নৌকা	১২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল	
মাটির কিল্লা	০১	মোঃ সিরাজুল হক তালুকদার চেয়ারম্যান, ১ নং বেহেলী ইউপি	০১৭১১০১২৬৩২
গাড়ী	২২	দেবজিৎ সিনহা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল	০১৭১২৯৯২০৮৬
স্পীড বোট	১৫	দেবজিৎ সিনহা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল	০১৭১২৯৯২০৮৬

৪.৬ অর্থায়ন:

উপজেলা পরিষদের আয় আসে উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ির ভাড়া, স্থানীয় কর আদায় এবং হাট/বাজার ইজারার মাধ্যমে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন থেকে ২% অর্থ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন। পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে উপজেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকি টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, ভূমি উন্নয়ন থেকে ২% অর্থ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্ধ প্রদান করে থাকেন।

(ক) রাজস্ব খাত

খাতের ধরণ	বাৎসরিক আয়											১১ টি উপজেলায় মোট
	সুনামগঞ্জ সদর	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	দোয়ারা বাজার	ছাতক	জগন্নাথপুর	দিরাই	শাল্লা	তাহিরপুর	ধর্মপাশা	জামালগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	
উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ির ভাড়া প্রাপ্তি	৮৫০,০০০	-	৭১১,০০০	২,২৮৪,৫০০	১,৩০০,০০০	৮৫০,০০০	১,০০০,০০০	২,৫০০,০০০	৮৫০,০০০	১০৭,০০০	৯১০,০০০	১১,৩৬২,৫০০
কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্যান্য দাবি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ	-	-	-	-	-	-	৫,০০০	-	১,২০৮,০০০	-	-	১,২১৩,০০০
হাটবাজার ইজারালব্ধ আয় (অবশিষ্ট ৪১%)	১,১০০,০০০	১৫৭,৯৫৮	২,৫৩০,৮০০	৪,৮১০,৫৩০	১,৭৫৮,৩৩০	৭৫০,০০০	১১২,৫০১	২,০০০,০০০	২,৬৬২,৮৮৮	১,৫০০,০০০	২০,৫০০	১৭৪০৩৫০৭
খেয়াঘাট/নৌকাঘাট	১,৪০০,০০০	১৬৬,৪০৪	৩১০,০০০	৪,৮১০,৫৩০	-	-	১৬৫,০০০	-	-	-	৬৫০,০০০	৭,৫০১,৯৩৪
ভূমি হস্তান্তর করের (২%)	৯,৫০০,০০০	-	৯৭৫,২১১	-	-	-	৮৫০,০০০	৩,০০০,০০০	২০০,০০০	১,৮১০,০০০	৬৯৫,০০০	১৭,০৩০,২১১
ভূমি উন্নয়ন করের (২%)	১০৯,০০০	-	৩১৪,০০০	১৫২,০০০	১৫৬,৫২৬	১০০,০০০	২,১০০,০০০	-	১০০,০০০	৩০,০০০	৩৫,০০০	৩,০৯৬,৫২৬
পরিষদের ন্যাস্ত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তির আয় বা মুনাফা	-	-	-	-	-	-	১০০,০০০	-	১০০,০০০	-	-	২০০,০০০
প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান	-	-	-	-	-	৫,২৬৬,০০০	-	-	১০০,০০০	-	-	৫,৩৬৬,০০০
পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পরিষদের কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য কোন অর্থ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,০০০	৫,০০০
সরকারের নির্দেশে পরিষদে ন্যাস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত	-	-	-	-	৬,৪০০,০০০	৩৮২,০০০	-	-	-	-	-	৬,৭৮২,০০০
রাস্তা আলোকিতকরণের উপর ধার্য্যকৃত কর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও	-	-	-	-	-	২০,০০০	৫,০০০	-	৫০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	১১৫,০০০

খাতের ধরণ	বাৎসরিক আয়											১১ টি উপজেলায় মোট
	সুনামগঞ্জ সদর	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	দোয়ারা বাজার	ছাতক	জগন্নাথপুর	দিরাই	শাল্লা	তাহিরপুর	ধর্মপাশা	জামালগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের - উপর ধার্য্যকৃত ফি												
ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার আওতা বহির্ভূত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার উপর পরিষদকর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্য্যকৃত ফি	-	-	-	-	২,৯০০,০০০	১৫,০০০	-	-	-	-	-	২,৯১৫,০০০
পরিষদকর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর ধার্য্যকৃত ফিস ইত্যাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	১১৭,০০০	-	৪,৮৫০,০০০	-	১০০,০০০	-	২০০,০০০	৫,০০০,০০০	-	-	-	১০,২৬৭,০০০

উন্নয়ন খাতঃ

খাতের ধরণ	বাৎসরিক আয়											১১ টি উপজেলায় মোট
	সুনামগঞ্জ সদর	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	দোয়ারা বাজার	ছাতক	জগন্নাথপুর	দিরাই	শাল্লা	তাহিরপুর	ধর্মপাশা	জামালগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্ধ	১০,৯৫২,০০০	-	৬১৯২০০০	৭৫০০০০০	-	-	৫৭০৬৮০০	৭০৪৮০০০	১১০০০০০০	৭৫২৬০০০	৬৩৪৪৮০০	৬২,২৬৯,৬০০
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৬,০০০,০০০	৩৪৮১২৭	৪০০০০০০	১৮৮৪৮০৫	২৬১৬৯২২	৩৯১৫	-	-	-	১০৭৯০০০	১৪৯৭০০	১৬,০৮২,৪৬৯
স্থানীয় অনুদান	-	-	-	-	-	-	-	৭০৪৮০০০	১৫০০০০০	-	-	৮,৫৪৮,০০০
এডিপিভূক্ত বা জাতীয় প্রকল্পের অংশ ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত অর্থ	-	৬৩৫০০৬৮	-	৫৮৪৫০০০	-	৮২৮৭২০০	-	-	-	-		২,০৪৮২,২৬৮
কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত অর্থ (শরিক)	-	৫০০,০০০ (শরীক)	৫০০,০০০ (শরীক)	-	৬৪০০০০০ (ইউজেডজিপি) ২৯০০০০০ (শরীক)	৫০০,০০০ (শরীক)		-	৫০০,০০০ (শরীক)	৫০০,০০০ (শরীক)	৫০০,০০০ (শরীক)	১২,৩০০,০০০

সংস্থাপনঃ

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও অন্যান্যদের সম্মানী ভাতা (মাসিক)

উপজেলা চেয়ারম্যান (১ জন): ২০,৫০০ টাকা
উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (২ জন) জন প্রতি: ১৪,৫০০ টাকা
কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি
সাঁটমূদ্রক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (১ জন): ৫২০০-১১২৩৫ টাকা
গাড়িচালক (১ জন): ৪৭০০-৯৭৪৫ টাকা
এমএলএসএস (২ জন) জন প্রতি: ১৮০ টাকা প্রতিদিন
ঝাড়ুদার/মালি (১ জন) জন প্রতি: ১৮০ টাকা প্রতিদিন

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে উপজেলা পরিষদে সরাসরি অর্থায়ন করছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা সর্বোপরি সুশাসনের উপর। উপজেলা পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগগুলো বিবেচনা করে যা তার উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	দেবজিৎ সিনহা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ	০১৭১২৯৯২০৮৬
০২	মোঃ রাজিব আহমেদ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তা, সুনামগঞ্জ	০১৭১৬৪৮৮০৫৮
০৩	মোঃ ফজলুল হক	প্রজেক্ট ম্যানেজার, ভার্ড	০১৭১৬২৩০৮২৩
০৪	মোঃ আবুল হাসেম	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ	০১৮২৫৯২৬৪৪৩
০৫	ইঞ্জিনিয়ার সাইদ আহাম্মদ	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১৭১৩০৬৫৭৩৬

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	দেবজিৎ সিনহা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ	০১৭১২৯৯২০৮৬
০২	মোঃ রাজিব আহমেদ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তা, সুনামগঞ্জ	০১৭১৬৪৮৮০৫৮
০৩	বেগম শীলা রানী রায়	মহিলা প্রতিনিধি, সুনামগঞ্জ	
০৪	মোঃ ফজলুল হক	প্রজেক্ট ম্যানেজার, ভার্ড	০১৭১৬২৩০৮২৩
০৫	মোঃ আবুল হাসেম	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ	০১৮২৫৯২৬৪৪৩
০৬	ইঞ্জিনিয়ার সাইদ আহাম্মদ	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১৭১৩০৬৫৭৩৬
০৭	আশুতোষ কর্মকার	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ	০১৭১১০২৫২৯০

কমিটির কাজ

- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জেলায় মোট ৩৭,৪৮৭৭ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২৭,৬৪৩৪ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ২১,২৭২ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৬৮৭০৩ হেক্টর এবং দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৭২৪৫৯ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির জমির পরিমাণ ১৪০০০ হেক্টর। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৩৭৩৪৩ হেক্টর। এখানে মোট ২,৯৪,১০৯ জন কৃষিজীবী রয়েছে। জেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো, আউশ ও আমন), গোলআলু, গম, শাকসব্জি সরিষা, মরিচ, মিষ্টিআলু, বাদাম, ইত্যাদি। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি দুর্যোগে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক কৃষিখাতের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১৩৭৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ২৪৮২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৩৪৫ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৬৬২১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৫১১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১৫১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৬৯৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২০৯ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৫৬৩৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৬৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২৩৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং নদীভাঙ্গনে প্রায় ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৫১৩২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ১৪৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২৭০ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৩২৪৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ১৭৯২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২০৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং নদীভাঙ্গনে প্রায় ১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭৯৪৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৭৮৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২৫০ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং নদীভাঙ্গনে প্রায় ৪২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৩৬৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৫২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৩১০৭ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় ১০২১১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৬৬৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৪৮৯ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮৮৯১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ২১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ২৯৬ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১৪৮৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ২৭০৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৬১৬ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৫৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
মৎস্য	সুনামগঞ্জ জেলায় ২৫ টি নদী, ১৩৩ টি খাল, ৯৭৬ টি বিল, ১৭০২৬ টি পুকুর, ১১৭৬ টি জলাশয় রয়েছে এবং এখানে মোট ১১১০০০ জন মৎসজীবী রয়েছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি দুর্যোগে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র জেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক মৎস্যখাতের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৫ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ১৭ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ৩ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় ২ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ১০ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ২০ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ২ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৩ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ২ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় ৫ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ২ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৩ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৮ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ২ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৩ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ২১ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
পশুসম্পদ	সুনামগঞ্জ জেলার প্রধান পশুসম্পদ হল গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, পাখি, মহিষ ইত্যাদি। এ জেলায় ৬৮৪,১৭৮ টি গরু, ৩৫৪,১৫৬ টি ছাগল, ৮৭৪০৬ টি ভেড়া, ৫,৭২৪,৮০৭ টি হাঁস, ২,৫৬৬,৫২০ টি মুরগী, ৮৬৪ টি শুকর ও ১১৫৫০ টি মহিষ রয়েছে। আগাম বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। মৌসুমী বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, বিভিন্ন রোগবালাই ও বাসস্থানের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে পশুপাখির প্রাণহানী ঘটে।
গাছপালা	সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ৩০ টি ২০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল রয়েছে। এছাড়া, ১৫০ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, কড়ই, কদম, আকাশমণি, রেইনট্রি, চাকারাশি, হিজল, করচ, মোর্তা, বেত, জারুল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। বেসরকারি সংস্থা জামালগঞ্জ উপজেলায় সিএনআরএস হিজল আর করচের ৭.৭৫ একর জমিতে ৮ টি বনাঞ্চল গড়ে তুলেছে। এছাড়া, অত্র জেলার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। জেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক গাছপালার যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৩৫০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৯ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৫০০১ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮৪ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২৭৯ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১২২ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১২০ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ১০২ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১০৪ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৪৬ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৯২ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২৮৭ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ২০৭ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১৪৭ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৭২ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ১২১৭ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১০৭ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৮১২ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪৫ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৩১৪ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৫০৭ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৮৮ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৫৫৩ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৪১৬ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	সুনামগঞ্জ জেলায় ১ টি জেলা সদর হাসপাতাল, ১ টি মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র, ১ টি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ১ টি ডায়েবেটিক হাসপাতাল, ৯ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৪৩ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ১৯৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ২২ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার রয়েছে। জেলায় মোট ৩৫ টি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। জেলার এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট ৮৩ জন ডাক্তার ও ১২৪ জন নার্স রয়েছে। এ জেলায় মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড়, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক স্বাস্থ্যখাতের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২৭৯০২৯ জনসংখ্যার মধ্যে ১% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৩.৫% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৫% লোক টাইফয়েড, ১.২% লোক আমাশয়, ১.৭% লোক চর্মরোগ এবং ২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ১১৩৭৪৩ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া,

খাতসমূহ	বর্ননা
	মৌসুমী বন্যায় ২% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৩% লোক টাইফয়েড, ১.৫% লোক আমাশয়, ১.৭% লোক চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২৪৩৬৯০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৮% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১.৮% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৪% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ২.১% লোক চর্মরোগ এবং ২.৮% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ১৬৭২৬০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.১% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৭% লোক টাইফয়েড, ১.২% লোক আমাশয়, ২.৫% লোক চর্মরোগ এবং ১.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ১৮৩৮৮১ জনসংখ্যার মধ্যে ২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৭% লোক টাইফয়েড, ১.২% লোক আমাশয়, ২.২% লোক চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ১৫৬৩৮১ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৩% লোক ডায়রিয়া, ১.৪% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৫% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক আমাশয়, ২.৭% লোক চর্মরোগ এবং ১.১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২২৮৪৬০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৩.১% লোক ডায়রিয়া, ২.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৭% লোক টাইফয়েড, ২.১% লোক আমাশয়, ২.৪% লোক চর্মরোগ এবং ১.৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২২৩২০২ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১.২% লোক ডায়রিয়া, ২.৩% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৮% লোক টাইফয়েড, ১.৭% লোক আমাশয়, ২.৩% লোক চর্মরোগ এবং ২.৭% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ৩৯৭৬৪২ জনসংখ্যার মধ্যে ২.১% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ২.৭% শিশু নিউমোনিয়া, ২.২% লোক টাইফয়েড, ১.৯% লোক আমাশয়, ১.৭% লোক চর্মরোগ এবং ১.০২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ

খাতসমূহ	বর্ননা
	বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২৫৯৪৯০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৭% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.১% লোক ডায়রিয়া, ২.৭% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৩% লোক টাইফয়েড, ১.৮% লোক আমাশয়, ১.৪% লোক চর্মরোগ এবং ১.০৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় মোট ২১৫২০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ২.১% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৩% লোক টাইফয়েড, ২.৫% লোক আমাশয়, ২% লোক চর্মরোগ এবং ১.৮% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
জীবিকা	সুনামগঞ্জ জেলার প্রধান জীবিকাসমূহ হল কৃষি, মৎস্য, দিনমজুর ও ব্যবসা। জেলায় মোট ২৯৪১০৯ জন কৃষিজীবী, ১১১০০০ জন মৎস্যজীবী, ২৮০৩৭৫ জন দিনমজুর ও ২০১৭৫ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি দুর্যোগ ঘন ঘন হওয়ায় এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবিকা বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র জেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। বিভিন্ন দুর্যোগে দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক জীবিকার যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৮১৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৭৫৩২ জন কৃষিজীবী, ২৫১০ জন মৎস্যজীবী, ৮০৭৫ জন দিনমজুর ও ৫৮৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪৩২২ জন কৃষিজীবী, ২৮০৪ জন দিনমজুর ও ৫৭৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৬১৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৫৭৯ জন কৃষিজীবী, ১৭৮৯ জন মৎস্যজীবী, ৭০৮৮ জন দিনমজুর ও ৩৫৩ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৫১২ জন কৃষিজীবী, ৮৪০ জন দিনমজুর ও ১৭০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় ১২১৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৮০৩২ জন কৃষিজীবী, ২০৩৭ জন মৎস্যজীবী, ৪০৪৯ জন দিনমজুর ও ১০৩৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২২৮৮ জন কৃষিজীবী, ১১৮৮ জন দিনমজুর ও ১৮৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯০৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩০৪০ জন কৃষিজীবী, ১০৮৫ জন মৎস্যজীবী, ৬০১১ জন দিনমজুর ও ৮৮৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮৩২ জন কৃষিজীবী, ১৬০৭ জন দিনমজুর ও ৩২৯ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৬০৭৯ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩১৪৯ জন কৃষিজীবী, ১২০৬ জন মৎস্যজীবী, ৪০৩১ জন দিনমজুর ও ৪৭০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী

খাতসমূহ	বর্ননা
	ঝড়ে ২৬৩১ জন কৃষিজীবী, ৬৭৯ জন দিনমজুর ও ১৫৩ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭০৮৫ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩৮৭২ জন কৃষিজীবী, ৮৫৯ জন মৎস্যজীবী, ২০৮৫ জন দিনমজুর ও ২০৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১২০৮ জন কৃষিজীবী, ৭১০ জন দিনমজুর ও ৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১১২৭ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৮০২২ জন কৃষিজীবী, ১২১৯ জন মৎস্যজীবী, ৩২০১ জন দিনমজুর ও ৪৮৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৬০০ জন কৃষিজীবী, ৭৫৩ জন দিনমজুর ও ১৮৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় ১১২৭২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৬০৮৯ জন কৃষিজীবী, ৬৮৭ জন মৎস্যজীবী, ৩৩২১ জন দিনমজুর ও ৩৭৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮৮৮ জন কৃষিজীবী, ১০৭১ জন দিনমজুর ও ২০৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭০৭৯ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১২৮১ জন কৃষিজীবী, ২৫০৮ জন মৎস্যজীবী, ৩০২৯ জন দিনমজুর ও ২১৭২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৬৮২ জন কৃষিজীবী, ৭৫৬ জন দিনমজুর ও ৫৮১ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮০৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩১৮৭ জন কৃষিজীবী, ১২০১ জন মৎস্যজীবী, ২৬৭৫ জন দিনমজুর ও ৩৫২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৬০২ জন কৃষিজীবী, ৬৭১ জন দিনমজুর ও ২৪৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৬০৫১ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২২৫৯ জন কৃষিজীবী, ২৩৪৫ জন মৎস্যজীবী, ৪৮৭৬ জন দিনমজুর ও ৫৫৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৮৬১ জন কৃষিজীবী, ৪৭৩ জন দিনমজুর ও ১৭০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি	সুনামগঞ্জ জেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হল নলকূপ, নদীনালা, খালবিল, পুকুর, বৃষ্টির পানি ইত্যাদি। এ জেলায় মোট ৪২৩৬৮ টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ৪১৭৩৩ টি নলকূপ সচল ও ৬৩৫ টি নলকূপ বিকল। ৪১৭৩৩ টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নলকূপগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অত্র জেলায় ৭২% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক পানির যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১০২ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৫০২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৩২ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৪০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৫৫

খাতসমূহ	বর্ননা
	টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৮৭ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৫২ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১৭১ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৭৬ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৪৯০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৪০২ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৩২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৯৯ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৯৫৭ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২১৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১২৯৯ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৮৩ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১২০২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৪৯ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৯৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	সুনামগঞ্জ জেলায় ১৩৭৩.১০ কি.মি. বেরিবাঁধ, ৪০৩৩.৪৫ কি.মি. রাস্তা, ১৫২ টি ব্রীজ, ২৩৩৮ টি কালভার্ট, ৪,৪০,৩৩২ টি ঘরবাড়ি, ২৯৯৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৭৯৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন, বেরিবাঁধ, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক অবকাঠামোর যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
	▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৪০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১০৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ২৫৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৪২০ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৩ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ২২ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৩৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৭০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১৬৬২ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৮ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১২০০২ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৩০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫১০ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ২২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১৮০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ২৯৫ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৫ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৭ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৮০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৭৭১ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৫১০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৪২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ২২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৫৬ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫৬ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৬ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, নদীভাঙ্গনে ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ও ১২০ টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৬২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫২ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৩২৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৮২ টি বাড়িঘর, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪৫ টি বাড়িঘর, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৩৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩৪৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৬৭৬ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩৫৯ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৫৭ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, নদীভাঙ্গনে ২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ও ২০০ টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৭ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৩৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৭৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৪৫২ টি

খাতসমূহ	বর্ননা
	বাড়িঘর (আংশিক), ১৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৫১ টি বাড়িঘর, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২০৮ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, নদীভাঙ্গনে ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ও ১৫৬ টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৯৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ২৫৫২ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১১৭৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৯ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৪৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৮০৭ টি বাড়িঘর, ২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৫৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৫০৭ টি বাড়িঘর, ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪৭ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৬০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩০৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১৩৫৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩৭ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ২৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ২১২ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৩৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১০৫ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ২০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৫২ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ২০৫ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩৩০ টি বাড়িঘর, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৭ টি বাড়িঘর, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৪৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৭০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৩৫৩ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৮২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৮৩১ টি বাড়িঘর, ৪৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪৩ টি বাড়িঘর, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	দেবজিৎ সিনহা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ	০১৭১২৯৯২০৮৬
০২	রাজিব আহমেদ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তা, সুনামগঞ্জ	০১৭১৬৪৮৮০৫৮
০৩	মনিরুল হাসান	সহকারি কমিশনার (সাধারণ শাখা)	০১৯১৩৩৭৯৪১৮

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ সারকুল ইসলাম	উপ-সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সুনামগঞ্জ	০১৮১৭৫১১২৯০
০২	মোঃ কবিরুল ইসলাম	উপ-সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সুনামগঞ্জ	০১৭২২২৯০১০৫
০৩	রমা কান্ত সিংহ	লিডার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সুনামগঞ্জ	০১৭২৪৭৫৮১৮২

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ জর্জেস মিয়া	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ	০১৭১১২৩৮৪১০
০২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)	-
০৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সকল	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	-

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	দেবজিৎ সিনহা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ	০১৭১২৯৯২০৮৬
০২	রাজিব আহমেদ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তা, সুনামগঞ্জ	০১৭১৬৪৮৮০৫৮
০৩	রমেন্দ্রনাথ ধর	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০১৭১১১৩৭৭০৭